বাঙালিদের বিয়েবাড়ির ধারণা তো পালটে গিয়েছে বহুদিন। সবচেয়ে পালটে গিয়েছে বিয়েবাড়ির খাবারের পদ, খাবারের স্টাইল। এবার রংদার রোববারে সেই খাওয়াদাওয়ার কথা।

বিয়েবাড়ির ভোজ

১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 21 July 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 64

মৃত্যু উপত্যকা

ঢাকার রাজপথের দখল নিচ্ছে সেনাবাহিনী। শনিবার। -এএফপি

পদ্মাপারে অশান্তি

- আপাতত রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত কার্ফিউ
- মেয়াদ বাড়াতে পারেন শেখ হাসিনা
- সারা দেশে সেনা মোতায়েন, রাস্তায় টহল
- ঢাকা সহ বিভিন্ন শহর শুনসান
- বিক্ষিপ্ত হিংসায় আরও ৯ জনের মৃত্যু
- আহতের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে
- পুলিশের ধরপাকড়ে গ্রেপ্তার আন্দোলনকারী অন্তত ৪ নেতা
- প্রধানমন্ত্রীর স্পেন ও ব্রাজিল সফর বাতিল
- সংরক্ষণকে চ্যালেঞ্জ করে মামলার শুনানি রবিবার

পথে সেনা-ট্যাংক, হত ১১৪

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ২০ জুলাই : পথে পথে ট্যাংকের টহল। রাস্তাঘাট শুনসান। আকাশপথে হেলিকপ্টারের নজরদারি। সেনাবাহিনীর দখলে রাস্তাঘাট। শুক্রবার রাতে কার্ফিউ জারি হওয়ার পর শনিবার সকাল থেকে এই চিত্রই কমবেশি দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। আইনশৃঙ্খলা ভাঙলে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যদিও হিংসায় পুরোপুরি লাগাম পরেনি। কার্ফিউ জারির পর সরকারের নির্দেশে শনিবার সেনা মোতায়েন হলেও বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের খবর মিলছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। শনিবার আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এতে পড়ুয়াদের চলতি আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১৪। আহতের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে শুরু হয়েছে পুলিশি ধরপাকড়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্তত তিনজন নেতৃস্থানীয়কে পুলিশ আটক করেছে।

শনিবার দুপুরে ২ ঘণ্টা শিথিল করা হলেও আপাতত রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত কার্ফিউ বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে। কার্ফিউ কতদিন চলবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি বিচার করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক শুধু মন্তব্য করেছেন, সেনা ও কার্ফিউয়ের জোড়া ফলায় আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সেনা মোতায়েন হওয়ায় ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশের মানুষ। হাসিনার সেনা নামানোর কথা কেউ চিন্তাই করেননি।

শনিবার যে আরও নয়জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে চারজনই ঢাকার। একজন সাভারের। ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় শনিবার। রামপুরা, বনশ্রী এলাকায় বিক্ষোভকারীদের হটাতে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়া হয়। সারা দেশে সেনা নামলেও চট্টগ্রাম, রাজশাহিতে বিকাল পর্যন্ত দেখা মেলেনি।

শনিবার ভোররাতে সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়কারী নাহিদ ইসলামকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গণ অধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হক নুরকে ভোররাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। নুরের পরিবার জানিয়েছে, দরজা ভেঙে নুরকে তাঁর ঢাকার হাতিরঝিলের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ ও র‍্যাব। পরিবারের সকলের মোবাইল এবং সিসি ক্যামেরাও নিয়ে গিয়েছে। বিএনপি'র জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানকে তাঁর বনানী ডিওএইচএস-এর বাড়ি থেকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ।

শেখ হাসিনা তাঁর বিদেশ সফর বাতিল করেছেন। তাঁর রবিবারই ওই সফরে স্পেন ও ব্রাজিলের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সচিব ইমরুল কায়েস জানান, প্রধানমন্ত্রীর ২১ থেকে ২৩ জুলাই স্পেন এবং ২৪ থেকে ২৭ জুলাই ব্রাজিলে সফর বাতিল করা হল। নতুন করে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রবি ও সোমবার সারা দেশে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

জনপ্রশাসনমন্ত্রকের মুখপাত্র আবদুল্লাহ শিবলি সাদিক জানিয়েছেন, আগামী দু'দিন সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি এবং স্বশাসিত সমস্ত সংস্থা বন্ধ থাকবে। তবে জল, দমকল, গ্যাস, বন্দর, হাসপাতাল সহ সমস্ত জরুরি পরিষেবা এই নির্দেশের আওতায় পড়বে না। ভুয়ো খবর রুখতে বৃহস্পতিবার থেকে ইন্টারনেট বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশে। সড়ক ও রেল যোগাযোগও স্তব্ধ। ফলে বিশ্ব থেকে গোটা দেশ কার্যত বিচ্ছিন্ন।

আশার কথা একটিই, রবিবার চাকরিতে সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হতে পারে সুপ্রিম কোর্টে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে হাইকোর্টের রায় 'আইনসম্মত না হওয়ায়' তা বাতিল করার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুদ্দিন মানিক।

শহিদ সভার মঞ্চে আজ অখিলেশ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জুলাই : 'ইন্ডিয়া' জোটে থেকেও যেন আঞ্চলিকতার মেলবন্ধনের মঞ্চ হয়ে উঠতে চলেছে তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ। অন্য আঞ্চলিক দলগুলির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রয়াসে সায় দেওয়ার বার্তা বহন করছে রবিবার ওই মঞ্চে অখিলেশ যাদবের উপস্থিতির ঘোষণা। সমাজবাদী পার্টির প্রধান নিজেই তৃণমূল নেত্রীকে ফোন করে ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মমতা সাগ্রহে সেই ইচ্ছায় সায় দিয়েছেন।

ভিন্ন ঐক্যের বার্তার সম্ভাবনা

অখিলেশকে পাশে নিয়ে আঞ্চলিক দলগুলির মিলিত পথচলার বার্তা রবিবার তিনি দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। অখিলেশের পাশাপাশি ওই সভায় উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার কোনও একজন প্রতিনিধির থাকার সম্ভাবনা। অন্য কোনও আঞ্চলিক দলের কেউ সরাসরি মঞ্চে থাকবেন না বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর লাগাতার যোগাযোগ থাকার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

শহিদ সমাবেশকে সামনে রেখে মমতা ইতিমধ্যে টেলিফোনে কথা বলেছেন এনসিপি নেতা শারদ পাওয়ার, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ও ডিএমকে নেতা এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গে। জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি বিরোধী মঞ্চকে আরও শক্তিশালী করার বার্তা তাঁরা দিয়েছেন। আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থন পেয়ে যাওয়ায় রবিবারের শহিদ সমাবেশ থেকে বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে ভিন্ন রূপরেখা মমতা ঘোষণা করতে পারেন। এরপর চোদ্দোর পাতায়

মলের নিয়ন আলোয় অন্ধকার জগৎ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : রেড লাইট এলাকাকেও হার মানাবে মাটিগাড়ার একটি শপিং মল। মলের বেসমেন্ট যেন অন্ধকার জগতের আঁতুড়। যেখানে স্পায়ের আড়ালে চলছে দেহব্যবসা। এ যেন থাইল্যান্ডের পাটায়া শহরের দ্বিতীয় সংস্করণ।

আড়ালে দেহব্যবসা

- মাটিগাড়ার মলটির বেসমেন্ট জুড়ে একাধিক স্পা
- ওই পথে কেউ গেলেই ডাকছে মহিলারা
- ভেতরে ঢোকার হাতছানি, শুধু হাত ধরে টানা বাকি
- স্পা'র আড়ালে দেহব্যবসা চলছে ভেতরে
- এর আগে একাধিকবার অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ

ভূগর্ভস্থ পার্কিং জোন থেকে প্রবেশপথ চলে গিয়েছে সোজা। এসকালেটারে না উঠে, সিঁড়ি বেয়ে নামলেই নাক বরাবর দুটি গলি। সামনের দিকে কিছু খাবারের দোকান। গলিপথটা খানিক নিঝুম। সেই নিঝুম গলিতেই যত 'অন্ধকারের হাতছানি'।

গলিপথে প্রতিটি কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে মহিলারা। একটু এগোতেই এক এক করে সকলেই নিজেদের বডি স্পা কাউন্টারের দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। প্রতিটা ঘর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে নিয়ন আলো। আর সকলের মুখে একটাই কথা, 'আইয়ে না'। কেউ হিন্দিতে, কেউ নেপালি ভাষায় যেন নিশির ডাক ডাকছেন। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'আমাদের এখানে ভালো ব্যবহার পাবেন। ভেতরে আসুন।' যাঁরাই এড়িয়ে চলে যাচ্ছেন ওই মহিলারা কার্যত তাঁদের পেছনে হাঁটা দিচ্ছেন। হাত ধরে টেনে ধরাটাই শুধু বাকি থাকছে। যত এগোনো যাচ্ছে, একই ছবি।

কাউন্টারের সামনে ও ভেতর দেখা গেল, কয়েকজন ব্যক্তি মহিলাদের সঙ্গে কথা বলছেন। কাছে যেতেই বোঝা গেল, দরদাম চলছে তাদের মধ্যে। মহিলারা জানাচ্ছেন, ভেতরে গোপন ঘর রয়েছে। সেই ঘরে যেতে হলে গুনতে হবে বাড়তি টাকা।

প্রতিটি কাউন্টারে থরেথরে দুধসাদা টাওয়েল আর প্রসাধনী সামগ্রী রাখা। কাউন্টারের দরজা খুলতেই ফুলের সুবাস ভরিয়ে দিচ্ছে।

প্রতিটি স্পা-এর সামনে নানা ধরনের বডি স্পায়ের দামের তালিকা লেখা রয়েছে। তবে সেই তালিকা কেবলই লোকদেখানো। আসল দামাদামি তো খদ্দেরদের সঙ্গে মুখে মুখে হচ্ছে। মলের বেসমেন্টের এক খাবারের দোকানের কর্মী সবিতা ছেত্রীর কথায়, 'যাঁরা স্পা করাতে যান, তাঁদের সিংহভাগই শিলিগুড়ির বাইরে থেকে আসেন। এরপর চোদ্দোর পাতায়

গুলমার বিতর্কিত রিসর্টে ফের কাজ শুরু

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর সরকারি জমি দখল করে তৈরি হওয়া অবৈধ নির্মাণ ভাঙার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। গজলডোবা থেকে নকশালবাড়ি সর্বত্রই সরকারি জমি পুনরুদ্ধার করছে প্রশাসন। কিন্তু মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানে সরকারি জমি দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতার নির্মীয়মাণ রিসর্ট আজও অটুট। বরং বহু বিতর্কের পর ফের এই রিসর্টের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

রিসর্টটি সামনে থেকে দেখলে পরিত্যক্ত বাড়ি বলে মনে হলেও ভিতরে কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। ভবনের চারটি তলেই পলেস্তারার কাজ শেষ করে রংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। অথচ এই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে মুখে কুলুপ এটেছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল এবং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাংয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজেরও জবাব দেননি। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেছেন, 'এই বিষয়টি আমার হাতে নেই। ঊর্ধ্বতন কর্তারাই বলতে পারবেন।'

২০২২ সালে মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমিতে শিলিগুড়ির এক শীর্ষস্থানীয় তৃণমূল নেতা রিসর্ট তৈরি করেন। গুলমা রেলস্টেশন সংলগ্ন ওই জমিতে চারতলা রিসর্টের নির্মাণকাজ প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিষয়টি নজরে আসে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে এই জমি দখলের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছিল। বিপদ বুঝে চা বাগানের তরফেও দার্জিলিং জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে দাবি করা হয়, এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : এ সপ্তাহে পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কাজে বিপুল সাফল্য পাবেন। সন্তানের পরীক্ষার ফলে খুশি হবেন। ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। নতুন জমি ও বাড়ি কিনতে হলে ভালো করে যাচাই করে নিন। কোমর ও ঘাড়ের ব্যথা ভোগাবে।

বৃষ : কোনও পরিচিত ব্যক্তি আপনার উদারতার সুযোগ নিতে পারে। কাউকে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ করাতে হলে খুব সতর্ক থাকবেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের শেষভাগে সেরে উঠবেন। প্রেমের সঙ্গীকে ঠিক বুঝে উঠতে পারবেন না। শরীর নিয়ে সমস্যায় থাকবেন।

মিথুন : ব্যবসার পরিকল্পনায় নতুন কোনও অংশীদার নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্র বদলের সম্ভাবনা। রাজনীতির ব্যক্তি হলে এ সপ্তাহে খুব চাপে থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্বও নিতে হতে পারে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে।

কর্কট : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে সারা সপ্তাহই চিন্তায় কাটবে। সামান্যতম সুযোগ পেলে কর্মক্ষেত্র বদলের চেষ্টা করতে পারেন। অধ্যাপক, চিত্রশিল্পী, গায়কের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ। সম্মানিত হতে পারেন। জমি নিয়ে আইনি সমস্যায়।

সিংহ : বাড়ি সংস্কারে নেমে প্রতিবেশীদের থেকে নানারকম বাধা আসবে। ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। ভাইয়ের সাফল্যের সংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। অফিসে আপনার সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেওয়ায় তৃপ্তিলাভ।

কন্যা : পারিবারিক কোনও সমস্যায় পড়লেও নিজের বুদ্ধিতেই তা কাটিয়েও উঠবেন। জনকল্যাণমূলক কাজে যোগদান করে আনন্দলাভ। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ করে ফেলবেন। তর্কে যাবেন না। এ সপ্তাহে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন।

তুলা : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকবেন। পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের শেষদিকে কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়ানোর সুযোগ। বিদেশে পাঠরত ছেলের জন্য বেশ কিছু অর্থ খরচ হতে পারে। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ।

বৃশ্চিক : এ সপ্তাহে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ব্যবসার জন্যে বেশকিছু ঋণ করতে হতে পারে। পরনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসুন। কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়ায় আনন্দ। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে বের হতে পারেন।

ধনু : প্রেমের সঙ্গীকে নিজে বুঝতে চেষ্টা করুন। ব্যবসা নিয়ে বেশকিছু সমস্যায় পড়বেন। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা না করাই ভালো। সংসারে পুজোর উদ্যোগ নিতে পারেন। মাথা ধরার সমস্যায় ভোগান্তি।

মকর : নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা এ সপ্তাহে নেওয়া ঠিক হবে না। বারবার যে কাজ করতে গিয়ে সাফল্য আসছিল না, সেই কাজ এ সপ্তাহে শুরু করলে সফল হবেন। পারিবারিক কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। কোনও সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে জয়ী হবেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে।

কুম্ভ : হঠাৎ কোনও নতুন ব্যবসার জন্যে খুব পরিশ্রম হতে পারে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। অফিসের সহকর্মীদের জন্যে কোনও কাজ করে তাদের মন জয় করতে পারবেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। নতুন সম্পত্তি কেনার সহজ সুযোগ আসবে।

মীন : এ সপ্তাহে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে নেমে বাধার সম্মুখীন হবেন। তবুও সাফল্য আসবে। মেয়ের চাকরির সুযোগ আসবে। সংসারে অতিথি আসায় আনন্দ। নতুন কোনও উপার্জনের পথ খুলে যেতে পারে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে অযথা মনোমালিন্য।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৫ শ্রাবণ ১৪৩১, ৩০ আষাঢ়, ২১ জুলাই ২০২৪, ৫ শাওন, সংবৎ ১৫ আষাঢ় সুদি, ১৪ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৬ অঃ ৬।২২। রবিবার, পূর্ণিমা অপরাহ্ণ ৪।১৬। উত্তরাষাঢ়নক্ষত্র রাত্রি ১।৫৪। বিকুম্ভযোগ রাত্রি ১১।২৮। ববকরণ অপরাহ্ণ ৪।১৬ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।২৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৮।২১ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১।৫৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১।৫৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, অপরাহ্ণ ৪।১৬ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ১০।৪ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৪ গতে ২।২৫ মধ্যে যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১২।৪০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।২৩ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পশ্চিমে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।১৬ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১।৫৪ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন, অপরাহ্ণ ৪।১৬ মধ্যে সীমান্তোন্নয়ন নিষ্ক্রমণ দীক্ষা জলাশয়ারম্ভ গ্রহপূজা, রাত্রি ২।২৫ গতে গর্ভাধান। বিবাহ- সন্ধ্যা ৬।২২ গতে রাত্রি ৮।৩ মধ্যে মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে। যজুর্বিবাহ। বিবাহ (শ্রাদ্ধ) পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। অপরাহ্ণ ৪।১৬ মধ্যে মন্বন্তরা স্নানদানাদি। আষাঢ়ী পূর্ণিমা ও গুরুপূর্ণিমা। শ্রাবণীমেলা আরম্ভ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৬ মধ্যে ও ১২।৫৯ গতে ১।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৭।৩৭ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।১ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৬ গতে ৯।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৭ গতে ৯।৬ মধ্যে।

পাতা তোলার সময় বৃদ্ধির দাবি উঠছে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ জুলাই : এবছর টি বোর্ড ৩০ নভেম্বরের পর কাঁচা পাতা তোলা বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি করেছে। চা মহলের একাংশের দাবি, এটা বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছে। আইটিপিএ'র নিউ অ্যান্ড স্মল টি গার্ডেন ফোরামের আহ্বায়ক জয়ন্ত বণিক বলেন, 'নানা খাতে খরচ অনেক।

আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে কয়েক বছর ধরে শীত এখন জানুয়ারিতে পড়ছে। হঠাৎ কী কারণে টি বোর্ডের এমন সিদ্ধান্ত তা বোধগম্য নয়।' ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ডুয়ার্স-তরাইতে ভালো উৎপাদন মেলে। তথ্য পরিসংখ্যান পেশ করে এখানকার চা মহলের একাংশ এমন কথা জানাচ্ছে।

তাদের দাবি, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ডুয়ার্স তরাইয়ের বাগানগুলি মিলিয়ে বছরে যে পরিমাণ চা উৎপাদিত হয়েছিল তার ৬.৮ শতাংশ ডিসেম্বরে এসেছিল। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, 'এবছর এমনিতে চা শিল্পের পরিস্থিতি ভালো নয়। টি বোর্ড বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে পুনর্বিবেচনা করবে বলে বিশ্বাস।

এবিষয়ে নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ভরত জয়সওয়ালের বক্তব্য, 'এটা নিয়ে আলোচনায় বসছি। গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়টি অবশ্যই নিশ্চিত করা প্রয়োজন।'

পাশাপাশি টি বোর্ড চা পাতা উৎপাদনের ওপর রাশ টানতে চাইছে। উদ্বৃত্ত জোগানের সমস্যায় ভুগতে থাকা দেশের কিংবা উত্তরবঙ্গের চায়ের মোট উৎপাদনের সঙ্গে চাহিদার সামঞ্জস্য বজায় রাখা এই সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করছে।

পাত্র চাই

■ 32, Gen., কায়স্থ, ঘরোয়া, সুন্দরী, পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ কন্যার জন্য পাত্র কাম্য। 9832928816. (K)

■ Dr. Bride (Divorce) BDS, MDS (Periodontist) FOI, FAAM (USA), 38/5'-3", Kyastha, very fair, slim, Practicing/settled in Siliguri, Suitable Dr. Groom wanted. Contact : 6909906785. (C/111424)

■ M.A., B.Ed., কলেজে পার্টটাইম প্রফেসর। ফর্সা, স্লিম, সুন্দরী, 39+ বয়স, উচ্চতা 5'-4", মেয়ের জন্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 9775016493. (C/110755)

■ কোচবিহার জেলা নিবাসী, কায়স্থ, ২৬/৫'-৪", B.A., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। মেয়ে কৃষ্ণভক্ত। পাত্র নবদ্বীপবাসী হইলে ভালো হয়। মোবাইল-8116836471, 9434406539. (C/111607)

■ সরকার, ৩২+/৫'-৩", বাঁ-পায়ে নামমাত্র সমস্যা। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র প্রয়োজন। 8250166040. (C/111601)

■ কায়স্থ, 30/5'-2", M.A.(Eng.), সুন্দরী, কর্মরতা, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, রুচিশীল পরিবারের চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অনূর্ধ্ব 35 পাত্র কাম্য। (M) 9775839082. (C/110753)

■ ব্রাহ্মণ, গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, সুশ্রী, 40, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9144319052. (C/111464)

■ পাত্রী কায়স্থ, 42/5'-2½", নামমাত্র বিয়ে, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, ঘরোয়া। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পাত্রের নিজস্ব বাড়ি আবশ্যক। 8016684125. (C/113227)

■ পাত্রী জেনাঃ, গন্ধবণিক, 5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, 28+, B.A.(Hon.), দেবারি। পিতা Rly. অবসরপ্রাপ্ত। সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। 9476387756. (C/111603)

■ রাজবংশী, 31/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/113239)

■ পাত্রী বিহারি, 34/5', B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী, বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/110689)

■ পাত্রী 26+/5'-6", (Convent Ed.), MCA, (IT কর্মরত)। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832035351. (C/111499)

■ সাহা, ৩৩/৫', সঃ চাকরি, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, অনূর্ধ্ব ৪০, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/110756)

■ B.Tech. IT, ফর্সা, সুন্দরী, সরকারি চাকরির চেষ্টা চলছে। বয়স 35, উচ্চতা 5'-4", মেয়ের জন্য শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 9775016493. (C/110754)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 32/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/110091)

■ রাজবংশী, SC, 35, সঃ চকরিরতা। সঃ চাকরিজীবী জেনারেল কাস্ট পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। (M) 7076784540. (C/110092)

■ সাহা, 26/5'-5", B.A. incomplete, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র চাই। (M) 9474332075.

■ রাজবংশী পাত্র চাই, ফর্সা, 32/5'-2", M.A. (Sans.), B.Ed., সরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। (M) 9832469662, 9823402463. (D/S)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 27+/5'-2", কাশ্যপ গোত্র (তন্তুবায়), M.Sc., B.Ed., বেসরকারি স্কুলে শিক্ষিকা, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9733224393 (Time : 6 P.M. - 9 P.M.). (C/111653)

■ কায়স্থ, সরকার, 27/5'-2", ফর্সা, M.Sc. (Chem.), B.Ed., পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 32, ডাক্তার/Scientist পাত্র চাই। (M) 7364928982. (D/S)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 24/5'-3", M.A., ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9432076030. (C/111533)

■ কায়স্থ, 27/5'-3", B.Sc., B.Ed., স্থায়ী সঃ চাঃ পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7003763286. (C/111533)

■ 27, Gen., কায়স্থ, ডিভোর্সি, ঘরোয়া, সুন্দরী, পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ কন্যার জন্য পাত্র কাম্য। 9832160016. (K)

■ 32, Gen., কায়স্থ, ডিভোর্সি, ঘরোয়া, সুন্দরী, পিতা-মাতার কনিষ্ঠা কন্যার জন্য পাত্র কাম্য। 7478727157. (K)

■ 24, Gen., কায়স্থ, শিক্ষিত, সুন্দরী, পিতা-মাতার একমাত্র কন্যার জন্য পাত্র কাম্য। 7478727139. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-1", M.Sc., হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সঃ চাঃ পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9635670809. (C/111640)

■ পাত্রী রাজবংশী, 29/5'-4", Central Govt. Group-C চাকরিরত। অনূর্ধ্ব 34, লম্বা, Govt. চাকরিরত পাত্র চাই। Caste no bar. Ph : 8918477108. (C/111641)

■ ব্রাহ্মণ, ২৯/৫'-৩", ইংরেজিতে M.A., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Mob.No. 7863937599. (C/111643)

■ পাল, দেবারি, 29/5'-3", M.A., B.Ed., পাত্রীর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 8509914223. (C/111644)

■ সাহা, 31+/5'-3", পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। Ph : 9434961066. (C/111648)

■ কায়স্থ, 38, M.A., 5'-2", প্রাইভেট জব করে। ডিভোর্সি, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 7001699369. (C/111649)

■ বারুজীবী, 21+/5'-1", গ্র্যাজুয়েশন করছে, ইসলামপুর নিবাসী, মাঙ্গলিক পাত্রী-এর জন্য অনূর্ধ্ব 26-30 মধ্যে চাকরিজীবী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 7679048594. (S/N)

■ পাত্রী নমশূদ্র, বয়স ২৪+, উচ্চতা ৫'-১", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে, শিক্ষক/ডাক্তার, প্রফেসর পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9474625787.

■ কায়স্থ, 30/4'-11", M.A., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8101402365. (C/111650)

■ কায়স্থ, 32, H.S. ব্যাক, 4'-9", ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9647218701. (B/B)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ৩০, শিক্ষিতা, সুন্দরী, স্টেট গভঃ সার্ভিস হোল্ডার, সুপাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/111533)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০ বছর বয়সি, B.Tech., স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী বা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/111533)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩ বছর বয়সি, বিএসসি, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/111533)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। গানে বিশারদ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/111533)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর বয়সি, স্টেট গভঃ কর্মচারী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7319538263. (C/111533)

■ Medical Officer (MBBS), 39/5'-4", সুমুখশ্রী, ফর্সা, Slim, General Caste, শিলিগুড়ি, 40-45'এর মধ্যে শিক্ষিত, পরিশ্রমী, সুস্থ-স্বাভাবিক সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8240172773. (C/111533)

■ কর্মকার, 28+/5'-4", শিলিগুড়ি নিবাসী, W.B. সরকারি কর্মচারী, B.Com. Appear পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9734969547, 8695155203. (C/111533)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, উচ্চতা 5'-4", M.A., 24+, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরি/প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। 9832056340. (C/110093)

■ রাজবংশী, রায়, কাশ্যপ গোত্র, 28/5'-5", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, এমএ পাশ এবং র‍্যাশন ডিলার, ফালাকাটা নিবাসী পাত্রীর পাত্র চাই। (M) 8670365998. (B/S)

■ পাত্রী 27+/5'-3", B.A. (Hons.), LLB, দেবারি, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। 9475244338. (C/111536)

■ জেনারেল, 32/5', শিক্ষিতা, ফর্সা, অতীব সুন্দরী, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9732228844. (C/111537)

■ কায়স্থ, 32/5'-3", LLM, MNC Bangalore-এ কর্মরত, একমাত্র সন্তান, বাবা Cent. Govt. Ret., শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। Mob : 8101948907. (C/113244)

■ বালুরঘাট, বসাক 30/5'4" M.A, B.Ed, D.El, Ed, ফর্সা নিকটবর্তী এলাকার স্থায়ী সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। 9434982727 (M-MM)

■ সদগোপ, 27+/5', বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর নিবাসী Retd. Bank Officer-এর একমাত্র সুশ্রী সুন্দরী M.Sc. B.Ed, বেসঃ ব্যাংকের Asst. Manager কন্যার ৩৩ মধ্যে উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 9547512865 (M-MM)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কুলীন ঘোষ, ২৪/৫'-৩½", M.A. পাঠরতা, ফর্সা, দেবারিগণ, মদগোল্য গোত্র। সরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র চাই। (M) 8900017071. (C/111631)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, সুন্দরী, 34/5', M.Sc., UGC Net, বেসরকারি শিক্ষিকা, পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, পিতা Rtd. Defence কর্মী, পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Caste no bar. (M) 9733213698. (C/111620)

■ কায়স্থ, 32/5'-3", ডিভোর্সি, একমাত্র মেয়ের জন্য পাত্র চাই। ইস্যু আছে। কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 6296893332. (C/110757)

■ নাথ, 43/5'-3", হাইস্কুল শিক্ষিকা। যোগ্য পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলবে। (M) 7031856553 (6 P.M. - 9 P.M.). (C/111627)

■ পাত্রী B.A. (Hons.) পাশ, কায়স্থ, বোস পদবী, একমাত্র কন্যা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুমুখশ্রী, আংশিক মাঙ্গলিক, উচ্চতা 5 ফিট 2", বাড়ি শিলিগুড়ি। উপযুক্ত মাঙ্গলিক পাত্র চাই। P.No. 9832010815, 9832499227. (C/111529)

■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, M.A. (B.Ed. পাঠরতা), 26/5'-5", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র সন্তান। 32 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 8167863854. (C/111628)

■ ব্রাহ্মণ, 30+, নর, সুশ্রী, 5'-1", শিলিগুড়ি, M.A., পিতা কেঃ সঃ কর্মী, পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি, প্রতিষ্ঠিত 36-এর মধ্যে পাত্র চাই। No Matrimony. (M) 8918578897. (K)

পাত্র চাই

■ পাত্রী ক্ষত্রিয়, 34/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed. (Eng.), কোচবিহার নিবাসী, সরকারি H.S. শিক্ষিকা। পাত্রীর বদলিতে অসুবিধা নেই। Govt./PSU/MNC কর্মরত, অনূর্ধ্ব 37 পাত্র চাই। Caste no bar. (M) 8116226575. (C/111637)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 24+/5', LLB Advocate, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9883772256, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (C/111175)

■ কুলীন কায়স্থ, বিএ, ৩৮, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, দেবারিগণ, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, একমাত্র কন্যার জন্য কেবলমাত্র জলপাইগুড়ির সুপাত্র চাই। (M) 9434027098. (C/111177)

■ Gen., 35/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., D.El.Ed., পাত্রীর সরকারি চাকুরে/সুব্যবসায়ী, স্বঃ/অসঃ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8158849732. (C/111185)

■ তিলি কুণ্ডু, 26/5'-4", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য স্থায়ী সরকারি চাকুরে/সঃ ব্যাংককর্মী পাত্র চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। অতি সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 8597635530. (C/111189)

পাত্রী চাই

■ বিপত্নীক, 48+, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী। উপযুক্ত সরকারি কর্মী/শিক্ষিকা পাত্রী চাই। (M) 9832516332, 7076854139. (C/111615)

■ নমশূদ্র, ৩৪, প্রাথমিক শিক্ষিকা, ৫'-১", M.A., B.Ed., সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 9933823988. (C/111638)

■ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। সুশ্রী, সুলক্ষণা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককর্মী (২৯/৫'-৩"), উত্তরবঙ্গ নিবাসী সরকারি/বেসরকারি চাকুরে পাত্র চাই। (M) 8016435116. (C/111617)

■ কায়স্থ, M.A. পাশ, 26/5'-4", D.El.Ed. করা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7602552439(C/110758)

■ জলঃ, 38/5'-4", M.A., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9547704132. (C/111135)

■ কায়স্থ, 42+/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ-পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহার বাসী পাত্রের জন্য 42+ থেকে 46+'এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য) শিক্ষিত, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

■ পাত্র 31+, Kayastha, work in Amazon, Auditor. MBA, Height 5'-11", উপযুক্ত পাত্রী চাই। M, W/App : 9382549389. (C/111499)

পাত্রী চাই

■ পাত্র Gen., সাহা, 32+/5'-6", B.Tech., রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অফিসার, একমাত্র সন্তান। সুদর্শন পাত্রের জন্য পরমা সুন্দরী পাত্রী চাই। অভিভাবকেরা সরাসরি যোগাযোগ করবেন। (M) 9434980978. (C/113240)

■ WB, ST, ওরাওঁ, 36/5'-4", Accounts Manager (Pvt. Co.), পাত্রী চাই। Mob : 7029081007, Caste no bar. (K)

■ কায়স্থ, 38, M.Sc., 6', Govt. হাইস্কুল টিচার। ডিভোর্সি পাত্রের (35 Age মধ্যে) সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/111495)

■ কায়স্থ, 35/5'-9", MBA পাশ, নরগণ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ফর্সা পাত্রের জন্য ফর্সা পাত্রী কাম্য। (M) 9775836109. (C/110090)

■ কায়স্থ, 35/5'-8", B.Tech., Civil Engineer, ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান, চাকরিজীবী/ঘরোয়া, সুন্দরী, ফর্সা সুপাত্রী চাই। (M) 9475331330. (U/D)

■ ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে উচ্চপদে (+৩৬ Lpa) কর্মরত, বৈদ্য, দেবারি পাত্রের জন্য ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা পাত্রী চাই। ৮৯১৮৮৬১৭৭২. (C/111608)

■ কায়স্থ, 29+/6', ক্রান্তি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9733183104. (C/111609)

■ সাহা, B.Sc., ৩৭, নামমাত্র বিবাহ (ডিভোর্সি) পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9476358634. (B/S)

■ কায়স্থ, 34+/5'-8", ব্যবসায়ী পাত্র। নিজস্ব বাড়ি ও গাড়ি আছে। ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি। (M) 9832842616. (C/111618)

■ বণিক, 33/5'-7", গ্র্যাজুয়েট, রেলের স্থায়ী কর্মচারী, একমাত্র সন্তান, মালদা ও নিকটবর্তী সরকারি চাকরিরতা 26-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Caste no bar. (M) 9832065040. (C/111614)

■ পাত্র কায়স্থ, APD. Jn. নিবাসী, 37+/5'-3", M.R. A.B.M., ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9733476797. (U/D)

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, 33/5'-9", গ্র্যাজুয়েট, কম্পিউটার ডিপ্লোমা, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, সচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান, কানে শোনার অসুবিধা আছে। সুশ্রী, উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 6291797105. (C/110759)

■ কায়স্থ, M.Sc., B.Ed., 32/5'-4", পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, স্থায়ী রাজ্য সরকারি চাকরিরত। বাঙালি সুযোগ্য সুন্দরী পাত্রী চাই। 6294135192. (C/111616)

■ বারুজীবী, 31/5'-7", MD Anesthesiology, SC/ST বাদে স্বঃ/অসঃ MBBS/MD পাত্রী কাম্য। 9434249241. (C/111529)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 36/5'-9", রাজ্য সরকারের গ্রুপ-B। শিক্ষিতা (মাস্টারস/B. Sc.), কমপক্ষে 5'-3", সুন্দরী, স্লিম, শান্তস্বভাবের, অনূর্ধ্ব 32, জলপাইগুড়ি নিবাসী/জলপাইগুড়ি সংলগ্ন, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। ফোন : 7583976634 (2 P.M. - 5 P.M. বাদ)। (C/111619)

■ 42/5'-4", শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, MNC-তে কর্মরত। নিরামিষাশী, দাবিহীন, নেশাহীন, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ঘরোয়া সুপাত্রী কাম্য। (M) 9733070550. (C/111614)

পাত্রী চাই

■ পাত্র 29+, MNC Bangalore, মাঙ্গলিক, নরগণ, MBA/Engr., মাঙ্গলিক পাত্রী চাই। 8101933350. (C/111630)

■ 45+/5'-6", ব্রাহ্মণ, B.Com., Govt. Contractor, বালুরঘাট, দঃ দিঃ নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8918706709. (C/111633)

■ পাত্র 29, কায়স্থ, MBBS, সঃ মেডিকেল অফিসার, 22-27 মধ্যে ফর্সা, সুদর্শনা পাত্রী চাই। জলঃ, শিলিঃ অগ্রগণ্য। মোঃ 9083527580. (C/111181)

■ বারুজীবী, 34/6', M.A. অসমাপ্ত, ঔষধ ব্যবসায়ী, সুশ্রী পাত্রী কাম্য (দেবারিগণ বাদে), শুধু অভিভাবক ফোন করবেন। মোঃ 8145942277. (C/111186)

■ আলিম্মান গোত্র, 33/5'-3", শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্মার্ট পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9832699331. (C/111532)

■ সাহা (বৈশ্য), 32y, B.com. (Acco.), Convent, 5'-4", সুদর্শন, শিলিগুড়ি নিজ বাড়ি, বেসরকারি চাকুরে পাত্রের জন্য স্নাতক, সুশ্রী উপযুক্ত ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9382252509. (C/111533)

■ বসাক, 35/5'-5", MCA, বেঃ চাকরি, একমাত্র পুত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7047844874. (A/B)

■ কর্মকার, 45/5'-10", B.com., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, সুসজ্জিত পাকাবাড়ি, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই, ডিভোর্সিও চলবে। কোচবিহার। (M) 6294914607. (C/110760)

■ কোচবিহার, জেনারেল, 39/5'-7", B.Com (H), দেবারি, MNC-তে কর্মরত। পাত্রী কাম্য। (M) 9614197675. (C/110763)

■ 44/5'-10", সুদর্শন, উচ্চআয়সম্পন্ন ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি। সুশ্রী, স্লিম, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব 35 পাত্রী কাম্য। (M) 9064722459. (C/111533)

■ সাহা, 33/5'-8", M.Sc., FCI Officer পদে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9733066658. (C/111533)

■ জেনারেল কাস্ট (দে), 37/5'-5", তুফানগঞ্জ নিবাসী, অষ্টম শ্রেণি পাশ, ব্যবসায়ী পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9434442868, 9933863999. (D/S)

■ পাত্র দাবিহীন, ব্রাহ্মণ, ৩১/৫'-৭", মাধ্যমিক, স্টেশনারি ব্যবসা শিলিগুড়িতে, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। 9477104059. (C/111646)

■ ব্রাহ্মণ, 34+/5'-7", সুদর্শন, B.Tech. ইলেক্ট্রিক্যাল, রিলায়েন্স Jio-তে প্ল্যানিং ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র পুত্র, নিজ বাড়ি। 26-29 উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি ও আশপাশে অগ্রগণ্য। 9474905419, 8768394547. (C/111652)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ৩২, স্টেট গভঃ সার্ভিস হোল্ডার। এইরূপ সুপাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/111533)

■ রাজবংশী, বয়স 33 বছর, উচ্চতা 5'-5", নিজস্ব পাকা বাড়ি, গাড়ি ও অন্যান্য ব্যবসা, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9749339537. (A/B)

পাত্রী চাই

■ স্থায়ী সরকারি চাকরি, 33/5'-9", সুদর্শন, কায়স্থ, পিতা-মাতা পেনশনার, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। ২৮ অনূর্ধ্বা, সুমুখশ্রী, শিক্ষিত পরিবারের সাংসারিক যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679715410, 7477866311. (C/111533)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, MBA, সরকারি ব্যাংক-এর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/111533)

■ জন্ম ১৯৮৫, ডিভোর্সি, হিন্দু, বাঙালি, সরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7319538263. (C/111533)

■ উঃ বঃ রাজবংশী, 32, সরকারি চাকরিজীবী, দাবিহীন পাত্রের জন্য ২৮-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। Contact No. 7001569168. (C/111533)

■ পূর্ববঙ্গ, তিলি, 33/5'-10", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7001489783. (C/111534)

■ বয়স ৩৩+, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/111534)

■ পাত্র M.Pharm (P Chemistry), অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ঝাড়খণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, 30/5'-8", বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞান শাখার, কর্মরত সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8972818273. (S/M)

■ কায়স্থ, মীন, দেবগণ, বয়স ৩৫ বছর, ৬ ফুট, বিটেক, এমএনসি কোলঃ, ১৫ এলপিএ, দঃ কলিতে নিজ ফ্ল্যাট, ডিভোর্সি, পিতা রিটায়ার্ড চিফ ইঞ্জিনিয়ার, দিদি বিবাহিতা, মিউচুয়াল ডিভোর্সি, ইস্যুলেস, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন- ৯৬৭৪৪০৯৬৪৯, ৯৫৯৩৬৫১৬৮০. (C/111187)

■ জেনারেল, 24/5'-8", সরকারি কর্মচারী পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। 9907855475. (C/111535)

■ কায়স্থ, 30/5'10", সুদর্শন ইঞ্জিনিয়ার IBM-এ কর্মরত। ফর্সা, লম্বা, শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Mob-9475011887 (M-TR)

■ 35+/5'8", ইঞ্জিনিয়ার, বিদেশে কর্মরত, সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, শিক্ষিতা (M.Sc./M.A Eng./B.Tech কর্মরতা হলেও চলবে। M.No. 9547091936 (M-TR)

■ কায়স্থ, 31+/5'7", রায়গঞ্জ নিবাসী, B.E (J.U), অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, WBSEDCL। প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। M-9434962445/9932142341 (M-TR)

■ মাহিষ্য দাস 33+/5'11" WBCS অফিসার পাত্রের শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। দুই দিনাজপুর ও মালদা অগ্রগণ্য। 98320335922/8250296494 (M-ED)

■ কায়স্থ দাস 38/5'5" সরকারি চাকরিজীবী (একমাত্র পুত্র)। শিক্ষিকা/সঃচাঃ পাত্রী কাম্য। M-8759573703. (M-ED)

■ বারুজীবী দাস, 33/5'-3", B.A., বেসঃ কর্মরত ও নিজস্ব ব্যবসা আছে। শিলিগুড়িতে বাড়ি। সুশ্রী, ফর্সা, বারুজীবী/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 9749068715. (C/111536)

■ কায়স্থ, 32/5'-1", গ্র্যাজুয়েট, ময়নাগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8927400911. (C/111536)

■ শীল, ৩২+/৫'-৮", M.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব মার্কেট কমপ্লেক্স, দিনহাটা নিবাসী। স্বঃবর্ণ/অসবর্ণ প্রকৃত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029298326, 9851183967. (S/M)

■ কর্মকার, ৩৭/৫'-৩", ডিভোর্সি, B.Com., রেলে কর্মরত পাত্রের শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) ৯৮৩২৩৫৭৭৭৬, ৭০০১৫০১৪৮৫. (C/111538)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 499/- Unlimited Choice. 9147371919. (C/111533)

রাস্তা কারও একার নয়... বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে। ছবি : শুভ দত্ত

বেড়াতে এসেও স্বজনের চিন্তা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শরীরটা এপারে। কিন্তু মনটা যেন পড়ে রয়েছে কাঁটাতারের ওপারে। ক'দিন আগেও পাহাড়ের হাতছানিতে রাতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারছিলেন না ওঁরা। অপেক্ষা করছিলেন কবে আসবেন দার্জিলিংয়ে। কিন্তু পাহাড়ে পা রাখার পরও দু'চোখ বন্ধ করতে পারছেন না কেউ। প্রাকৃতিক নৈসর্গর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে মেহেদি হাসান, সুলতানা মিতুরা জানতে চাইছেন, স্বজনরা কেমন আছেন? কিন্তু জানতে পারছেন না ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ এবং মোবাইল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায়। আনন্দের টানে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের বুকের ভিতরটা এখন মুচড়ে উঠছে নানা আশঙ্কায়, অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের জন্য।

কোটা আন্দোলনের আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশে। মুক্তিযোদ্ধা সংরক্ষণ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে লাশের পর লাশ পড়ছে বঙ্গবন্ধুর দেশে। রক্তস্নাত হচ্ছে রাজপথ। কার্ফিউ জারির পাশাপাশি রাস্তা, মহল্লায় সেনার টহল চলছে। কিন্তু পরিস্থিতির তেমন কোনও উন্নতি ঘটছে না। দেশের পরিস্থিতি যখন এমন, তখন কি আর বেড়াতে মন সায় দেয়! দেয় না বলেই ভারতে বেড়াতে বা চিকিৎসার জন্য যাঁরা এসেছেন, তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে জন্মভিটে এবং স্বজনদের জন্য।

দার্জিলিং পাহাড়ে আরও অনেক পর্যটকের সঙ্গে বেড়াতে এসেছেন সৈয়দ গুলাম। কোচবিহার রোডের একটি হোটেল থেকে ফোনে তিনি বললেন, 'দু'দিন ধরে ঘুমাতে পারছি না। হোটেল থেকে বের হতে ইচ্ছে করছে না। বারবার চেষ্টা করেও বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় বুঝতে পারছি না সকলে কেমন আছে।'

পরিবার নিয়ে শিলং পাহাড়ে বেড়াতে এসেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক মেহেদি হাসান। তাঁর অবস্থাটাও বাংলাদেশ থেকে ভারতে বেড়াতে আসা আর দশজন পর্যটকের মতো। টেলিফোনে তিনি বললেন, 'পরিস্থিতি ক্রমশই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীরা কেমন আছেন, তেমনভাবে কিছুই জানতে পারছি না। তাই রবিবার দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' কিন্তু আকাশপথ বন্ধ থাকলে যে তাঁদের দেশে ফেরা হবে না, বিমানবন্দরে পৌঁছে বাড়ি ফিরতে পারবেন কি না, বুঝতে পারছেন না তিনি। বাড়ি ফেরাটাও যে দুশ্চিন্তার, তা স্পষ্ট হল সুলতানা মিতুর সঙ্গে কথা বলে। ৪ অগাস্ট পর্যন্ত তাঁর ভিসা রয়েছে। কিন্তু তিনি ফিরে যেতে চাইছেন দেশে। কালিম্পং থেকে বললেন, 'বাবার ইচ্ছে পুরণে পাহাড়ে আসা। কিন্তু এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। আত্মীয়দের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করতে পারছি না।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলছেন, 'আপাতত মিতালি এক্সপ্রেস চালানো হচ্ছে না।' কবে শান্ত হবে বঙ্গবন্ধুর দেশ, অজানা উত্তর। ফলে শুধু ওপারের স্বজনদের জন্য দুশ্চিন্তা নয়, হাতে থাকা টাকা ফুরোতে চলায় চিন্তাটা দিন-দিন বাড়বে বাংলাদেশের পর্যটকদের।

রক্তের কালোবাজারি রুখতে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগ

অনলাইন ক্রেডিট কার্ড

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : একেই রক্তের তীব্র সংকট। তার ওপর রক্তদাতার ক্রেডিট কার্ডে কালোবাজারির জেরে নাস্তানাবুদ হচ্ছে সরকারি ব্লাড ব্যাংক। রাজ্যজুড়ে রক্তদাতার ক্রেডিট কার্ড জাল করে সেই কার্ড দেখিয়ে সরকারি ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত নেওয়ার জন্য লাইন পড়ছে। একই কার্ডে একাধিক ব্যক্তি রক্ত নিয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে সমস্যা আরও বাড়ছে। এই সমস্যা মেটাতে এবার অনলাইন ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থা চালু করছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

নতুন ব্যবস্থায় শিবিরে রক্ত নেওয়ার পর রক্তদাতার সমস্ত তথ্য অনলাইনে আপলোড করতে হবে। এক সপ্তাহ পর ওই রক্তদাতার নামে একটি নম্বর ইস্যু করা হবে। সেই নম্বর দিয়েই রক্তদাতাকে কার্ড দেওয়া হবে। রাজ্যের যে কোনও জায়গায় ক্রেডিট কার্ড নিয়ে গেলে সেই নম্বর অনলাইনে আপলোড করবে ব্লাড ব্যাংক। ফলে রক্তের জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হবে, এমনটাই মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। পরীক্ষামূলকভাবে ইতিমধ্যে এই পরিষেবা চালু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংক অধিকর্তা ডাঃ মৃদুময় দাস বলছেন, 'উত্তরবঙ্গেও রক্তের ক্রেডিট কার্ড জাল করে রক্ত নেওয়ার চক্র সক্রিয়

রয়েছে। আমাদের এখানেও এমন ঘটনা ঘটেছে। তবে, অনলাইন ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থা চালু হওয়ায় রাজ্যের যে কোনও সরকারি ব্লাড ব্যাংকে কেউ ক্রেডিট কার্ড নিয়ে গেলে কার্ড নম্বরটি অনলাইন পোর্টালে আপলোড করে তবেই রক্ত দিতে হবে। পরবর্তীতে ওই নম্বরের কার্ড পুনরায় আপলোড করতে গেলে ইনভ্যালিড দেখাবে।'

রাজ্যে প্রচুর বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক চালু হওয়ায় সরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তসংকট নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও ব্লাড ব্যাংকেই সারা বছর পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্তের জোগান থাকছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে, রক্তদান শিবির করার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে কম অর্থবরাদ্দ। বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলি রক্তদান শিবিরের জন্য একেকটি প্রতিষ্ঠানকে যে পরিমাণ টাকা দেয়, সেই তুলনায় সরকারিভাবে আর্থিক বরাদ্দ খুব কম। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, শিবিরে রক্তদাতা পিছু ৫০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলি একলপ্তে ২০-৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে। ফলে বেসরকারি ক্ষেত্রে রক্ত দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে সরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট অব্যাহত। চিকিৎসকরা বলছেন, এর মধ্যেও রক্তদাতার ক্রেডিট কার্ড কালার ফোটোকপি সহ অন্য উপায়ে নকল করে ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। ফলে প্রয়োজনের সময় মানুষ রক্ত পাচ্ছেন না। এই অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বার বার স্বাস্থ্য ভবনে গিয়েছে। তারপরই অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ডে নজরদারির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নতুন ভাবনা

- রক্তদান করলে এতদিন সাধারণ প্রিন্ট করা ক্রেডিট কার্ড মিলত
- সেই ক্রেডিট কার্ড কালার ফোটোকপি করে একাধিকবার রক্ত তোলা হত
- এমনিতেই রক্তের সংকট, তারওপর অসাধু পথে কালোবাজারি চলত সর্বত্র
- সমস্যা মেটাতে এবার অনলাইন ক্রেডিট কার্ড চালু করছে স্বাস্থ্য দপ্তর

> রাজ্যের যে কোনও সরকারি ব্লাড ব্যাংকে কেউ ক্রেডিট কার্ড নিয়ে গেলে কার্ড নম্বরটি অনলাইন পোর্টালে আপলোড করে তবেই রক্ত দিতে হবে। পরবর্তীতে ওই নম্বরের কার্ড পুনরায় আপলোড করতে গেলে ইনভ্যালিড দেখাবে।
>
> **ডাঃ মৃদুময় দাস**
> *আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংক অধিকর্তা, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল*

DESUN HOSPITAL SILIGURI

রোজ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

ডিসান এক্সপ্রেস ক্লিনিকে সকাল 10টা-দুপুর 1টা

কার্ডিওলজি — Dr. Kailash Goyal, DM (Cardiology)
গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি — Dr. Vinit Khemka, DM (Gastro)
অর্থোপেডিক — Dr. Mrityunjoy Roy, MS (Orthopaedics); Dr. Sankalp Kumar, MS (Orthopaedics)
নিউরো সার্জারি — Dr. Vishram Pandey, MCh (Neurosurgery); Dr. Anurup Saha, MCh (Neurosurgery)
জেনারেল এবং ল্যাপ — Dr. Swetabh Suman, MS (General Surgery); Dr. Sumit Agarwal, MS (General Surgery)
অবস্টেট্রিক্স এবং গাইনোকোলজি — Dr. Akansha Gupta, MS (ObGy)
চেস্ট মেডিসিন — Dr. S Mridha, MD (Pulmonology); Dr. Sujit Gupta, MD (Pulmonology)
ইন্টারনাল মেডিসিন — Dr. S K Sharwan, MD (Int. Medicine); Dr. Avirup Majumdar, MD (Int. Medicine)
পেডিয়াট্রিক্স ও নিওনেটোলজি — Dr. Ankit Agarwal, MD (Pediatrics) Fellow-Indian Academy of Pediatrics & Neonatology
প্লাস্টিক সার্জারি — Dr. Pravin Kumar, MCh (Plastic Surgery)
ইউরোলজি — Dr. Kundan Kumar, MCh (Urology)
নেফ্রোলজি — Dr. Abhinaba Debnath, DM (Nephrology); Dr. Vikrant Deshmukh, DNB (Nephrology)
হেমাটো অঙ্কোলজি — Dr. Gunjan Prasad, DNB (Clinical Haematology)
ইএনটি — Dr. Kasturi Mondal, MS (ENT)
ইন্টারভেনশন রেডিওলজি — Dr. Sanjay Sahu, MD (Radiology)

ডিসান হসপিটাল, শিলিগুড়ি
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে
বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন 90 5171 5171

চা বাগানে জোড়া বাইসনের দেহ

সমীর দাস

কালচিনি, ২০ জুলাই : শনিবার বিকেলে কালচিনি ব্লকের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের পাশাপাশি দুটি সেকশন থেকে দুটো পূর্ণবয়স্ক বাইসনের দেহ উদ্ধার করল বন দপ্তর। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বাইসন দুটোর মধ্যে একটি মর্দা ও অপরটি মাদি।

এদিন বিকেল বাগানের কয়েকজন শ্রমিক বাইসন দুটির দেহ চা গাছের ঝোপের আড়ালে পড়ে থাকতে দেখেন। বাগানের ম্যানেজার শান্তনু বসু বন দপ্তরে জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ ও পানা রেঞ্জের বনকর্মীরা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাইসন দুটোর মৃত্যু হয়েছে ২-৩ দিন আগেই। বন দপ্তরের প্রাথমিক ধারণা, নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে বাইসন দুটোর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এডিএফও নবিকান্ত ঝা জানিয়েছেন, রাত হয়ে যাওয়ায় শনিবার আর ময়নাতদন্ত করা সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্তের পর বাইসন

সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে বাইসনের দেহ। শনিবার।

দুটোর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বলা সম্ভব হবে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত সঙ্গিনী দখল নিয়ে দুটো মর্দা বাইসনের মধ্যে হামেশাই সংঘর্ষ হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে একটি মর্দা ও একটি মাদি বাইসন হওয়ায় সেই প্রসঙ্গ উঠছে না। তাহলে দুজনের মধ্যে সম্ভাব্য লড়াইয়ের কারণ কী?

বন দপ্তরের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষাকাল বাইসনের প্রজনন মরশুম। সম্ভবত মাদি বাইসনটির সঙ্গে যৌন মিলন করতে চাইছিল মর্দা বাইসনটি। হয়তো মাদি বাইসনটি তাতে রাজি হয়নি। মর্দা বাইসনটির থেকে নিজেকে বাঁচাতে সম্ভবত জঙ্গল থেকে চা বাগানে পালিয়ে এসেছিল মাদি বাইসনটি। তার পেছনে চলে আসে অপর বুনো। পালিয়ে রক্ষা না পাওয়ায় শুরু হয় মারামারি। লড়াইয়ে দুজনেই জখম হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ আর জঙ্গলে ফিরে যেতে পারেনি।

বাগানের ম্যানেজার জানিয়েছেন, ১০ ও ১১ নম্বর সেকশনে বাইসন দুটোর দেহ পড়ে ছিল। সেকশন দুটি আবার বাসরা নদী সংলগ্ন। সম্প্রতি ওই দুটি সেকশনে শ্রমিকরা কাজে যাননি। তাই দেহ দুটি চোখেও পড়েনি। এদিন কাছাকাছি অন্য একটি সেকশনে চা পাতা তোলার সময় শ্রমিকরা দুর্গন্ধ পান। তখনই বিষয়টি সামনে আসে।

বৃষ্টিবিহীন উত্তরে ঘাম ঝরার শঙ্কা

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : কখনও মেঘ তো পরক্ষণেই সূর্যের চোখরাঙানি। মেঘ দেখে বৃষ্টির আশার মাঝেই ঘাম ঝরছে অনবরত। রোদের মধ্যে রওনা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া বা কোনও শেডের নীচে আশ্রয় নিয়ে বৃষ্টি বিরতির অপেক্ষাও করতে হচ্ছে। ফলে সময়টা কি বর্ষার, প্রশ্ন উঠছে কয়েকদিন ধরেই। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় ও মৌসুমি অক্ষরেখার পূর্ব প্রান্তের অবস্থান বদল ঘটায় উত্তরবঙ্গে তেমন লো ক্লাউড নেই। বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টি হলেও, তা সর্বত্র না হওয়ায় তাপমাত্রা বাড়ছে। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই।'

'বৃষ্টি বিরক্তি' ছিল ক'দিন আগেই। টানা বর্ষণে নাজেহাল হওয়া উত্তরবঙ্গবাসী চাইছিলেন বৃষ্টির বিরতি। কিন্তু বৃষ্টি থামতেই যেভাবে তাপমাত্রা বাড়ছে, তাতে এখন আবার সকলের প্রত্যাশায় বৃষ্টি। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়ছে দিনের পর দিন। আর তাতে ঘাম যেমন ঝরছে, তেমনই শারীরিক অসুস্থতা বাড়ছে মূলত শিশু এবং প্রবীণদের। শনিবার সন্ধে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত দার্জিলিং (১০.০ মিলিমিটার) এবং শিলিগুড়ির (২.৩ মিলিমিটার) বাইরে উত্তরবঙ্গের কোথাও বৃষ্টি হয়নি। দার্জিলিং বা শিলিগুড়ির সর্বত্র যে বৃষ্টি হয়েছে, তা নয়। ফলে যে এলাকাগুলি বৃষ্টিহীন ছিল, সেখানে ঘাম ঝরেছে সাধারণের।

রবিবার থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেহেতু বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে এবং ওড়িশা উপকূলের দিকে যাচ্ছে, ফলে দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকায় রবিবার থেকে বৃষ্টি হলেও উত্তরের 'কপাল পুড়বে'।

আবারও বাতিল টয়ট্রেন

৩১ জুলাই পর্যন্ত বাড়ল সময়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : জাতীয় সড়কের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাতিলই রাখা হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে খবর, ২২ জুলাই থেকে পরিষেবা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ফের ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে টয়ট্রেন। এরপর কী হবে, তা পরিস্থিতির ওপর বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তবে রেল সূত্রে খবর, ৩১ জুলাইও পরিষেবা শুরু করা একপ্রকার অসম্ভব। কারণ পাগলাঝোরার কাছে জাতীয় সড়কের যা পরিস্থিতি, তাতে ট্রেন চালালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। ডিএইচআর ডিরেক্টর একে মিশ্র ফোন না ধরায় যোগাযোগ করা যায়নি। এক রেলকর্তার বক্তব্য, 'কবে ট্রেন চালানো যাবে তা বলা অসম্ভব। রাস্তার যে পরিস্থিতি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কাজ শেষ করতে না পারলে ট্রেন চালানো যাবে না।'

গত মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন পরিষেবা নিয়ে দোলাচল চলছে। মাঝে একবার বিভিন্ন জায়গায় লাইনে ধসের কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ধস সরিয়ে ট্রেন চালু করতেই টানা বৃষ্টির জেরে পাগলাঝোরার কাছে বড় ধরনের ধস নামে। রাস্তার একাংশ ধসে যায়। যে কারণে ট্রেন চলাচলও বন্ধ করে দিতে হয়। সেই থেকেই বন্ধ হয়ে রয়েছে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন পরিষেবা। মাঝে রেল একবার টয়ট্রেন চালু করার উদ্যোগ নিলেও দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক রাজ্যের হয়ে রেলকে চিঠি দিয়ে ট্রেন বন্ধ রাখার আবেদন জানান। ওই পথ দিয়ে ট্রেন চালানো হলে আরও বেশি ধস নামতে পারে এবং এতে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি এবং প্রাণহানি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে রেলের অন্দরে আলোচনার পর ট্রেন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো এখনও ট্রেন চলাচল বন্ধই রয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রাস্তার কাজ শেষ না করা পর্যন্ত ট্রেন চালানো একটু কঠিন বলেই মনে করছেন রেলকর্তারা। কারণ রাস্তা সংস্কারের পর একাধিক জায়গায় রেললাইনের মেরামতির কাজ করতে হবে। লাইন মেরামত না করলে ট্রেন চালানো যাবে না। আর এখন লাইন মেরামত করলেও লাভ হবে না। কারণ রাস্তার কাজ করতে গিয়ে কোনও কারণে লাইনের নীচ থেকে মাটি ধসে গেলে আবারও ক্ষতি হতে

কোথায় সমস্যা

- রাস্তা সংস্কারের পর একাধিক জায়গায় রেললাইনের মেরামতির কাজ করতে হবে
- লাইন মেরামত না করলে ট্রেন চালানো যাবে না
- এখন লাইন মেরামত করলেও লাভ হবে না
- কারণ, রাস্তার কাজ করতে গিয়ে লাইনের নীচ থেকে মাটি ধসে যেতে পারে
- তাতে আবার লাইনের ক্ষতি হতে পারে

পারে। তাই রাস্তার কাজ শেষ হলেই লাইনের কাজে হাত দিতে চাইছে ডিএইচআর।

আর এই রাস্তার কাজ কতদিনে শেষ হবে তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন রেলকর্তারা। সূত্রের খবর, ডিএইচআরের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে দ্রুত কাজ শেষ করার আবেদন জানানো হতে পারে।

এবার থেকে অনলাইনে পিসিসি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ জুলাই : পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (পিসিসি) এখন থেকে অনলাইনে পাওয়া যাবে। রাজ্য পুলিশের তরফে সম্প্রতি এই ব্যবস্থাটি চালু করা হয়েছে। এতদিন অনলাইনে পিসিসি'র জন্য আবেদন ও শংসাপত্র পাওয়ার সুবিধা শুধু কলকাতা ও বিধাননগর পুলিশ এলাকায় চালু ছিল। সেই পরিধি বাড়িয়ে রাজ্যের সমস্ত জেলাকে এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'এর ফলে কাজে আরও স্বচ্ছতা

রাজ্য পুলিশের নয়া উদ্যোগ

আসবে। ক'জন আবেদন করেছেন এবং কতজনের অনুমোদন হয়ে গিয়েছে তা একসঙ্গে বোঝা সম্ভব হবে। আবেদনের পর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পিসিসি'র অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হবে।'

সরকারি এমনকি বেসরকারি ক্ষেত্রেও চাকরি পাওয়ার পর নিয়োগকারীর কাছে পিসিসি জমা দিতে হয়। এর মাধ্যমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হতে চান চাকরিপ্রার্থীর অপরাধের কোনও পূর্ব ইতিহাস আছে কি না। অনলাইনে আবেদনের জন্য রাজ্য পুলিশের সিআইডি ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর যৌথভাবে একটি পোর্টাল তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে সহজেই চাকরিপ্রার্থীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

পিসিসি'র প্রয়োজন রয়েছে এমন যে কেউ ওই পোর্টালে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। কীভাবে আবেদন করা যাবে তা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পুলিশের তরফে প্রচারের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পিসিসি'র ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মোবাইল নম্বর ও আধার নম্বর প্রয়োজন হবে। এছাড়া পিসিসি দেওয়ার সংস্থানও পোর্টালে রাখা হয়েছে।

IEM-SALT LAKE, IEM-NEWTOWN, IEM-JAIPUR
under
IEM UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT UEM
(Founded by IIT alumni and managed by IITians, Faculty from IITs, NITs, IIMs, CU, JU, IIEST and Foreign Universities)
BEST ENGINEERING COLLEGE IN PLACEMENTS
ADMISSION OPEN FOR ACADEMIC YEAR 2024-2025
B.Tech, BBA(H), BCA(H), BBA-LLB, BHM, BPT, M.Tech, MBA, MCA, M.Sc LL.M, MPT, PH.D
AFFILIATION & ACCREDITATION
ICRA IACBE
Helpline 8010 700 500
Scan the QR code and visit our website www.iem.edu.in
'ASHRAM', GN-34/2, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata - 700091

প্রকাশিত হল
NEP সিলেবাস অনুসারে রচিত
ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র প্রণীত
বি এ/বি এস সি/বি কম (পাস/অনার্স)
ছাত্রছাত্রীদের জন্য একান্ত সহযোগী আবশ্যিক পাঠ্যগ্রন্থ
Bengali Version
ভারতের সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও মৌলিক কর্তব্য ₹220
English Version
Constitutional Virtues and Values in India ₹220
বই দুটির প্রাপ্তিস্থান—
কথা ও কাহিনী® প্রকাশনী প্রা. লি.
১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
KOKP ৯৩, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

35 YEARS ACADEMIC EXCELLENCE
IEM INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT Good Education, Good Jobs
Visit www.iem.edu.in
IEM, KOLKATA
ADMISSION OPEN 2024-26
MBA 2 Years Full-time AICTE approved program
MBA in General Management
SPECIALIZATION IN
Marketing | Finance | HRM | Technology Management | Logistics & Supply Chain Management
PLACEMENT HIGHLIGHTS
HIGHEST PACKAGE ₹72 LAKHS
AVERAGE PACKAGE ₹8.83
Our Top Recruiter: ABFRL, ABP Ltd., Asian Paints, Axis Bank, Bandhan Bank, Berger, Dabur, EY, Federal Bank, Flipkart, Gainwell, Godrej & Boyce, HDFC Bank, ITC Ltd, Kelloggs, Lava, Marico, Mondelez, Panasonic - Anchor, PwC, Ramco Cement, RSM USI, TCS, Ujjivan Small Finance Bank, Usha Martin, Vialto Partners, VIVO
STUDY ABROAD PROGRAM AT
Vancouver (Canada) New York (USA) Singapore Sydney (Australia) London (UK)
AFFILIATION & ACCREDITATION
ICRA IACBE
Admission Helpline 8010 700 500

হাজরাহাটে ঝুলন্ত দেহ

গোপালপুর, ২০ জুলাই : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বালাসি এলাকায় ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। মৃতের নাম বিনোদ সরকার (৫৫)। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি। পুলিশ ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

আজ টিভিতে

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে রাত ১০টায় **লাস্ট অফ দ্য জায়েন্টস- ওয়াইল্ড ফিশ।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, দুপুর ১.০০ ফাইটার, বিকেল ৪.০০ বড় বউ, সন্ধ্যা ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ শিবাজী

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.১৫ বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম, সন্ধ্যা ৭.২০ শাপমোচন, রাত ১০.২০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ মামা ভাগ্নে, দুপুর ২.৫৫ গুরুদক্ষিণা, বিকেল ৫.৫০ শতরূপা, রাত ৮.১৫ গেম, রাত ১১.০৫ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ তুলকালাম

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গরীবের সম্মান, সন্ধ্যা ৭.৩০ প্রতিশোধ

জি সিনেমায় রাত ৮টায় **জওয়ান।**

জি বাংলা সিনেমায় দুপুর ২.৫৫ মিনিটে **গুরুদক্ষিণা।**

কালার্স সিনেপ্লেক্সে রাত ১০.০৮ মিনিটে **ভেড়িয়া।**

ভিনরাজ্যে যেতে বাধা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

কাল আলুর কারবার বন্ধের ডাক

সপ্তর্ষি সরকার ও শুভাশিস বসাক

অসম-বাংলা সীমানায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আলুবোঝাই লরি।

ধূপগুড়ি, ২০ জুলাই : রাজ্য প্রশাসনের তরফে কোনও লিখিত নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। তারপরেও অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার মতো প্রতিবেশী রাজ্যের সীমানায় আলুবোঝাই লরি আটক দেওয়া হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আলুর কারবার বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। শনিবার সংগঠনের সভার পর সেই সিদ্ধান্তে শামিল হয়েছে উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতিও। পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায়ের ক্ষোভ, 'বাজারদর স্বাভাবিক রাখতে সমস্ত রকম সহযোগিতা করার পরেও প্রতিবেশী রাজ্যের সড়ক সীমানায় আলুবোঝাই লরি আটকে দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে ব্যবসায়ীরা হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। সোমবার থেকে রাজ্যের সমস্ত হিমঘর থেকে আলু বের করা সহ কেনাবেচা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হবে।'

ব্যবসায়ীদের এই সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে সোমবার থেকে আলুর বাজারদরে বড় ধরনের ওঠানামার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যজুড়ে হিমঘরে রাখা আলুর ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্যজুড়ে আলু ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতি 'নৈতিক সমর্থন' জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ হিমঘর সমিতির সভাপতি সুনীলকুমার রানা। তিনি বলেন, 'ব্যবসায়ীরা যে দাবিতে ব্যবসা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটা নীতিগতভাবে ঠিক।'

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসনের তরফে হিমঘর মালিকদের স্বাভাবিক ছুটির দিন বাদে প্রতিদিনই হিমঘর খোলা রাখতে এবং স্বাভাবিক গতিতে আলু বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ভিনরাজ্যে আলু পাঠাতে রাজ্য সরকার এখনও কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি বলে জানিয়েছেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। তারপরেও আন্তঃরাজ্য সীমানায় আলুবোঝাই লরি আটকে দেওয়ার কারণ হিসেবে মন্ত্রীর বক্তব্য, 'টাস্ক ফোর্সের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্যবাসীর কথা ভেবে বাজারে জোগান স্বাভাবিক রেখে আলুর দাম ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সরকারি নিয়মে নভেম্বর আলু বের করার চূড়ান্ত সময়সীমা ধরলে বিভিন্ন ছুটি বাদ দিয়ে হিমঘর থেকে আলু বের করার জন্যে সময় রয়েছে মেরেকেটে চার মাস। প্রতিমাসে গড়ে ১০ থেকে ১২ শতাংশ আলু বের হয়। সেই হিসেবে চার মাসে উত্তরবঙ্গের হিমঘরগুলিতে মজুত ৫০ শতাংশ আলু বেরিয়ে গেলেও পড়ে থাকবে ২০ শতাংশ। এই অবস্থায় অতিরিক্ত আলু হিমঘরে আটকে গেলে বড় লোকসান হবে মজুতদারদের। ক্ষতির মুখে পড়বেন মাসে ৫-৭ লাখ টাকা বিদ্যুৎ বিল গোনা হিমঘর মালিকরাও। হিমঘর মালিক সমিতির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনোজ সাহা বলেন, 'বর্তমানে উত্তরবঙ্গের হিমঘরে যা আলু রয়েছে, তা বছরের বাদবাকি সময়ের প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্বৃত্ত। তারপরও কেন লরি আটকে দেওয়া হচ্ছে জানি না।'

গত সপ্তাহ থেকে অসম-বাংলা সীমানায় বক্সিরহাট এবং কুমারগ্রামে আলুবোঝাই লরি আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ জানান ব্যবসায়ীরা। জেলা প্রশাসন এবং পুলিশকর্তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ী সংগঠনের আলোচনার পরেও জট কাটেনি। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক জগদীশ সরকারের কথায়, 'প্রশাসনের ডাকে সাড়া দিয়ে ন্যায্য দামে খুচরো দোকান খুলে আলু বিক্রি করা হচ্ছে। তারপরও আমাদের পেটে লাথি মারার সমস্ত রকমের চেষ্টা চলছে। আলু বাইরে না গেলে আমরা শেষ হয়ে যাব।'

নিখোঁজ কন্যার হদিস

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বিদায়বেলায় খুশি কুমারী (মাঝে)।

বীরপাড়া, ২০ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের আওরাইয়া জেলার খুশি কুমারী মে মাসের ২৯ তারিখ নিখোঁজ হন। স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানিয়েও মেয়ের খোঁজ পাচ্ছিলেন না তাঁর বাবা সিপাহিলাল। অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ সূত্র ধরে শনিবার মেয়েকে ফিরে পেলেন বাবা। খুশি এতদিন ধরে ছিলেন বীরপাড়া থানার ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদার পরিচালিত হেভেন শেলটার হোমে। শনিবার বিকেলে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এবং বিন্নাগুড়ি আউটপোস্টের ওসি অমিয় বর্মনের উপস্থিতিতে বাবার হাতে মেয়েকে তুলে দেন সাজু।

সাজু জানান, ২৪ জুন বিন্নাগুড়ি আউটপোস্টের পুলিশ খুশিকে হেভেন শেলটার হোমে নিয়ে আসে। মেয়েটির দেহের নানা স্থানে ক্ষত তৈরি হয়েছিল। নিখরচায় তাঁর শারীরিক চিকিৎসা করেন এলাকার পল্লিচিকিৎসক বিনোদকুমার সিং। সাজু বলেন, 'মেয়েটি মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় প্রথমে ঠিকানা জানাতে পারছিলেন না। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মানসিক রোগের চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করেন। ধীরে ধীরে নিজের ঠিকানা মনে পড়ে মেয়েটির। এরপর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি সংবাদসূত্র ধরে মেয়েটির খোঁজ পায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।'

এদিন হেভেন শেলটার হোমে সিপাহিলাল বলেন, 'সাজুবাবু ভগবানতুল্য মানুষ। আমি চিরকাল তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।' সাজুর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'মেয়েকে বাবার কাছে ফেরাতে পেরে ভালো লাগছে।' আর বাবাকে পেয়ে খুশির আনন্দ যেন ধরে না মেয়ের। বারবার হেসে উঠছিলেন তিনি।

कैंद्रीय विद्यालय, एन.एच.पी.सी. सिंगताम-737134 (सिक्किम)

वाक इन इंटरव्यू

संविदा के आधार पर 2024-25 सत्र के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु

सत्र: 2024-25 के लिए आंशिक सत्र के लिए संविदा के आधार पर विषय/स्पेशल शिक्षकों (PGT- वाणिज्य (Commerce); TGT- हिंदी, अंग्रेज़ी & गणित; प्राथमिक शिक्षक (PRT); Special Educator) का पैनल तैयार करने हेतु दिनांक: 27.07.2024 को पूर्वाह्न 9:00 AM से चल-साक्षात्कार (Walk-in-interview) का आयोजन, कैंद्रीय विद्यालय एन.एच.पी.सी. सिंगताम, NHPC तीस्ता V पॉवर स्टेशन, बालुटार लेफ्ट बैंक, सिंगताम-737134 (सिक्किम) के परिसर में करवाया जाएगा| पात्रता के मापदंड के अनुरूप सभी मूल प्रमाण पत्र/प्रशंसा पत्रों, उसकी प्रतिलिपि तथा पूर्णरूप से भरी हुई आवेदन पत्र साथ लायें|

पात्रता का मापदंड, आवेदन पत्र और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट (in "Announcements" section) आवश्य देखें https://nhpcsingtam.kvs.ac.in/

प्राचार्य

Telephone: 03592-247411

Website: https://nhpcsingtam.kvs.ac.in/

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

গাড়ি ভাড়া করা

নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/আরটি০৩-০৫-২০২৩/জিইএম/কে/৫১১; তারিখ : ১৮-০৭-২০২৪। বিড নম্বর : জিইএম/২০২৪/বি/৫১৫৫১৯৭; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে- ০৩ বছরের জন্য এসএসই/ইলেক্ট্রি/পি/আইসি/শিলিগুড়ি জং. এবং এসএসই/ইলেক্ট্রি/পি/আইসি/নিউ জলপাইগুড়ি সেকশনে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির প্রতিদিনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং খারাপ হলে জরুরী পুনরুদ্ধারের জন্য নিয়মিত রেলের সামগ্রী পরিবহনের জন্য ০১টি গাড়ি ভাড়া করা (মাসিক ভিত্তিক ক্যাব এবং ট্যাক্সি ভাড়া করা-এমইউভি)। কাজের আনুমানিক মূল্য: ১৭,২৯,৫৮৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩৪,৬০০/- টাকা; বিডের শেষ তারিখ : ১৫:০০ ঘন্টায় এবং বিড খোলা ০৯-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/জিইএন এন্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE

Take notice that Smt. Paromita Gope Biswas, W/o Sri Bijoy Gope intends to purchase the land measuring 0.04 Acres, recorded in Khatian No. 746/8 & 746/2 (R.S.) 760 (L.R.), Sheet No. 18 (RS & LR), Plot No. 343 (R.S.) 646 (L.R.), Mouza Binnaguri, Pargana Baikunthpur, J.L. No. 3, P.S. New Jalpaiguri, Dist. Jalpaiguri comprised in Deed No. 4082 for the year 2009 of D.S.R. Jalpaiguri from Smt. Sampa Ghosh (Sarkar), W/o Sri Babul Ghosh of Shaktigarh Road No. 8, Siliguri-734005. Any person having any claim or demand in and over the said property, is hereby notified to inform the same in writing to the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice. Any subsequent claim shall be treated as void.

(Tapas Paul) Advocate,
Mobile No. 9434221881

e-Tender Notice

DURLOVPUR GRAM PANCHAYAT UNDER ITAHAR DEVELOPMENT BLOCK ISSUED e-NIT

e- NIT NO. 30/15th FC (UNTIED)/2024-25, VIDE MEMO NO. 478/ DURGP/2024-25, DT.- 20.07.2024,
e- NIT NO. 31/5th SFC (UNTIED)/2024-25, VIDE MEMO NO. 479/ DURGP/2024-25, DT.- 20.07.2024,
THE MORE INFORMATION PLEASE THE SITE http://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Prodhan
Durlovpur Gram Panchayat
P.O.- Sonapur, Itahar, Uttar Dinajpur

বিদ্যমান আরসিসি স্ল্যাবের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৩২-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ বঙ্গাইগাঁও-রঙিয়া-আগথোরি সেকশনের মধ্যে বিদ্যমান ব্রিজ নং-৪৮৫, ৫০৫, ৫০৯, ৫১১, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৪৫৩, ৪৭৪, ৪৭৮/এ এবং ৪৭৮/বি-এর বিদ্যমান ৬.১০ এম স্প্যানের আরসিসি স্ল্যাবের ৬.১০ এম স্প্যানের পিএসসি স্ল্যাবে প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ২৯,০৫,০৯,১৯৯.৮১ টাকা। বায়নার অর্থ: ১৬,০২,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১২-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার এবং অমৃতসরের মধ্যে সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, কাটিহার এবং অমৃতসরের মধ্যে ০৫৭৩৪/০৫৭৩৩ সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন (টিওডি) নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে :

ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ (সাপ্তাহিক) কাটিহার থেকে ২৫-০৭-২০২৪ থেকে ১৫-০৮-২০২৪ পর্যন্ত কার্যকর (বৃহস্পতিবার = ০৪টি ট্রিপ)			ট্রেন নং. ০৫৭৩৩ (সাপ্তাহিক) অমৃতসর থেকে ২৭-০৭-২০২৪ থেকে ১৭-০৮-২০২৪ পর্যন্ত কার্যকর (শনিবার = ০৪টি ট্রিপ)	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	১১:৪০	কাটিহার	১৫:০০	—
১৫:৩০	১৫:৪০	বারাউনি জং.	১০:০৫	১০:১৫
০৪:১৫	০৪:২৫	লখনৌ	২২:১০	২২:২০
০০:১০	—	অমৃতসর	—	০৪:২৫

অন্যান্য স্টপেজ : নওগাছিয়া, থানা বিহপুর জং., মানসী জং., খাগরিয়া জং., বেগুসরাই, হাজীপুর জং., সোনপুর, ছাপড়া গ্রামীণ, ছাপড়া, সিওয়ান, দেওরিয়া সদর, গোরখপুর, বস্তি, গোন্ডা, বারাবাঙ্কি জং., কানপুর সেন্ট্রাল, ইটাওয়া, আলিগড় জং., খুরজা জং., হাপুর, মিরাট সিটি, মুজাফফরনগর, সাহারানপুর জং., আম্বালা ক্যান্ট, সানহওয়াল, লুধিয়ানা, জলন্ধর সিটি এবং বিয়াস।

গঠন : এসি থ্রি-টায়ার (দুই), স্লিপার ক্লাস (চৌদ্দ), জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (চার) এবং জিএসএলআর/ডি (দুই) = ২২টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : সিওএন/২০২৪/জুলাই/০২; তারিখ : ০৮-০৭-২০২৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. : সিই/সিওএন/জে-I/এমআইএস/২০২৪/০৩; কাজের নাম : জিরিবাম থেকে টুপুল (ইম্ফল) অবধি নতুন বিজি রেললাইন প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে শিলচরে ডেপুটি সিই/সিওএন/জিরিবাম -এর এখতিয়ারের অধীনে ২৪ মাসের জন্য শিলচরে নতুন অফিসার রেস্ট হাউস, পুরাতন অফিসার রেস্ট হাউস, অধীনস্থদের রেস্ট হাউসের জন্য দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী সরবরাহ সহ ৩৫টি আধা-পাকা পুরাতন কোয়ার্টার সম্পূর্ণ মেরামত, ৩৫টি পাকা কোয়ার্টার মেরামত এবং ০২টি (দুই) অফিস, নতুন অফিসার রেস্ট হাউস, পুরাতন অফিসার রেস্ট হাউস, অধীনস্থদের রেস্ট হাউসের রক্ষণাবেক্ষণের ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ এবং বদরপুরঘাটে (বিপিজি) সীমানা প্রাচীর, অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ এবং পুরাতন গোডাউন মেরামত। টেন্ডার মূল্য : ৬,৮৬,০০,২৯৫.৪০ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১২-০৮-২০২৪তারিখে ১৪:৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা ১২-০৮-২০২৪তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। টেন্ডার এবং যেকোন সংশোধনীর বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/৭, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নির্মাণ সংস্থা

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

শিক্ষা

■ LL.B, (3 yrs.) যে কোনও বয়সে। যোগ্যতা- যে কোনও (Govt/ Private) University-র গ্র্যাজুয়েট অথবা মাস্টার ডিগ্রি। LL.M, 'ল পয়েন্ট'- 9830132343/ 6290760935. (K)

শিক্ষা-দীক্ষা

■ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত, সাইকোসোশ্যাল হেল্থ অ্যাওয়ারনেস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পরিচালনায় বিভিন্ন ভোকেশনাল কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। কোর্স - ১) ADPC, ২) C & AC, ৩) Art & Craft, ৪) ফুড প্রসেসিং, ৫) যোগা এডুকেশন, যোগাযোগ - নর্থবেঙ্গল ভোকেশনাল অ্যান্ড এডুকেশনাল স্কিল ইনস্টিটিউট, কাওয়াখালি টাউনশিপ, শিলিগুড়ি, ফোন - 9832034553/ 7384857525. (C/111659)

■ অভিজ্ঞ টিচার। শিক্ষা বিশেষজ্ঞ। চেন্নাই। শিশুর মেধা, বুদ্ধি, IQ বৃদ্ধি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাড়ানো হয়। W-9002004533. (C/111533)

■ ইংরেজি গ্রামার গোড়া থেকে সহজভাবে শেখাতে প্রবীণ শিক্ষকের কোচিং। ফোন : 9733565180, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/111533)

ব্যবসা-বাণিজ্য

■ অভিনব ব্যবসা- খাবারের দোকানে মাত্র 20 হাজার বিনিয়োগ করে মাসে 5 হাজার পর্যন্ত আয় করুন 36 মাস। প্রশান্ত মণ্ডল- 8240876794 (শিলিগুড়ি)। (C/111528)

■ জেনারেল কার্ডিও স্কিন ডায়াবেটিক-এর ঔষধ কোম্পানি এলাকাভিত্তিক PCD চায় 8910015859. (K)

■ শিলিগুড়ি, হলদিবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় (M/F) পার্ট-টাইম আয়ের সুযোগ। 9433766101/ 7595817526. (K)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/111535)

জ্যোতিষ

■ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী- ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষী ও বাস্তু বিশারদ, বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, সাহা বলে তাহাই ফলে। যোগাযোগ- নিজস্ব চেম্বার 9679935591, শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের সন্নিকটে। দক্ষিণা ১৫০১/-।

রাঃ স্বাঃ বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্যোতিষ

আচার্য্য কল্যাণ শাস্ত্রী (গোল্ড মেডেলিষ্ট)

প্রতি ইং মাসের ২২থেকে ৩১ হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়িতে

প্রতি ইং মাসের ১ থেকে ৫ মালবাজার

RATNA BHANDAR Jewellers

জ্যোতিষে আস্থা। বিশ্বাসে প্রহরত্ন। ভূষণে স্বর্ণালঙ্কার

77193 71978

আয়া/সেবিকা

■ শিব সুন্দর আয়া সেন্টার - এখানে আয়া ও মাসি পাওয়া যায়। এখানে বয়স্ক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাসি পাওয়া যায়। লক্ষ্মী রায়। 93820-10868. (C/113243)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ রাজস্থান 7/10, 21/12, কাশ্মীর 10/10, নৈনিতাল-করবেট 16/11, অরুণাচল-কাজিরাঙ্গা 16/11, কেরল 20/12 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

ভাড়া

■ মালবাজারে 8000 sq.ft-এর নতুন সুদৃশ্য তিনতলা বিল্ডিং ভাড়া দেওয়া হবে। পার্কিং ও গার্ডেন আছে। M : 8167581218. (B/B)

■ Renting for Warehouse or Industry. 8500 sq.ft with 14000 sq.ft Super Built up area in Fulbari Industrial area, Siliguri. 1 year old construction-ready to move. Rent Negotiable. M : 9434071340. (C/111535)

ভাড়া

■ জলপাইগুড়ি উত্তর রায়কতপাড়াতে বড় রাস্তার পাশে ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। পরিবার/অফিস। M : 7001997814. (C/111188)

বিক্রয়/ভাড়া

■ সুভাষপল্লিতে মনোরম পরিবেশে গ্যারাজ সহ 2 BHK ফ্ল্যাট শীঘ্রই বিক্রয়/ভাড়া দেওয়া হইবে। M : 8167694813. (C/110764)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি উকিলপাড়ার সন্নিকটে নতুন ফ্ল্যাট সত্বর বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ- 7679137654. (C/111189)

■ শিলিগুড়ি চম্পাসারির মেগা বাস্কেট মলের বিপরীত রাস্তায় বন্ধন ব্যাংকের শাখা অফিসে বিপরীতে ৩ কাঠা ৩ ছটাক খালি জমি বিক্রি করা হবে। 9832314219 (C/111639)

■ শিলিগুড়িতে হাকিমপাড়া লাগোয়া পূর্ব বিবেকানন্দপল্লিস্থিত দেড় কাঠা জমির উপর দ্বিতল বাড়ি বিক্রয়। সরাসরি যোগাযোগ, দালাল নয়। M : 9734294276. (C/111611)

■ শিলিগুড়ি কালীবাড়ি রোডে 240 sq.ft দোকান বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9800266852. (C/113241)

■ ময়নাগুড়ি মাধব ডাঙ্গায় পেট্রোল পাম্পের সন্নিকটে 2.75 বিঘা রেকর্ডেড জমি বিক্রয়। M : 9647847173. (S/C)

■ তিনতলা বাড়ির নীচতলা এবং অন্যত্র জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ- 9093482083. (C/111180)

■ দেশবন্ধুপাড়া সত্যেন বোস রোড, দাদাভাই ক্লাবের নিকট ১২০০ sqft 3rd floor ফ্ল্যাট বিক্রয়। মেইন রোড ওপরে। M-8116727565. (C/111657)

■ 3.5 কাঠা Land Sale Near Siliguri Netaji Girls' High School (Subhas Pally). M-89180-81941 (11 a.m.-5 p.m.). (C/111658)

■ শিলিগুড়ি আশিঘর ইউনিয়ন ব্যাংক-এর পিছনে সোয়া দুই কাঠা (স্কোয়ার জমি) পূর্ব-দক্ষিণ, নতুন প্ল্যান পাশ বাড়ি বিক্রয়। (M) :- 98323-71949. (C/111538)

বিক্রয়

■ 700 sqft. 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়, 1st ফ্লোর, Back সাইড, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি। (M) 9732170044. (C/111536)

এফিডেভিট

■ আমি Raju Sethia, S/o- Golab Chand Sethia, Vill- ডালখোলা বাজার, ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর। আমার কন্যার আসল নাম Samridhi Sethia. আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে ভুলবশত তার নাম Sristi Sethia থাকায় গত 05.07.24 তারিখে রায়গঞ্জ এক্সিকিউটিভ/ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের 1st class কোর্টে এফিডেভিট করে ভুল সংশোধন করা হল। এফিডেভিট নং 4014 , Dt. 05.07.2024. (M-TR)

জেনারেটর বিক্রি

■ মালদায় Honda Power Products-এর পেট্রোল চালিত ভালো কন্ডিশনের পোর্টেবল জেনারেটর বিক্রি হবে। মডেল নং EU 3oi/ EU3ois, Rated output 2800 VA, Max. output 3000 VA, Voltage-230V, Petrol Fuel Tank Capacity 12.5 Ltr. যোগাযোগ- 9064849072.

গোয়েন্দা

■ বিয়ের আগে ও পরে বা যে কোনও রকম তদন্ত বা কোনও কর্মচারীর উপর নজর রাখতে যোগাযোগ করুন : 9083130421. (C/111539)

ব্যক্তিগত

■ Rtd প্রথম শ্রেণির কেন্দ্রীয় অফিসার একজন কন্যাসন্তান দত্তক নিতে চাই। অবশ্যই মাধ্যমিক পাশ পিতা-মাতা থাকা বা অনাথ চলিবে। Mob No. 8597977931. (C/111536)

ফার্মাসিস্ট চাই

■ ফার্মাসিস্টের জন্য যোগাযোগ করুন- 8250507652. (C/111647)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে ফাস্টফুড দোকানের জন্য স্থানীয় মহিলা/পুরুষ কর্মচারী চাই। (M) 8918901515. (C/111532)

কর্মখালি

■ হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে অবস্থিত একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অফিস পিওন পদের জন্য অবিলম্বে একজন পুরুষ প্রার্থীকে (১৯ থেকে ৩০ বছর) নিয়োগ করবে। বিস্তারিত তথ্য জানতে আগ্রহী প্রার্থীরা হোয়াটসঅ্যাপ করুন- Mob : 8637094096. (C/111532)

■ শিলিগুড়িতে Filder কাজের জন্য Commission Basis, Technician প্রয়োজন, বয়স 18-25 বছরের, মাধ্যমিক পাশ ছেলে প্রয়োজন। (M) 7908429400. (C/111621)

■ শিলিগুড়িতে অধ্যাপকের একার সংসারে পিছুটানহীন অল্প শিক্ষিতা মহিলা সেবিকা চাই। খাওয়া, থাকা+10,000/-. (M) 9434249237. (C/111632)

■ Need a Female Graduate in Cooch Behar. (M) 9433249775.

■ Required Marketing Executive for a renowned Hotel Management Institute in Siliguri. Candidate should be Graduate with an experience of 5 years in the field of education, preferably with bike. Interested candidates please send CV to tuhinaa@iihm.ac.in

■ Renowned Two-Wheeler Dealership at Cooch Behar require an experienced 'Premium Sales Consultant' for their Showroom. Salary on negotiation. Contact : (M) 9733372000 or E-mail : sandeep_auto@rediffmail.com (C/111656)

■ Hindware Kitchen অ্যাপ্লিয়েন্সেসের শিলিগুড়ির জন্য Service-এর ছেলে প্রয়োজন। Fresher and Experience শীঘ্রই যোগাযোগ : 9800875851. (C/111536)

■ Farari Agarbati, কোচবিহারে Sales-এ কাজের জন্য Male/ Female, Graduate, ২-৩ বছর Retail Sales-এ experience সম্পন্ন candidate চাইছে। মাসিক বেতন Rs. 12,000/-+D.A. সত্বর যোগাযোগ-(M) 8334025050. (C/110761)

■ Req. Pre-Primary teacher for an Eng. Med. School at Phansidewa. Send resume at 8918803657 immediately. Salary negotiable. (C/111535)

কর্মখালি

■ Wanted DTP Operator cum Graphic Designer with minimum 2 years experience for Siliguri. Attractive salary Package. (M) 9434061385. (C/111535)

■ জলপাইগুড়িতে দোকানে কাজের জন্য যুবক চাই। বেতন-7900+TA. Mo. 9046453278. (C/111190)

■ মহিলাদের জন্য সুখবর, পিছুটানহীন, ডিভোর্সি বা উইডো বা অবিবাহিত, তাঁদের অগ্রাধিকার, মার্জিত, নম্র, ভদ্র হতে হবে, বয়স ৩৫-এর মধ্যেই হতেই হবে। বেতন (দশ হাজার মাসিক), থাকা-খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে, আজীবন থাকতে পারবেন রাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং একজন মাত্র ব্যক্তির কাজকর্ম দেখাশোনা করতে হবে। (অ-নিরামিষভোজিও চলবে)। সত্বর যোগাযোগ-9679935591, শিলিগুড়ি, সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পাশে।

■ NGO-তে ব্লকভিত্তিক কাজের জন্য ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। যোগ্যতা- মাধ্যমিক, বেতন ৬-২০ হাজার। ফোন : 9332372826, 7001841907. (C/111191)

■ Goodricke School For Special Education, Siliguri, for the post of (1) Receptionist, (2) Programme Coordinator, (3) Special Educator, Working experience, fluency in English, Bengali, Hindi & Computer knowledge are essential. Apply within 7 days : gsse@goodricke. com (C/111540)

■ ধূপকাঠির মেশিন মেরামতির ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হবে। আবেদনকারীর মেশিন মেরামতি ও চালাবার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। যোগাযোগের জন্য - 8918676661. (C/111626)

■ 'কুচিনা' কোম্পানি শিলিগুড়িতে কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ ছেলেদের থেকে আবেদন চাইছে। পদের নাম - সার্ভিস টেকনিসিয়ান। ফিক্সড স্যালারি+ইনসেনটিভ। PF+ESIC+Bonus ইত্যাদির সুবিধা। Ph : 8116602333. (C/111538)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে একজন ভিডিওগ্রাফার চাই। শুরুতে মাসে ১৫ হাজার টাকা। স্নাতক, অভিজ্ঞতা আবশ্যক। 9832494941 নম্বরে আবেদন পাঠান ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে। (C/111538)

■ শিলিগুড়িতে বেসরকারি সংস্থায় ১ জন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাসে ১০ হাজার টাকা প্লাস ফুয়েল খরচ) চাই। কম্পিউটার জানা, সোসাল মিডিয়ায় দক্ষ, বাইক-স্কুটি থাকতে হবে। ৭৩১৯০-২৭০৯৯ নম্বরে আবেদন পাঠান ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে। (C/111538)

■ Urgently required a graduate person for a Reputed Shop in Siliguri. Age about 30 to 45 yrs. Send CV with Photo : 7866009937. (C/111537)

■ শিলিগুড়ি খামারবাড়িতে সবসময় থাকার জন্য ১ জন বহিরাগত লোক চাই। স্বামী, স্ত্রী, থাকার ব্যবস্থা আছে। (M) 9002590042. (C/111537)

■ শিলিগুড়ি ইস্কন মন্দির রোডে চালু হোলসেল মেডিসিন দোকানের জন্য কাজ জানা, দক্ষ কিংবা না জানলেও হবে, ছেলে চাই। বেতন : আলোচনাসাপেক্ষ। M : 62954-80397. (C/111537)

■ শিলিগুড়ি মদের দোকানে জানা লোক প্রয়োজন। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph : 82504-88048.

■ রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য কুক (15K-18K), হেল্পার (রুটি করতে জানা) (8K-10K), বাসন ধোয়া-মাজার, পরিষ্কারের লোক চাই (8K), থাকা খাওয়া ফ্রি। শিলিগুড়িতে। (M) 8391068933. (C/111536)

■ শিলিগুড়িতে বয়স্ক মহিলার দেখাশোনার জন্য আয়া প্রয়োজন। যোগাযোগ : 9434064212/ 8617488610 (M). (C/111536)

Anandaloke Sonoscan Hiring

■ 1. Hospital Medical Stores Manager with working Tally knowledge. 2. Experienced A.C. Mechanic. 3. Experienced ITI Electrician. Phone : 8116610703. (C/111532)

কর্মখালি

Required Garden Field Assistant

■ For an established Tea Estate in Uttar Dinajpur region. Should have efficient knowledge of different field works. Applicant having 10-15 years of experience around the age group of 34-45 and having tea management qualification will be prefer. WhatsApp No. 9091223377 (Send C.V between 11 A.M. to 2 P.M.). (C/111539)

Assay Indian Model School (AIMS)

■ Requ. Teachers Pure Sc.-2, Eng-2, Salary- (10K-20K), Tungidighi, U/D, 7363007227, 9474527136.(M-TR)

Teacher Required

1 Special Edu. (Graduate/ Post Grad. with Special B.Ed) & 1 Counsellor (Graduate/ Post Graduate in Psychology with B.Ed), at S.K.P. Vidya Niketan,Shiv Mandir Road, Haiderpara, Siliguri. Interested Candidates can apply within 27/07/24. Contact us at 0353-3501094/7001865826 or email us at skpvn56047@yahoo.com

REQUIRED

Urgently required experienced B.Tech / Diploma Engineer. Apply- jhawar.praveen@gmail.com

VACANCY

Application are invited for Administrator / Senior Manager for a upcoming Degree College at Siliguri. Apply:- webuild.siliguri@gmail.com

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের জেরে বাংলাদেশ ছাড়ছেন ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা

আমার সহপাঠীরা আটকেই

ইবরার গাজি

ইসলামপুরের বাসিন্দা চতুর্থ বর্ষের ছাত্র, ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ

হস্টেলের আটতলা থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে শুধু ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছিলাম। আকাশে তখন অনবরত চক্কর কাটছিল হেলিকপ্টার। নীচ থেকে ভেসে আসছিল বন্দুকের গুলি ছোটা আর টিয়ার গ্যাস ফাটানোর শব্দ। বুধবার সন্ধ্যার দিকে দু'বার বাস ধরার জন্য বেরোনোর চেষ্টা করেছিলাম। বাইরের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, তা সম্ভব হয়নি। বাইরের অবস্থা দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষও আমাদের আটকে দিয়েছিল। শেষমেশ যোগাযোগ করেছিলাম ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ দূতাবাস থেকে সবুজ সংকেত মেলে। অবশেষে সেদিন রিং রোডে কল্যাণপুরের বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছাই।

সত্যি কথা বলতে, ওই রাতে যখন বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিলাম, এত খালি রাস্তা আগে কোনওদিন দেখিনি ঢাকায়। জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড লাগানো। পার্লামেন্টের চারপাশ পুলিশ ঘিরে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে দিয়ে অবশ্য সেদিন আর যেতে পারিনি। ঘুরপথে যেতে হয়েছে বাসস্ট্যান্ডে। হস্টেল থেকে বাসস্ট্যান্ডের দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। অন্যদিন এক-দেড় ঘণ্টা লেগে গেলেও ওইদিন পনেরো মিনিটে পৌঁছে গিয়েছিলাম। শুক্রবার ফুলবাড়ি হয়ে ইসলামপুরের বাড়িতে পৌঁছেছি বটে। কিন্তু ঘটনার ঘোর কাটছে না।

হস্টেলের পাশেই হাসপাতাল থাকায় সারাদিন ধরে সেদিন শুনেছিলাম অ্যাম্বুল্যান্সের শব্দ। কত আন্দোলনকারী, পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। ১৭ তারিখ মহরমের দিন থেকেই আমরা হস্টেলবন্দি হয়ে ছিলাম। সহপাঠী বাংলাদেশি বন্ধুদের সঙ্গেও শেষ দেখা হয়েছিল ১৬ তারিখ। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে অবশ্য আমাদের মতো বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের হস্টেলে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দূতাবাস থেকেও নির্দেশ এসেছিল, আমরা যাতে বেশি মুভমেন্ট না করি। আন্দোলনকারীরাও আমাদের বলেনি, আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য। কারণ আমরা যোগ দিলে আন্তর্জাতিক ইস্যু হয়ে যেত।

আন্দোলন নিয়ে কারা ঠিক, কারা ভুল সেটা নিয়েও আমরা কিছু বলতে চাই না। কারণ, ওটা ওদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে, প্রচুর ছাত্র মারা যাচ্ছে। আমি এর ঘোর নিন্দা জানাচ্ছি। একজন ছাত্র হিসেবে অন্য ছাত্রদের পাশে রয়েছি।

আমি ইসলামপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে থাকি। শিলিগুড়ির কাছে আমাদের বাড়ি হওয়ায় আমরা বাসে ফিরে আসতে পারলেও এখনও প্রচুর ভারতীয় পড়ুয়া ওখানে আটকে রয়েছে। মহারাষ্ট্র, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের প্রচুর পড়ুয়া রয়েছে। কতদিন ওরা সেখানে আটকে থাকবে জানা নেই। কারণ এয়ারপোর্টে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও এখন সেখানে নেই।

আজ ইন্টারন্যাশনাল রোমিংয়ের মাধ্যমে একবার ওখানে আটকে থাকা ভারতীয় সহপাঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। বলল, নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে। তবে কতটা নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে, খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো পাচ্ছে কি না, বুঝে উঠতে পারিনি। এর মধ্যে শুনলাম কার্ফিউ হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় দূতাবাসের কাছে অনুরোধ করব, ওখানে আটকে থাকা পড়ুয়াদের যাতে দ্রুত ফিরিয়ে আনা হয়। কারণ ওখানকার বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটাই খারাপ। যা আগে কখনও দেখিনি।

বাংলাদেশ থেকে ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরলেন পড়ুয়ারা। শনিবার।

চোপড়ার বহু পড়ুয়া না ফেরায় উদ্বেগে পরিবার

চোপড়া, ২০ জুলাই : সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশে এখন অগ্নিগর্ভ অবস্থা। দেশে জারি কার্ফিউ। মেট্রো এবং ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। পড়শি দেশের পরিস্থিতির আঁচ পড়েছে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়াতেও। স্থানীয় কয়েকজন তরুণ-তরুণী বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে উদ্বিগ্ন তাঁদের মা, বাবা এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা।

চোপড়া ব্লক থেকেই ৫ জন বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়ছেন। সদর চোপড়ার সোহেল ইজাজ ঢাকার গুলশানে একটি মেডিকেল কলেজে রয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোহেল বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়া শেষ করে আপাতত ওই মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না পরিবার। সোহেলের মা আনোয়ারা বেগমের কথায়, 'ছেলের সঙ্গে তিনদিন ধরে কথা বলতে পারছি না। দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না।' প্রশাসনের কাছে সোহেলকে বাড়ি ফেরানোর আর্জি জানিয়েছে তাঁর পরিবার। ঘিরনিগাঁওয়ের বাসিন্দা রাসেদ আক্তারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁর কাকার মেয়ে বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছেন। একাধিকবার চেষ্টার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। এক-দু'দিনের মধ্যে ওই তরুণীর বাড়ি ফেরার কথা। তবে যতক্ষণ না মেয়েকে দেখছেন, স্বস্তিতে নেই পরিজনরা। দাসপাড়ার মহসিন হুসেনের চেহারায় অবশ্য স্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। বলছিলেন, 'ভাইপো বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজে পড়ে। সেদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা ভীষণ আতঙ্কে ছিলাম। অবশেষে এদিন বিকালে বিমানে কলকাতায় পৌঁছেছে সে। এবার চিন্তামুক্ত সবাই।'

> কতজন পড়ুয়া পড়শি দেশে আটকে, প্রশাসন তাঁর খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে।
>
> **সমীর মণ্ডল,** বিডিও, চোপড়া

চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল জানান, কোনও পরিবার এখনও প্রশাসনকে জানাননি। তবে এলাকার কতজন পড়ুয়া পড়শি দেশে আটকে আছে তাঁর খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

বাতিল 'মিতালি'

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই: কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। এমন পরিস্থিতিতে মিতালি এক্সপ্রেস বাতিল করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রবিবার নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) থেকে ছেড়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল ট্রেনটির। কিন্তু রেলের তরফে জানানো হয়েছে, পড়শি দেশটির বর্তমান পরিস্থিতির কারণে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে রবি ও বুধবার এনজেপি থেকে এবং প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়ে মিতালি এক্সপ্রেস। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেছেন, 'রবিবার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' ইতিমধ্যে বন্ধন এবং মৈত্রী এক্সপ্রেস অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল করেছে পূর্ব রেল।

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একটি সংস্থা)
সিএফ ২১৭/এ/১, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪

তপশিলি জাতিভুক্ত যুবক/যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার জন্য বিনা ব্যয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ

বিষয়	শিক্ষাগত যোগ্যতা
Field Technician Air Conditioner (ELE/Q3102 V3)	10th Pass + 2 years experience or 12th Pass
Field Technician Other Home Appliances (ELE/Q3104 V3)	

বয়স : ১৮ বছর থেকে ৩৫ বছর।
পারিবারিক বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে।
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

জেলা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা	বিষয়	আসন সংখ্যা
কোচবিহার	PO+PS: Mekliganj, Near- Mekliganj High School, Dist: Coochbehar, Pin: 735304, Phone: 9635306748	Field Technician Air Conditioner (ELE/Q3102 V3)	১২০
মালদা	Universal College of Education, Village- Dharampur, Meherpur, Methabari- 732207, Phone: 9836050796	Field Technician Other Home Appliances (ELE/Q3104 V3)	১২০

অনলাইনে সরাসরি আবেদন করুন এই ঠিকানায়: www.wbdcdev.gov.in
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: আবেদনের শেষ তারিখ- ১৫ই জুলাই ২০২৪।
রূপায়ণে
ESSCI
Electronics Sector Skills Council of India (ESSCI)
155, 2nd Floor, ESC House
Okhla Industrial Area-Phase 3, New Delhi-110020

নিষিদ্ধ খোকা ইলিশে ছয়লাপ আলিপুরদুয়ার

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : সাধ্যের মধ্যে সাধপূরণ করতে গিয়ে নিয়ম ভাঙছে আলিপুরদুয়ার। শহরের বিভিন্ন বাজারে ১০০-১৫০ গ্রাম ওজনের খোকা ইলিশ দেদারে বিক্রি হচ্ছে। মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি নিয়মে ২৩ সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের ইলিশ ধরা, সরবরাহ করা ও বিক্রি নিষিদ্ধ। অথচ সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি ১০-১৫ সেন্টিমিটারের ছোট সাইজের ইলিশ ধরে বাক্সবন্দি করে উত্তরবঙ্গের বাজারে পাঠানো হচ্ছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবেশকর্মীরা।

ছোট ইলিশ বিক্রির কথা মেনে নিয়েছেন শহরের ব্যবসায়ীরাও। শহরের স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ী নিবাস বিশ্বাস বলেন, '১০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ পাইকারি বাজারে আসছে। আমরা সেখান থেকে কিনে এনে বিক্রি করছি।' নিয়মকানুন তো তিনিও জানেন। সেকথা মেনে নিয়ে বললেন, 'জানি, এত ছোট মাপের ইলিশ ধরা উচিত নয়। এখানে তো ওই মাছ ধরা পড়ে না। যেখানে ধরা হয়, সেখানে ধরা বন্ধ হলেই আর বাজারে আসবে না।'

বাজারে তো আসছে, ক্রেতারা কিনছেন কেন? প্রথমত, সচেতনতার অভাব রয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, অনেকে জেনেবুঝেই কিনছেন কারণ দাম কম। মোটামুটি ৭০০-৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দামই তো এখন হাজার টাকা কেজি। আর তার থেকে বড় হলে দাম আরও বেশি। সেখানে এসব ছোট ছোট ইলিশ বড়জোর ৩২০-৪০০ টাকা

কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। একদম ১০০ গ্রামের কাছাকাছি যেগুলো, সেগুলো তো আরও সস্তা। আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা রতন সাহা বলেন, 'কয়েকদিন হল বাজারে ১০০-১৫০ গ্রাম ওজনের ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। তাই সস্তায় ছোট ইলিশ কিনেছি। তবে স্বাদ ও গন্ধে বড় ইলিশের তুলনায় অনেক ঘাটতি রয়েছে।' এসব আসছে কোথা থেকে? নিউটাউন বাজারের মাছ ব্যবসায়ী রাখাল বর্মন বলেন, 'আড়ত থেকে বলা হয়েছে, ডায়মন্ড হারবারের ওই ইলিশ। ৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। এসব কীভাবে কারা নিয়ে আসছে, এতকিছু জানি না।'

ইলিশ মাছ ধরার একাধিক নিয়মকানুন রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা (মেরিন) সুমন সাহা বলেন, '২৩ সেন্টিমিটারের কম কোনও ইলিশ ধরার নিয়ম নেই। নিষিদ্ধ ইলিশ কেউ ধরছে কি না সেদিকে সবসময় নজরদারিও চালানো হয়। নিষিদ্ধ ইলিশ কেউ ধরতে, বিক্রি করতে বা সরবরাহ করতে পারেন না। জেলা প্রশাসনের নজরে এলে তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা মৎস্য দপ্তরের সহ মৎস্য অধিকর্তা সোমনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'কোথা থেকে ধরা নিষিদ্ধ সেই ইলিশ বাজারে আসছে খোঁজখবর নিয়ে দেখা হবে।' এই প্রবণতা যে ক্ষতিকর, মানছেন পরিবেশপ্রেমীরাও। আলিপুরদুয়ারের পরিবেশকর্মী জীবনকৃষ্ণ রায় বলেন, 'এত ছোট ইলিশ যেখানেই ধরা হোক না কেন, সেখানকার প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ করা উচিত।' তাঁর আশঙ্কা, এভাবে খোকা ইলিশ ধরলে কয়েকবছর পরে বড় ইলিশ মিলবে না।

গণি খান চৌধুরী ইন্সিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি
(একটি CFTI, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারতের সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত)
পোঃ নারায়নপুর, জেলাঃ মালদা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩২১৪১

PMKVY SMART

সুখবর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি সুখবর

গনি খান চৌধুরী ইন্সিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নারায়নপুর ক্যাম্পাসে **প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY 4.0)** নিম্নলিখিত কোর্সে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে ভর্তি চলিতেছে। আসনসংখ্যা সীমিত।আগে আসিলে আগে ভর্তির সুযোগ।

Sl.no	Sector	Instantiated QP Code / Job Role ID	NSQF Level	Total QP Hours	Entry Qualification
01	ইলেক্ট্রিক্যাল	অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্ট্রিসিয়ান (CON/Q০৬০২)	০৩	৩৯০	৯ম শ্রেণী বা ৮ম শ্রেণী সহ এক বছর (NTC/NAC) বা ৮ম শ্রেণী পাশের পর ১ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে
02	নির্মাণ	অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভেয়ার (CON/Q০৯০১)	০২	২৭০	লেখাপড়ার ক্ষমতা অথবা ৫ম শ্রেণী পাস
03	ফুড প্রসেসিং	বেকিং টেকনিশান/অপারেটিভ (FIC/Q৫০০৫)	০৪	৩০০	১০ম শ্রেণী পাস
04	কম্পিউটার	সহকারী ইনস্টলেশন প্রযুক্তিবিদ কম্পিউটিং এবং পেরিফেরাল (ELE/Q৪৬০৯)	০৩	৪২০	অষ্টম শ্রেণি পাস ও ২ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা, অথবা দশম শ্রেণি পাস ও ৬ মাসের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা, অথবা অষ্টম শ্রেণির পর ২ বছরের আই.টি.আই
05	মেকানিকাল	অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানুয়াল মেটাল আরসি ওয়েল্ডিং/ শিল্ডেড মেটাল আরসি ওয়েল্ডিং (CSC/Q০২০২)	০২	৩৩০	লেখাপড়ার ক্ষমতা অথবা ৫ম শ্রেণী পাস

রেজিস্ট্রেশন এবং কোর্স ফি প্রয়োজন নেই .

কোর্স গুলি সমাজের সমস্ত শ্রেণী, বিশেষ করে এস সি, এস টি, ওবিসি, সংখ্যালঘু শ্রেণী, স্কুল ছুট এবং অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা সকল শ্রেণীর যুবক যুবতীদের কথা ভেবে তৈরি করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে **এন.এস.ডি.সি** এর অধীনে সেক্টর স্কিল কাউন্সিল স্বীকৃত সংস্থা দ্বারা সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে যাহা তাহাদের ভবিষ্যতে স্বনির্ভরশীল হইতে সাহায্য করবে। ভর্তির নির্দিষ্ট আবেদনপত্রের জন্য শীঘ্রই যোগাযোগ করুন – GKCIET, নারায়নপুর ক্যাম্পাস, জেলা- মালদা।

আবেদন এর তারিখঃ- ১২ জুলাই, ২০২৪ থেকে ৩০ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত,

সময়: সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত।

প্রার্থীকে অবশ্যই **যোগ্যতার শংসাপত্র, 2 কপি পাসপোর্ট** সাইজের রঙিন ছবি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিগুলির সাথে আধারের সাথে **নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর** সহ **আধার কার্ড** আনতে হবে।

**** মালদা টাউন থেকে বাস পরিবহন এর ব্যবস্থা থাকবে****

অনুসন্ধানের যোগাযোগ নম্বর - ফুড প্রসেসিং: ৯৬০৯১১৯৭২০, ৮২৫০৮৫৫০৪১, ইলেক্ট্রিক্যাল: ৯৬০৯৭৯৭১১০, মেকানিকাল: ৯৬৭৯০৪০৪৪০, কম্পিউটার সায়েন্স: ৮২৫০৭৮৩৪৯৬, নির্মাণ (সার্ভেয়ার): ৯৬৮১১২৮৪৮৭।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য আপনি আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে পারেন: *www.gkciet.ac.in and email us at nf@gkciet.ac.in*

জমি দখলের মতলবে অভিযুক্ত প্রতিবেশী

ডাইনি অপবাদে দম্পতিকে নগ্ন করে মারধর

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২০ জুলাই : ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক দম্পতিকে নগ্ন করে মারধর করে বাড়ি দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে ন'জনের বিরুদ্ধে। গত ১৬ জুলাই ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াগঞ্জ থানার একটি গ্রামে। অভিযোগ, গ্রামবাসীদের একাংশ ওই দম্পতিকে নগ্ন করে বেধড়ক মারধর করে। বর্তমানে স্বামী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুষ্কৃতীদের ভয়ে গ্রামছাড়া স্ত্রী। এনিয়ে শনিবার তিনি রায়গঞ্জ জেলা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালতের এক আইনজীবীকে নিয়ে আক্রান্ত বধূ পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন। লিখিত অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, এক প্রতিবেশীর নেতৃত্বে গত ১৬ জুলাই মাঝরাতে তাঁদের ডাইনি অপবাদ দিয়ে বাড়ি দখলের চেষ্টা হয়। তাঁদের নগ্ন করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। ঘটনার পর তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর স্বামী এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ওই বধূ আরও জানান, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি কালিয়াগঞ্জ থানায় ন'জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার পর তিনদিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেনি। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর জন্য অভিযুক্তরা পরিবার সহ তাঁদের খুনের হুমকি দিচ্ছে। প্রাণ বাঁচাতে তিনি শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুরে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

এদিন আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে অভিযোগকারী বধূ জানান, 'এক বিঘা জমির উপর আমাদের বসতবাড়ি। সেই জায়গা দখলের উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনামাফিক আমাদের ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার দিন ওরা আমাদের নগ্ন করে বেধড়ক মারধর দিয়ে জমি দখল করার চেষ্টা করে। আমরা বাধা দিলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়ানো হয়। ঘটনার কথা জানিয়ে কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি।'

নির্যাতিতার আইনজীবী পলাশরঞ্জন দাস বলেন, 'যেভাবে এই দম্পতিকে মারধর করা হয়েছে তা একপ্রকার মধ্যযুগীয় বর্বরতা। পুলিশ কেন অভিযুক্তদের এখনও গ্রেপ্তার করল না, তা নিয়ে আমি অবাক হচ্ছি। থানায় অভিযোগ করায় অভিযুক্তরা ওই দম্পতিকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। প্রাণ বাঁচাতে বর্তমানে আমার মক্কেল তাঁর নাবালক দুই সন্তান সহ ঘরছাড়া হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরে আশ্রয় নিয়েছেন।'

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।' কিন্তু কেন অভিযোগ দায়েরের তিনদিন পরও কালিয়াগঞ্জ থানা ওই বধূকে বাড়ি ফেরাতে পারল না, তা নিয়ে মুখে কুলুপ পুলিশ সুপারের।

শক্তি দক্ষতা ব্যুরো

Bachat Ke Sitare Dost Hamare

ক্রেতা সতর্কীকরণ

প্রতীকী ছবি

গোদরেজ হিমবিহীন রেফ্রিজারেটার
মডেল নং- আরটি ইওএনভিআইবিই ৩৬৬সি
৩ স্টার রেটিং-এর জন্য ব্যর্থ হয়েছে।

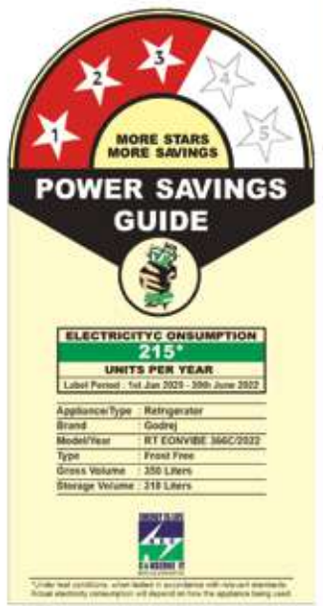

MORE STARS MORE SAVINGS
POWER SAVINGS GUIDE
ELECTRICITYC ONSUMPTION 215* UNITS PER YEAR

*এই নোটিশটি শক্তি দক্ষতা ব্যুরোর সপ্তম প্রবিধানের সম্মতি অনুসারে (হিমবিহীন রেফ্রিজারেটারের লেবেলের প্রদর্শনের মধ্যে থাকা অংশ এবং পন্থা হিসাবে) ২০০৯ সালের প্রতিবিধানের দ্বারা জারি করা হয়েছে।

শক্তি দক্ষতা ব্যুরো
একটি সংবিধানবদ্ধ সংস্থা শক্তি মন্ত্রালয়ের অধীন, ভারত সরকার
৫ম তল, সেবা ভবন, আর.কে. পুরম, নিউ দিল্লি- ১১০০৬৬ (ভারত)
ওয়েবসাইট ঃ- www.beeindia.gov.in /beeindiadigital /beeindiadigital

আরও তথ্য জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

CBC 34106/12/0010/2425

এই সময় উত্তরবঙ্গের রূপই যায় পালটে। সবুজ চারদিকে, সবুজ শুধু। পাহাড়ের শুকনো ঝোরায় নতুন প্রাণ, নতুন রূপ। জঙ্গলে কত রকমের সবুজ শেড। প্রচলিত কথায় বলে, এই সময়টা মনসুন ট্রাভেলসের। এবার সিকিম প্রায় বিচ্ছিন্ন, কালিম্পং যেতেও বহু ঝামেলা। কী অবস্থা এবারের ভরা বর্ষার পর্যটনের? উত্তর সম্পাদকীয়তে দুটো লেখায় উঠে এল সেইসব কথা।

বর্ষার পর্যটন

কেয়াফুলের আলোর মতো মায়া

সানিয়া ধর

বর্ষার কালে নদীর ঘোলা জলের মতো বর্ষার পাহাড় নিয়েও কম জলঘোলা নেই। বিগত কিছু বছরে আমাদের বর্ষার পাহাড়ের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। সেটা উত্তরবঙ্গ হোক বা সিকিম। হড়পা, মেঘভাঙা বৃষ্টি, এসবের সঙ্গে আমরা বহুলভাবে পরিচিত। এছাড়াও ইন্টারনেট বা খবরের কাগজে ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার দৃশ্য, ধস নামা, গাড়ি ভেসে যাওয়া, নদীর ভয়াবহ রূপ দেখে আমরা রীতিমতো সন্ত্রস্ত।

বর্ষাকালে পাহাড়কে ব্রাত্য করে রাখার এগুলো যেমন কারণ, তার সঙ্গে রয়েছে আরও কিছু কারণ।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়া আমরা উত্তরবঙ্গের পাহাড়কে যেন ভাবতে পারি না। আমরা যারা পাহাড় ভালোবাসি, যাওয়ার আগে আবহাওয়া দেখি। দেখি বৃষ্টির সম্ভাবনা। আয়ত্ত করি সময় বিশেষে কতটা আকাশ পরিষ্কার হতে পারে। শিলিগুড়ি পৌঁছেই ধূসর আকাশ দেখে কেউ হতাশ হই, কেউ বা অভিব্যক্তি লুকিয়ে অপেক্ষা করি। আমরা খোলা আকাশ চাই, চাই এক টুকরো বরফের চূড়া, চাই দারুণ ডায়নামিক রেঞ্জের ছবি। সেসব বর্ষায় পাওয়া দুষ্কর।

এছাড়া উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলের মূল আকর্ষণ জঙ্গল থাকে সেই সময় বন্ধ। এবং সঙ্গে জোঁকের উপদ্রব, তার ভয়কেও বাদ দেয় না আমাদের মন। এত এত প্রতিকূলতায় বর্ষায় পাহাড় ব্রাত্য। কিন্তু পাহাড় বলতে তো শুধুমাত্র তিস্তা সংলগ্ন কোনও এলাকা বা সেবক রোড নয়। তার বাইরেও রয়েছে অসংখ্য পাহাড়ি টুকরো টুকরো স্বর্গীয় গ্রাম। যেখানে বয়ে যায়নি কোনও সম্ভাব্য বিধ্বংসী নদী। কিন্তু রয়েছে অঝোর ঝরনা, সবুজের মাখামাখি, শ্যাওলার চাদরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা জংলি ফুল, কখনও তুলোর মতো, আবার কখনও মাছের আঁশের মতো মেঘ, কখনও কুয়াশা কখনও

বৃষ্টি আবার কখনও ঝলমলে নীল আকাশের ফাঁকে বরফ চূড়ার কাঞ্চনজঙ্ঘা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লিখে গিয়েছেন যে, দুনিয়ার আলাদা কী যেন একটা মানে আছে। আগে মানুষ সেটা জানত, এখন বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, প্রকৃতি চলে আপন খেয়ালে। জগতের যাবতীয় ওঠাপড়ায় তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। আকবর থেকে আওরঙ্গজেব হয়ে ব্রিটিশ পেরিয়ে আজ সমাজের যা কিছু হাতবদল তাতে প্রকৃতির কিছুই আসে যায় না। সে সত্যিই আপন খেয়ালে চলে।

সে জানে না কে কত বছর পর কত ছুটি বাঁচিয়ে, কত মাথা নীচু করে টেবিলে, কিউবিকলে, ফাইলের পর ফাইল ঘেঁটে তবে কোনও একদিন সব সামলে উঠেছেন দূরপাল্লায়, যাচ্ছেন তাঁর বহুদিনের আটকে থাকা এক জানলা খুলে দিতে। আরেকদিকে সে আপন খেয়ালে কখনও মেঘ জমিয়ে দু'-একপশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়, সে বৃষ্টি ধুয়ে নিয়ে যায় জমে থাকা গ্লানি, অভিমান, মনের মলিনতা। আবার কখনও ঝলমলিয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্য। তখন এই সদ্যস্নাত পাহাড়ি ক্যানভাস গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, তুলে ধরে তার গাঢ় সবুজ রংপেন্সিল, ঘষে মেজে যায় ক্রমাগত। রং লাগে পথে পথে, বাঁকে বাঁকে।

বর্ষার ছোঁয়ায় যেন অকালে দোলে মেতে ওঠে গোটা চত্বর। ফুল ফুটে থাকে পথের ধারে, কুয়াশা মাখে যেন যৌবনে, মাথা দোলায় কোন সে দখিন হাওয়ায় কে জানে! গায়ে দেয় তার সবথেকে দামি সবুজ আংরাখা। এই রূপের মোহেই ছুটে আসা যায় বাড়ি ছেড়ে, ছুটে আসা যায় হাজার অনিশ্চয়তা জয় করে। ছুটে আসা যায় মায়ার খেলা দেখতে। বর্ষার পাহাড় মায়া জানে। কেয়াফুলের আলোর মতো।

তাই, কেবল কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া অনিশ্চিত বলে, বর্ষার জোঁকের ভয় কিংবা জঙ্গল বন্ধ থাকে বলে পিছপা হওয়ার কোনও কারণ নেই। সন্ধান দিচ্ছি এমন কিছু জায়গার যেখানে যেতে গেলে বর্ষা কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না। শুধু পকেটে একটু নুন নিয়ে, স্লিপারি রাস্তায় একটু বুট জুতো পরে আর ছাতা বা রেইনকোট নিয়ে পৌঁছে যান কালিম্পংয়ের লাভা, রিশপ বা কোলাখাম।

শিলিগুড়ি থেকে গরুবাথান, পাপরখেতি হয়ে লাভার রাস্তা বর্ষাকালেও তুলনামূলকভাবে অনেক স্থিতিশীল। ধস, বন্যার সম্ভাবনা অনেক কম, কারণ এই রাস্তায় পড়বে না কোনও নদী। লাভায় কুয়াশায় মোড়া পাইনের রাস্তা দিয়ে উঠে মনাসটেরির ভেতরের নিস্তব্ধতার মধ্যে সকালে হয়ে যাওয়া বৃষ্টির রেসের টুপটাপের সঙ্গে ওম মণি পদ্মে হুম শুনুন। লাভার রাস্তার কুয়াশায় মোড়া পাইনের সারি সারি অন্ধকার আগলে দাঁড়িয়ে থাকা রাস্তার মুগ্ধতা মাখুন, আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় চেপে যখন ক্ষণিকের বৃষ্টি আসবে, আবার চলেও যাবে, আর চারপাশে সবুজ প্যাস্টেল যখন ঢেলে দিয়ে যাবে শিশুসুলভ চেতনায়, তখন বিস্মিত হন, উচ্ছ্বসিত হন, সঙ্গে পাহাড়ের ঢালের ছোট্ট দোকানে কোনও বইনি বা দাজুর হাতের মোমো খান। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিন, বর্ষার সতেজ গন্ধের সঙ্গে মন ভরে লাভা উপভোগ করুন।

এছাড়া যেতে পারেন লাভা পেরিয়ে কোলাখামে, গুটিকয়েক বাড়ি মিলে একটা রঙিন গ্রাম যেন ঝুলনের সাজে সেজে আছে। পাখির কলকাকলির সঙ্গে মেঘ ফিরে ফিরে আসে এই গ্রামের বাঁকে, উপত্যকার খাঁজে, কিশোরীর গালে বা গৃহস্থের চালে। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বা জল হয়ে নেমে আসে ঝরনার জলে। অসময়ের স্নানে সতেজ হয়ে ওঠে দিগবিদিক। সাদা মেঘ খেলা করে ঢাল বেয়ে, চোখেমুখে ঘর গেরস্থে সবুজালি আমেজ এনে দেয়। মনে হয় শুষ্ক পৃথিবী যেন ক্ষণিকেই সবুজ আংরাখা জড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। কোলাখামের খুব কাছেই ছাঙ্গে ফলস। কিছু সিঁড়ি পেরিয়ে পৌঁছে যাবেন সেখানে। সামান্য ট্রেকিং-এর অনুভূতি থেকেও বঞ্চিত হবেন না কথা দিলাম। বর্ষার ছাঙ্গে ঝরনার ধোঁয়া ওঠা রূপ দেখুন।

আবার চলে যেতে পারেন পাইন বনে মোড়া রিশপ। সেখানে পাইন বনে বনে, মেঘে মেঘে ঘুরে বেড়ান। দেখুন ভোরবেলা দেখা হয়ে যেতে পারে কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে। কোনও বাধার তোয়াক্কা না করে চলে আসুন। শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি রিজার্ভ করে যেমন পৌঁছে যেতে পারেন প্রতিটা জায়গায় ঠিক তেমন একজন কিংবা দুজন মিলে আসতে হলে গ্রামের গাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। তাতে শেয়ার গাড়ি পেতে সুবিধা হবে।

এখনও পর্যন্ত বর্ষার পাহাড় আমার সব থেকে প্রিয়, প্রতিটা ঋতুতে পাহাড়ের আলাদা আলাদা রূপ ফুটে ওঠে একথা সত্যি কিন্তু বর্ষায় একই জায়গা ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন রূপে যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করে তার জুড়ি অন্য যে কোনও কালে মেলা ভার। দেখুন আপনারও একই মত হয় কি না।

(লেখক জটেশ্বরের ট্রাভেল ব্লগার)

কেরল-মেঘালয় এগিয়ে, আমরা পিছিয়েই

দীপ সাহা

কখনও রিমঝিম, কখনও ঝমাঝম। আবার মেঘ কেটে গেলে পাইন বনে হালকা সোনালি রোদের উঁকিঝুঁকি। সবুজে সবুজে পাহাড় দেখে পাগল মন যেন জেগে উঠতে চায় বারবার। হোমস্টে কিংবা রিসর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এমন প্রকৃতিকে উপভোগ করতে চাওয়া বাঙালি বোধহয় কম নেই। কিন্তু সে সুযোগ ক'জনই বা পান!

বাঙালি বরাবরই ভ্রমণপ্রিয়। ছুটি পেলেই 'দে ছুট' অভ্যাসটা বোধহয় তাদের জিনগত। তাই তো পুজো হোক বা শীতের মরশুম- দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্সে তিলধারণের জায়গা থাকে না। উত্তরের কোনায় কোনায় মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে থাকা অফবিট ডেস্টিনেশনগুলোও এখন নেটদুনিয়ার সুবাদে হাতের মুঠোয়। কিন্তু বর্ষায় ব্রাত্য থেকে যায় অধিকাংশই।

কেরল, মেঘালয়, রাজস্থান, গোয়ার মতো রাজ্যগুলি বর্ষাকালীন পর্যটনকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারলেও এখনও অনেকটা পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। বলা ভালো উত্তরবঙ্গ। অথচ ডুয়ার্স হোক বা পাহাড়, বর্ষাকালে যেন স্বর্গ হয়ে ওঠে প্রতিটি এলাকা। বর্ষাকালীন পর্যটন বা মনসুন ট্যুরিজমে উত্তরের সব থেকে বড় অন্তরায় পাহাড়ি পথ। হিমালয়ের পাদদেশে থাকা এই অংশে যেভাবে দিনের পর দিন ধস নামছে, তাতে কালিম্পং এবং সিকিমগামী পথের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। একটু একটু করে রাস্তাটি গিলে খাচ্ছে তিস্তা। ভাবতে অবাক লাগে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ রাস্তাটি বন্ধ পড়ে থাকলেও সেটির স্থায়ী সমাধানে এগিয়ে আসছে না কোনও সরকারই। উত্তরের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যটনকে বাঁচাতে সরকারের উদাসীনতা সত্যিই পীড়া দেয়।

উত্তরবঙ্গে পর্যটনের মূলত দুটি মরশুম ধরেন ব্যবসায়ীরা। এক- 'পিক সিজন', দুই- 'অফ সিজন'। গত কয়েক বছরে সেই ধারণাটা বদলে গিয়েছে অনেকটাই। দুই সিজনের মাঝে মাথা তুলতে শুরু করেছে 'লো সিজন', অর্থাৎ বর্ষার মরশুম। কেন লো সিজন? পর্যটন ব্যবসায়ীদের ব্যাখ্যা, কিছু ভ্রমণপিপাসু মানুষ রয়েছেন, যাঁরা বর্ষাকেই বেশি উপভোগ্য মনে করেন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, বর্ষার মরশুমকে আগে সেভাবে গুরুত্বই দেওয়া হত না। ফলে সেইসময় লোকসান অবধারিত জেনে মাস তিনেকের জন্য কর্মী ছাঁটাই করতেন হোটেল কিংবা হোমস্টে মালিকরা। এখন সেখানেই অল্প হলেও পর্যটক আসছেন উত্তরে। তাই লাভ আর লোকসানের মাঝে দাঁড়িয়ে ব্যবসাটাকে টিকিয়ে রাখার মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেজন্যই নাম দেওয়া হয়েছে 'লো সিজন'।

বর্ষাকালে ভারতের সেরা দশটি ভ্রমণস্থানে একেবারে শুরুর দিকে থাকে গোয়া, কেরলের মুন্নার, আলেপ্পি, কর্ণাটকের কুর্গ, মেঘালয়ের শিলং, চেরাপুঞ্জি, মহারাষ্ট্রের লোনাভলার মতো জায়গাগুলি। ইদানীং সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছে উত্তরের দার্জিলিংও। কিন্তু তা নিয়ে সেই অর্থে প্রচার নেই।

কেরলে বর্ষা সত্যিই সুন্দর। বিশেষ করে মুন্নারে। পাহাড়ি ঢালে সুন্দর সাজানো সবুজ গালিচা। একেবারে ছবির মতো। একঝলকে দেখলে মিল খুঁজে পেতে পারেন আমাদের দার্জিলিং পাহাড়ের মিরিকের সঙ্গে। বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে দুটি পাতা-একটি কুঁড়ির রাজ্য। মেঘ-রোদ্দুরের খেলায় অমায়িক হয়ে ওঠে পাহাড়ি পথ। আর তা উপভোগ করতেই বর্ষায় ভিড় জমাট বাঁধে মুন্নারে। সেই ভিড়টাই দার্জিলিং, মিরিক কিংবা উত্তরের অন্যত্র দেখা যায় না কেন? আক্ষেপ ঝরে পড়ে পর্যটন ব্যবসায়ীদের গলায়।

কথা হচ্ছিল পর্যটনোদ্যোগী রাজ বসুর সঙ্গে। অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা টানতে গিয়ে তিনি তুলে ধরছেন সদিচ্ছা ও সহযোগিতার অভাবকেই। তাঁর কথায়, 'কেরল, মেঘালয়ের মতো রাজ্যগুলিকে বর্ষাকালীন পর্যটনকে একটা মরশুম হিসেবেই ধরা হয়। সরকার নানাভাবে পর্যটন ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার চেষ্টা করে।'

উত্তরের বর্ষাকালীন পর্যটনকে জনপ্রিয় করতে রাজ্য সরকারের কাছে মনসুন ট্যুরিজম বোর্ড গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তা গড়ার ব্যাপারে এখনও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। পর্যটন ব্যবসায়ী ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টা না হলে এখানে বর্ষাকালীন পর্যটনকে জনপ্রিয় করা সম্ভব নয় বলে মত আরেক পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের।

তবে এটা ঠিক, সাধারণ পর্যটকদের মধ্যেই বর্ষার উত্তরবঙ্গ নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে। তাই ছবিটা খানিক হলেও বদলেছে। গত দশ বছরে একটু একটু করে বাড়ছে পর্যটকের আনাগোনা। হিসেব বলছে, উত্তরে গ্রাফটা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। এখন তা ২০-২৫ শতাংশে এসে ঠেকেছে। তবে, অনেকটা পথ যাওয়া বাকি।

বর্ষাকালীন পর্যটনকে জনপ্রিয় করার সব থেকে সহজ পন্থা হল, 'ডিসকাউন্টেড অফার' অর্থাৎ ছাড়ে ঘোরার সুযোগ করে দেওয়া। খরচ অল্প, কিন্তু ঘোরার সুযোগ বেশি। এই পথেই কিন্তু দিশা দেখেছে কেরল, গোয়া, মেঘালয়। অর্থাৎ সিজন টাইমে একদিনে যা খরচ হয়, সেখানে সেই খরচেই বর্ষাকালে কাটিয়ে দেওয়া যায় তিনদিন। উত্তরের ব্যবসায়ীরা অবশ্য এভাবে ভাবতে শেখেননি এখনও। তাই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের লোভে বর্ষাকালের গোটা মরশুমটাই হাতছাড়া করে ফেলেন অনেকে। কালিম্পংয়ের হোমস্টে মালিক রীতা সুব্বা অবশ্য ইদানীং বুঝতে পেরেছেন। তাই মরশুমের প্রায় অর্ধেক খরচে বর্ষাকালে থাকার সুবন্দোবস্ত করেছেন তাঁর হোমস্টে-তে। কিন্তু এবছর লাভের লাভ আর কিছু হল না। হতাশ রীতা বলছেন, 'প্রায় এক মাস হতে চলল, জাতীয় সড়ক খারাপ। গরুবাথান-লাভার রাস্তা অবশ্য খোলা ছিল। প্রথমদিকে বেশ সাড়া পেয়েছিলাম। পর্যটকও আসছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী

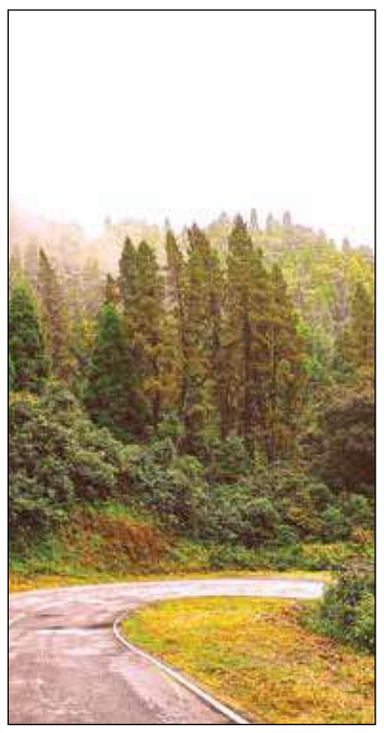

পরামর্শ দিয়েছিলেন পাহাড়ে না আসার। তারপর থেকেই ভাটা। দিন পনেরো হল, মাত্র দুজন এসে থেকেছেন হোমস্টে-তে।'

বর্ষার মরশুম অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর বন্ধ থাকে উত্তরের জঙ্গল। তাই ডুয়ার্সের পথেও সেভাবে পা বাড়ান না পর্যটকরা। এবার অবশ্য বর্ষায় ডুয়ার্সকে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছিল উত্তরের পর্যটন মহল। কলকাতায় সদ্য অনুষ্ঠিত ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ারে 'বর্ষায় ডুয়ার্স' প্রচারে শামিল হয়েছিল তারা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার প্রভাব চোখে পড়েনি।

আর পাঁচটা রাজ্যের মতো আমাদের এখানেও নাম কা ওয়াস্তে পর্যটনমন্ত্রী আছেন বটে। কিন্তু তাঁর নাম কী, জানতে চাইলে অনেকেই হয়তো হোঁচট খাবেন। কারণ ইন্দ্রনীল সেন পর্যটনমন্ত্রী হওয়ার পর এতটাই ব্যস্ত যে, মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে গান শোনাতে শোনাতে তিনি আর ফুরসতই পান না। তাই বাংলার পর্যটনশিল্পে জোয়ার আনতে নতুন ভাবনাও আসে না তাঁর মাথায়।

আমার খুব সন্দেহ জাগে, উত্তরের পর্যটন মানচিত্র নিয়ে মন্ত্রীমশাইয়ের স্বচ্ছ ধারণা আছে কি না। কারণ কলকাতা কিংবা এরাজ্যের বাইরের বহু মানুষ মনে করেন, উত্তরের পর্যটন শুধু দার্জিলিং আর কালিম্পংকেন্দ্রিক। মন্ত্রীমশাইও যদি তেমনটা ভেবে থাকেন, একটুকুও অবাক হব না। আসলে, চেনাপরিচিত দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের বাইরে এখন উত্তরের পর্যটনের বিশাল জগৎ। মণিমুক্তোর মতো সব ছড়িয়ে। প্রকৃতি যেন উদার সর্বত্র। সেই জায়গায় পর্যটনে গতি আনতে চাই সঠিক ভাবনা ও তার প্রয়োগ।

কালিম্পংয়ের রাস্তা খারাপ আর ধস নামছে বলে সবাইকে পাহাড়ে যেতে মানা করা যতটা সহজ, ঠিক ততটাই কঠিন নতুন ভাবনায় পর্যটনশিল্পকে জাগিয়ে তোলা। 'কেরল, মেঘালয় পারলে আমরা কেন নয়'- এই জেদটা যতদিন না চাগাড় দিয়ে উঠবে, ততদিন গতেধরা পর্যটনের বাইরে বেরোতে পারবে না উত্তরবঙ্গ। আর অর্থনীতিও থিতু হয়ে পড়বে ক্রমাগত।

আশা করি, মন্ত্রী মহোদয়রা এবার একটু ভেবে দেখবেন।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

সীমান্ত বন্ধ, ব্যবসায় ক্ষতি

ফুলবাড়িতে দাঁড়িয়ে কয়েকশো ট্রাক, উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ২০ জুলাই : কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে উত্তাল বাংলাদেশ। পড়শি দেশটির অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য ফুলবাড়ি-বাংলাবান্ধা সীমান্ত হয়ে ব্যবসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। শনিবার ভারত থেকে একটিও বোল্ডারবোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে যায়নি। ফুলবাড়ি সীমান্তে কয়েকশো ট্রাক বর্তমানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা করছে ব্যবসায়িক মহল।

ফুলবাড়ি স্থলবন্দর সূত্রে খবর, বাণিজ্য বন্ধ থাকায় প্রতিদিন প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে কবে সীমান্ত দিয়ে ফের ট্রাক চলাচল শুরু হবে, তা জানা নেই কারও। এর জেরে সমস্যায় পড়েছেন সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের চালক ও মালিকরা। তবে ব্যবসা বন্ধ থাকলেও এদিনও ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে দুই দেশের মধ্যে শতাধিক সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ি হয়ে বাংলাদেশে শেষবার বোল্ডারবোঝাই ট্রাক চলাচল করেছিল। ওইদিন ২৩৪টি ট্রাক বাংলাদেশে গিয়েছিল। শুক্রবার নিয়ম মেনে সীমান্ত বন্ধ ছিল। তবে বৃহস্পতিবার যেসব ট্রাক পড়শি দেশে গিয়েছিল, শুক্রবার বিকেলের মধ্যে সবগুলি এদেশে ফিরে আসে। অন্যদিন ফুলবাড়ির ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের আধিকারিকদের কাজের চাপ এতটা থাকে যে, প্রায় প্রত্যেককে নাওয়াখাওয়া ভুলতে হয়। কিন্তু সেখানে এদিন ছিল ভিন্ন চিত্র। আধিকারিকরা বসে থাকলেও কোনও কাজ ছিল না। ফুলবাড়ি কাস্টমসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট রমাকান্ত গিরির কথায়, 'প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৫০ ট্রাক এই সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশ যায়। এমনও হয়েছে, সকাল ৮টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে প্রায় ৪৫০ ট্রাক বাংলাদেশে গিয়েছে। সেখানে এদিন একটিও ট্রাক যায়নি। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে জানি না।'

বোল্ডারবোঝাই করে দাঁড়িয়ে থাকলেও ট্রাক না চলায় চালকরা সমস্যা পড়েছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশের অনেক ট্রাক ফুলবাড়ি দিয়ে নেপালে যায়। বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে ব্যবসাও বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে অধিকাংশ ভুটানের ট্রাক বোল্ডার নিয়ে বাংলাদেশে যায়। ভুটান নম্বরের ছয় চাকার ডাম্পারে বোল্ডারবোঝাই করে শুক্রবার বিকেল থেকে সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চালক সামেল সার্কি। তাঁর কথায়, 'ভেবেছিলাম বোল্ডার রপ্তানি করে রবিবারের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসব। কিন্তু এখানে যে কতদিন এভাবে আটকে থাকতে হবে জানি না।' বাহাদুর দেওবা নামে অপর এক ডাম্পার মালিকের বক্তব্য, 'বাংলাদেশের যা অবস্থা তাতে খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। পরিস্থিতি খারাপ হলে বোল্ডার নিয়ে ফিরে যাব।' ভুটানের ট্রাকচালকরা ইতিমধ্যে ফুলবাড়ির আশপাশের বিভিন্ন লজ ভাড়া করে নিয়েছেন। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, সেদিকেই তাকিয়ে ব্যবসায়িক মহল। অন্যদিকে, এদিন ভারত থেকে ৭৩ জন বাংলাদেশে যান। সেদেশ থেকে ১২৭ জন ভারতে এসেছেন। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে ব্যবসায়ীরা।

ফুলবাড়ি-বাংলাবান্ধা সীমান্ত হয়ে ব্যবসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। শনিবার ভারত থেকে একটিও বোল্ডারবোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে যায়নি।

চুরির অভিযোগের পরেও নিষ্ক্রিয় পুলিশ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২০ জুলাই : নকশালবাড়িতে পরপর চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের কথায়, থানায় চুরির অভিযোগ দায়ের করার পরেও পুলিশের কোনও হেলদোল নেই। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেও তদন্তে যেতে চাইছে না পুলিশ।

শুক্রবার রাতে কিলারামজোতের বাসিন্দা সাগর ছেত্রীর বাড়ির তালা ভেঙে জিনিসপত্র সহ টাকাপয়সা চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। শনিবার নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সাগর। সাগর জানান, বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীদের দল বাড়ির তিনটে তালা ভেঙে কাঁসার বাসনপত্র চুরি করে পালায়।

কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় একটি মন্দিরের জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায়। যা এখনও পুলিশ উদ্ধার করেনি বলে স্থানীয়রা জানান। কেটুগাবুরজোতে গত সোমবার রাতে সিরাজুল হকের বাড়িতে তালা ভেঙে চোরের দল ঢোকার চেষ্টা করে। সেইসময় তালা ভাঙার শব্দ পেয়ে সিরাজুল উঠে বাইরে বেরিয়ে এলে চোর পালিয়ে যায়। সেই রাতে কেটুগাবুরজোত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা ভেঙে জিনিস চুরি হয়। তবে চুরির বিষয়ে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

চুরি কাণ্ড

- নকশালবাড়ির বিভিন্ন মন্দির, বাড়ি, দোকানে চুরি
- অভিযোগ দায়েরের পরও পুলিশ পদক্ষেপ করেনি
- সেকারণে এলাকায় ক্ষোভ

সপ্তাহখানেক আগে রথখোলার দোকানদার তাপস শীলের লোহার দোকান থেকে পিকআপ ভ্যানে করে দুষ্কৃতীরা লক্ষাধিক টাকার জিনিস নিয়ে যায়। সেই ঘটনায় জড়িত একজনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পেরেছে পুলিশ। ১৫ জুলাই তোতারামজোতে আমিরুল হোসেনের বাড়িতে দিনদুপুরে তালা ভেঙে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। নকশালবাড়ি উত্তর স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা সীতারাম পাসোয়ান সাইকেল রেখে ব্যাংকের ভেতরে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে সাইকেল দেখতে পাননি। ২ জুলাই ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি থানার সামনে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সামনে। সীতারামের অভিযোগ, 'থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরেও পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্তের জন্য আসেনি। অথচ গোটা ঘটনা ব্যাংকের সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়ে আছে। ১৫ দিন পেরিয়ে গিয়েছে, পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। ২৫ জুলাই আমি দার্জিলিং পুলিশ সুপারকে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু সেখান থেকেও আমি কোনও সাহায্য পাইনি।' পুলিশ অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে কেন? নকশালবাড়ি থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পরপর চুরির ঘটনার সঙ্গে বিহারের গ্যাংয়ের যোগাযোগ রয়েছে। অভিযোগ পেলেও তাই অন্য রাজ্যে গিয়ে তদন্ত করতে চাইছেন না অনেক অফিসার।

নার্সিং কলেজ ঘিরে আরও জটিলতা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শুক্রবারের পর শনিবারও শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি নার্সিং ট্রেনিং কলেজ ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত রইল। শুক্রবার কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে সেখানকার ছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এদিন শিলিগুড়ি জানালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন কলেজের সভাপতি সুকান্ত মণ্ডল। সেখানে তিনি দাবি করেন, 'উপযুক্ত নথি সহ কলেজ পরিচালনা করা হচ্ছে। কোনও দুর্নীতির বিষয় নেই।' যদিও বৈঠকের খবর পেয়ে জানালিস্টস ক্লাবে এসে হাজির হয় ছাত্রীদের একটি দল। ক্লাবের বাইরে সুকান্তর সঙ্গে তাঁদের বচসায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এরপর ছাত্রীদের দলটি নিউ জলপাইগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়। যদিও এ বিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এদিন ক্লাবের বাইরে জমা হয়ে সভাপতির বক্তব্য খারিজ করে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পালটা প্রতারণার অভিযোগে সরব হন ছাত্রীরা। পায়েল শিকারা নামে এক ছাত্রীর অভিযোগ, 'ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল (আইএনসি)-এর অনুমোদন রয়েছে বলে আমাদের ভর্তি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভর্তি হওয়ার পর জানতে পারি, কলেজের সেরকম কোনও অনুমোদন নেই।' শিখা শীলের অভিযোগ, 'আমরা প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারার পর থেকেই আমাদের প্র্যাকটিকাল ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হস্টেলের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।' একই বক্তব্য সুনন্দা টোপ্পো, নাজরা পারভিনের মতো অন্য ছাত্রীদের।

তবে সুকান্তর জবাব, 'এই ধরনের কলেজ চালাতে গেলে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল (ডব্লিউবিএনসি) এবং স্বাস্থ্য ভবনের অনুমোদন থাকলেই চলে। আমার কাছে সেগুলো রয়েছে।' এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি ডব্লিউবিএনসি দেখে। খোঁজ না নিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

নার্সিং ট্রেনিং কলেজের সভাপতির সঙ্গে বচসায় ছাত্রীরা। শনিবার।

স্কুল পড়ুয়া নিখোঁজ

চাকুলিয়া, ২০ জুলাই : অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়া নিখোঁজে চাঞ্চল্য ছড়াল। তার নাম সাকিব রাজা (১৪)। বাড়ি চাকুলিয়া থানার ভেলাগাছিতে। সে চাকুলিয়া হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। স্থানীয় সূত্রে খবর, পারিবারিক অসচ্ছলতায় পড়াশোনার পাশাপাশি সাকিব চাকুলিয়া বাজারে এক দোকানে কাজ করত। শুক্রবার টিউশনি পড়ার জন্য সে সকাল সাতটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। টিউশনি পড়ার পর স্কুলে না গিয়ে সে চাকুলিয়া বাজারে যায়। পরিবারের দাবি, ওইদিন দুপুর বারোটা নাগাদ চাকুলিয়া বাজার থেকে সে নিখোঁজ হয়। রাতভর নানা জায়গায় খোঁজখবর করে না পেয়ে শনিবার চাকুলিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সাকিবের বাবা মোজাফফর হোসেনের আশঙ্কা, ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে।

সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উমর আলির কথায়, 'পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। চাইল্ডলাইনের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তাদেরও বিষয়টি জানানো হয়েছে।' দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

২ কিশোর উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২০ জুলাই : ঘোষপুকুরে বেসরকারি স্কুলের হস্টেল থেকে পালিয়ে যাওয়া দুই কিশোরকে পুলিশ উদ্ধার করল। ১১ এবং ১২ বছরের দুই কিশোর শনিবার ওই হস্টেল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। তাদের একজন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কান্তিভিটা এবং অপরজন জলপাইগুড়ি জেলার বাগ্রাকোটের বাসিন্দা। শনিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ হস্টেলের তরফে ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই পুলিশ নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। বিভিন্ন চা বাগানে ড্রোন ওড়ানো হয়। এদিন দুপুর প্রায় ৩টে নাগাদ স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ ফাঁসিদেওয়া এলাকা থেকে নিখোঁজদের উদ্ধার করে। এদিনই বিকেলে ওই কিশোরদের সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, দুই কিশোরের পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়।

প্রশাসনিক বৈঠক

ইসলামপুর, ২০ জুলাই : ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে রিভিউ মিটিং করলেন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা। শনিবার দুপুরে মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিবেকানন্দ সভাগৃহে বৈঠক বসে। সেখানে জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ, ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জবি থমাস সহ মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের বিডিও এবং অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে জেলা শাসক জানিয়েছেন, এদিন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া ভারী বৃষ্টিপাত হলে পরিস্থিতি সামলানোর জন্য বিডিওদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়।

unesco

Ministry of Culture
Government of India

ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হল নতুন অধ্যায়

৪৬তম
ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির অধিবেশনের উদ্বোধন করবেন

নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী

২১ জুলাই ২০২৪ সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : ভারত মণ্ডপম, নয়া দিল্লি

পুণ্য উপস্থিতিতে

ডঃ সুব্রহ্মণ্যম জয়শংকর
বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী

গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত
সংস্কৃতি এবং পর্যটন মন্ত্রী

অড্রে আজুলে
ডিরেক্টর জেনারেল, ইউনেসকো

রাও ইন্দরজিৎ সিং
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী (আইসি), পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ, যোজনা মন্ত্রক এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ঘটনাবলির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রদর্শনী পুনঃভাষণের উপরে : ধনসম্পদ ফেরত। আয়ুর্বেদ, ভারতে ডিজিটাল নতুনত্ব এবং অবিশ্বাস্য ভারত
ভারতে নির্বাচিত বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলে চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা

২১ থেকে ৩১ জুলাই ২০২৪

৪৬তম বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির আলোচ্য বিষয়বস্তু

- ১৫০টির বেশি দেশের প্রতিনিধিদল
- বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় নতুন মনোনয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- ১২৪টি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থলের জন্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের পর্যালোচনা
- বিশ্ব ঐতিহ্য তহবিলের পর্যালোচনা এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যের উপর সিদ্ধান্ত
- ৩০টির বেশি আন্তর্জাতিক পার্শ্ব ঘটনাবলি এবং প্রদর্শনী

ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

CBC 09101/13/0004/2425

ধৃত দুই নেপালি নাগরিকও

পানিট্যাঙ্কিতে ফের গ্রেপ্তার পাকিস্তানি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২০ জুলাই : খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে ভারত-নেপাল সীমান্তে ফের গ্রেপ্তার এক পাকিস্তানি নাগরিক। তার সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই নেপালি নাগরিককেও। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল পাকিস্তানের মরদানের বাসিন্দা সইফ উল্লাহ এবং মনবাহাদুর থাপা ও মেঘাবাহাদুর থাপা নেপালের বাসিন্দা। শুক্রবার বিকেলে সীমান্তে প্রহরারত এসএসবি জওয়ানরা নেপাল থেকে আসা একটি চারচাকার ছোট গাড়ি আটক করে তাদের গ্রেপ্তার করে। সইফ উল্লাহর কাছে পাসপোর্ট থাকলেও ভারতে ঢোকার ভিসা ছিল না।

ধৃতদের শুক্রবার ভোররাতে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। পুলিশ জানায়, সইফের দুবাইতে একটি নিরাপত্তা সংস্থা রয়েছে। নেপালের ওই দুজনের সঙ্গে তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থায় কর্মী নিয়োগের ইন্টারভিউ নিতে সইফ নেপালে এসেছিল। সেখানে গাড়ি খারাপ হওয়ায় সেটি মেরামত করতেই সীমান্ত পেরিয়ে তারা ভারতে ঢুকেছিল বলে এসএসবি দাবি করেছে। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। বিচারক তাদের তিনজনকেই জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্রায় আট মাস আগে অর্থাৎ ২০২৩ সালের শেষদিকে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ছেলে সহ এক পাকিস্তানি মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এদিন গ্রেপ্তার হওয়া সইফ সত্যিই ভাড়ার ছোট গাড়িটি মেরামত করাতে ভারতে ঢুকেছিল, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশও বিষয়টিকে উড়িয়ে দেয়নি। এ ব্যাপারে তারাও খোঁজখবর করছে বলে জানিয়েছে। ধৃতদের শুক্রবার রাতভর জেরা করে এসএসবি সহ বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা এজেন্সি ও ভারতীয় গোয়েন্দারা। পুলিশও তাকে রাতেই কয়েক দফায় জেরা করে।

এদিন খড়িবাড়ি থানা থেকে শিলিগুড়ি আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সইফ জানায়, সে স্বেচ্ছায় মেচি সেতু পার করে ভারতে ঢোকেনি। সেতুর উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ি বিকল হওয়ায় এসএসবি আধিকারিকরা তাকে পরিচয়পত্র দেখতে কাছে ডাকেন। সে যেতেই এসএসবি আটক করে। খড়িবাড়ি পুলিশ শনিবার দুপরেও ধৃতদের জেরা করে। পরে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠায়। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনতোষ সরকার জানান, বিচারক ধৃত পাকিস্তানি সইফ উল্লাহ সহ মনবাহাদুর থাপা ও মেঘাবাহাদুর থাপাকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশের একাংশের দাবি, ধৃত মনবাহাদুর ও মেঘাবাহাদুর আদতে সইফের দুবাইয়ের নিরাপত্তা সংস্থার জন্য নেপালের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে কর্মী সংগ্রহ করত। তারপর তাদের দুবাইয়ে পাঠাত। তারা মূলত সইফের এজেন্ট।

যেহেতু ভারত-নেপাল সীমান্তগুলিতে দুই দেশের মধ্যে চলাচলের জন্য বাসিন্দাদের কোনও পাসপোর্ট-ভিসার প্রয়োজন পড়ে না, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেকে ভিনদেশি নাগরিকদের এইসব সীমান্তগুলি দিয়ে হামেশাই ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এদিন সেভাবেই সইফ উল্লাহকে ভারতে প্রবেশ করানোর উদ্দেশে সীমান্তে নিয়ে আসা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ সহ সমস্ত নিরাপত্তা এজেন্সি। ভারতে ঢোকার ভিসা না থাকায় সইফ উল্লাহকে ও তাকে সহযোগিতা করায় মনবাহাদুর থাপা ও মেঘাবাহাদুর থাপাকে গ্রেপ্তার হতে হয় বলে এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে।

নানা জল্পনা

- নেপালের দুজনের সঙ্গে সইফের ব্যবসায়িক সম্পর্ক
- নিরাপত্তা সংস্থায় কর্মী নিয়োগের ইন্টারভিউ নিতে সইফ নেপালে
- গাড়ি খারাপ হওয়ায় মেরামত করতেই সীমান্ত পেরিয়ে ওরা ভারতে, দাবি এসএসবি'র
- সইফ জানায়, সে সেতুর উপরে দাঁড়িয়ে ছিল
- এসএসবি আধিকারিকরা পরিচয়পত্র দেখতে কাছে ডাকেন, তারপর আটক

বাড়ছে নকল বিদেশি মদের কারখানা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : পড়শি রাজ্যে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞাই কি উত্তরবঙ্গে নকল মদ তৈরির বাড়বাড়ন্তের কারণ? প্রাথমিক তদন্ত কিন্তু সেটাই বলছে। উত্তরে নকল বিদেশি মদের চল্লিশটি কারখানার হদিস মিলেছে গত দু'বছরে। আবগারি দপ্তর সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, মোট কারখানার সত্তর শতাংশই জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার। কারখানার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদপর্বে বিহারে নিষেধাজ্ঞার ইস্যুটি সামনে এলেও শহরে যে সেই মদ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না, সেব্যাপারে নিশ্চিত নন আবগারি কিংবা পুলিশকর্তারা।

জলপাইগুড়ি এক্সাইজ ডিভিশনের অ্যাডিশনাল এক্সাইজ কমিশনার সুজিত দাস বলছিলেন, 'নকল মদ বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে। তাই এব্যাপারে সচেতন থাকা প্রয়োজন।' একই কথা প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের। সম্প্রতি প্রধাননগর থানা এলাকার কড়াইবাড়িতে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নকল মদ উদ্ধার হয়। সেখানে থেকে মদ তৈরির সামগ্রীও পাওয়া গিয়েছে। আইসি'র বক্তব্য, 'বিশেষ ফ্লেভার ব্যবহার করে নকল মদে আসলের গন্ধ তৈরি করা হচ্ছে। এটা শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।'

শহর শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকায় গত তিন মাসে তিনটি নকল মদের কারখানার হদিস মিলেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, বাড়ি কিংবা গোডাউন ভাড়া নিয়ে চালানো হচ্ছে কারখানা। নকল মদের পাশাপাশি মদের বোতল, প্রচুর পরিমাণ লেবেল ও হলোগ্রাম উদ্ধার হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, 'এই লোগো এবং হলোগ্রাম আসছে কোথা থেকে?'

সম্প্রতি কড়াইবাড়িতে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নকল মদ।

অ্যাডিশনাল এক্সাইজ কমিশনারের বক্তব্য, 'তদন্তে দেখা যাচ্ছে, লোগো ও হলোগ্রামের একাংশ পাটনা থেকে এলেও বেশিরভাগটাই আসছে কলকাতা থেকে। তবে এখনও পুরো বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ।'

নকল মদের কারবারে যে বোতল ব্যবহার করা হচ্ছে, তার খোঁজ করতে গিয়ে উঠে আসছে বিপজ্জনক তথ্য। মূলত কাবাড়িতে যাওয়া মদের বোতলই ধুয়েমুছে নতুনভাবে ব্যবহার করা হয় সেখানে। উত্তরবঙ্গজুড়ে বেআইনি কারখানা চালানোর ধরন প্রায় একইরকম। কারবারিরা খুব অল্প সময়ের জন্য কোনও একটা জায়গায় ভাড়া নেয়। সর্বোচ্চ পনেরো দিনের জন্য। এক-দুই ট্রিপ মদের বোতল পাঠানোর পরেই পরিবর্তন করা হয় জায়গা। প্রধাননগর থানা এলাকায় যে নকল মদ উদ্ধার হয়েছে, সেখান থেকেও একবার ট্রিপ হয়েছে। দ্বিতীয় ট্রিপ দেওয়ার ঠিক আগেই অভিযান।

নকল মদ বিহারে ঢুকছে কোন পথে? মূলত তিনটে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে এক্ষেত্রে। এক, ক্যারিয়ারের মাধ্যমে। দুই, পণ্যবাহী গাড়িতে পণ্যের আড়ালে এবং তিন, যাত্রীবাহী গাড়িতে ব্যাগে ভরে। পুলিশ সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, নকল হলেও ওই মদের দাম আসলের মতোই।

একের পর এক নকল মদের কারখানা গজিয়ে ওঠা যথেষ্ট আশঙ্কার, বলছে চিকিৎসক মহল। চিকিৎসক শঙ্খ সেনের কথায়, 'মিথাইল যদি থাকে, তাহলে অন্ধত্ব, কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া এবং এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।' আবগারি কর্তা আশ্বাস দিয়েছেন, 'আমরা সর্বত্র কড়া নজরদারি চালাচ্ছি। সবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

কালা কারবার

- বাড়ি কিংবা গোডাউন ভাড়া নিয়ে চলছে কারখানা
- লোগো ও হলোগ্রামের একাংশ পাটনা থেকে, তবে বেশিরভাগটাই কলকাতার
- কাবাড়িতে যাওয়া মদের বোতল ধুয়েমুছে ব্যবহার
- নকল মদ বিহারে ঢুকছে বিভিন্ন পথে
- নকল হলেও মদের দাম আসলের মতোই

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রোপণচিত্র।। আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরিতে। শোভন দেবনাথের ক্যামেরায়।

গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

ফাঁসিদেওয়া, ২০ জুলাই : চারচাকা যাত্রীবাহী গাড়ির ছাদে গোপন চেম্বার বানিয়ে কোচবিহার থেকে মালদায় গাঁজা পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বাসিন্দা বছর চব্বিশের সামিরুল মিয়াঁ ও বছর আঠাশের সফিউদ্দিন মিয়াঁ। ওই গাড়িটি থেকেই ৫৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক ধৃতদের ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

শনিবার ঘোষপুকুর ফাঁড়ি ও বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের যৌথ অভিযানে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পশ্চিম মাদাতি টোল প্লাজার কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সন্দেহজনক চারচাকার গাড়িটি আটক করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। তুফানগঞ্জ থেকে মালদায় পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। সূত্রের খবর, ধৃতদের জেরা করে বেশ কিছু অভিযুক্তের নাম মিলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, চক্রে জড়িত বাকিদের শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে। এদিনই তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের ১৪ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঝুলন্ত দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ২০ জুলাই: তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। শনিবার বিকেলে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের রহমুজোতের ঘটনা। মৃতের নাম গৌতম রায় (১৮)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা।

পুরোনো সামগ্রী কেনাবেচার অ্যাপে সাবধান

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই: পুরোনো সামগ্রী কেনাবেচার অ্যাপ থেকে মোবাইল কিংবা ইলেক্ট্রনিক কোনও জিনিস কিনছেন? সেটা আবার চুরির কোনও জিনিস নয়তো? সম্প্রতি শহর শিলিগুড়িতে আট হাজার টাকা দিয়ে এরকমই একটি মোবাইল কিনেছিলেন শিলিগুড়ির এক ব্যক্তি। যদিও মোবাইল কেনার কয়েকদিন পরেই হাজির পুলিশ। ওই মোবাইল আসলে চুরির। পুলিশের কাছ থেকে এমন তথ্য শুনে মাথায় হাত পড়ে গিয়েছিল ওই ব্যক্তির। তবে শুধু এরকম খপ্পরে পড়া মানুষজনই নয়, প্রকৃত দুষ্কৃতীকে ধরতে গিয়ে মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে পুলিশ প্রশাসনেরও। গত কয়েক মাস ধরেই বিভিন্ন চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে এমনই ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ছেন ওই চুরির জিনিস কেনা মানুষজনও।

সম্প্রতি মাটিগাড়া এলাকাতেই রাতে একটি মলে যাওয়ার জন্য এক ক্রেতা উঠেছিলেন এক টোটোচালকের গাড়িতে। ওই টোটোচালক জানালেন, ওই মলে যাওয়ার আগে সে একটি অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়ায়। সেখানে ওই যাত্রী বলে, বাড়িতে মা ও দিদি রয়েছে। মোবাইলে চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা বলে সে টোটোচালকের কাছ থেকে মোবাইল নেয়। এরপর কথা বলতে বলতে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে যায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আর না বেরোনোয় ওই টোটোচালক অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকে বুঝতে পারে, আসলে তাঁর যাত্রী চোর ছিল। মোবাইল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে এরপরেই তদন্তে নামে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। মোবাইলের খোঁজ করতে করতে শিলিগুড়ির এক ব্যক্তিকে আটক করে। যদিও ওই ব্যক্তি জানায়, তিনি জিনিসপত্র বিক্রি ও কেনার একটি অ্যাপ থেকে ওই মোবাইলটি পেয়েছেন।

শুধু এই একটা ঘটনাই নয়, মাসকয়েক আগে একাধিক ক্যামেরার চুরির তদন্ত করতে গিয়ে এই ধরনের ফন্দির বিষয়টাই সামনে আসে। পুলিশ সূত্রে খবর, এক্ষেত্রে ওই দুষ্কৃতীরা সাধারণত জিনিসপত্র বিক্রি ও কেনার অ্যাপে যোগাযোগের যে নম্বর দিচ্ছে, সেটা বিক্রির পরেই ডিলিট করে দিচ্ছে। এমনকি চুরি করা জিনিসও সরাসরি দিতে আসছে না ওই দুষ্কৃতী। এই পরিস্থিতিতে ওই দুষ্কৃতীকে ধরা যথেষ্ট দুষ্কর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলছেন, 'দুষ্কৃতীরা নতুন নতুন ফন্দি তৈরি করলেও, পুলিশ সবসময়ই এসব ব্যাপারে সচেতন রয়েছে। তাদের ফন্দি ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আমাদের রয়েছে।' এছাড়াও শহরবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেন, 'অনলাইন ট্রানজ্যাকশন কিংবা অনলাইন পার্চেজের ব্যাপারে আপনারা সচেতন থাকুন।'

হার ছিনতাই করে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : ইসকন রোডে অসুস্থ হয়ে রাস্তায় বসে পড়া ব্যক্তির গলা থেকে হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ জানিয়েছে, মহম্মদ আধাস নামে ওই ব্যক্তি ঝংকার মোড় এলাকার গোয়ালাপট্টির বাসিন্দা। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে ২০ গ্রাম ওজনের সোনার হার উদ্ধার করেছে। শুক্রবার রাতে সেবক রোড থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্প্রতি দোকান থেকে ইসকন রোড হয়ে হেঁটে দুপুরের দিকে বাড়ি ফেরার সময় একজন অসুস্থ বোধ করেন। শরীর খারাপ লাগায় তিনি রাস্তার ধারে নর্দমায় পড়ে যান। পরে কোনওমতে নর্দমা থেকে উঠে তিনি রাস্তার ধারে বসেন। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ওই ব্যক্তিকে সহযোগিতার জন্য কেউ সেই সময় এগিয়ে আসেননি।

এর মধ্যেই সুযোগ বুঝে মহম্মদ আধাস ওই ব্যক্তির গলায় থাকা সোনার হার ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজে সবকিছু দেখে ওই ব্যক্তির স্ত্রী ১৭ জুলাই ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে ভক্তিনগর থানার এসআই ইয়োগেল লেপচার নেতৃত্বে ভক্তিনগর থানার পুলিশ তদন্তে নামে। তদন্তে নেমে মহম্মদ আধাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আধাস ইসকন রোড সংলগ্ন একটি দোকানে কাজ করে। লোভের বশেই সে ওই কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, পুলিশ সন্ধ্যায় ওই পরিবারটিকে সোনার হার ফিরিয়ে দেয়।

স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ পরিদর্শনে জয়ন্ত, শিখা

এনজেপিতে মনীষীদের মূর্তি

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি জংশন রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে কয়েক মাস আগে। শনিবার কাজের অগ্রগতি দেখতে এলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন সাংসদ ও বিধায়ক। তারপর আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে স্টেশন চত্বর ঘুরে দেখেন তাঁরা। কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্রকুমার চৌধুরী, নিউ জলপাইগুড়ি শাখার এডিআরএম সঞ্জয় চিলওয়ারওয়ার সহ পদস্থ আধিকারিকরা ছিলেন।

সকালে প্রথমে ন্যারোগেজ প্ল্যাটফর্মের একটি ঘরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন জয়ন্ত। এরপর স্টেশন চত্বর পরিদর্শনে বের হন তাঁরা। ওভারব্রিজের ওপর থেকে এডিআরএম স্টেশন চত্বর দেখিয়ে সাংসদকে কাজের বর্তমান পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেন। এডিআরএমকে বলতে শোনা যায়, 'স্টেশনের আধুনিকীকরণ দ্রুতগতিতে চলছে। তাছাড়া বেশ কিছু জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই জায়গাগুলোতে উত্তরবঙ্গের পর্যটনশিল্পের নিদর্শন তুলে ধরা হবে।'

নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে জয়ন্ত রায়, শিখা চট্টোপাধ্যায়। শনিবার।

পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জয়ন্ত বলেন, 'স্টেশন চত্বরে মনীষীদের মূর্তি স্থাপন এবং তাঁদের চিন্তাধারা তুলে ধরা হবে। রেলস্টেশনে এসে যাত্রীরা উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের মনীষীদের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থাপত্য গড়ে তোলা হবে।'

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১২ হাজার স্কোয়ার মিটার জায়গাজুড়ে নির্মাণ হবে বহুতল পার্কিং জোন। এডিআরএম বললেন, 'অত্যাধুনিক পার্কিং জোন গড়ে তোলা হচ্ছে। একসঙ্গে প্রায় ৮০০-৯০০ গাড়ি দাঁড় করানোর মতো পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে।' স্টেশনের দক্ষিণে সাউথ কলোনির দিকে একটি টিকিট কাউন্টার করা হবে বলেও রেলের তরফে জানানো হয়। এদিন নিউ জলপাইগুড়িতে রেলের নতুন ডিভিশন তৈরি প্রয়োজন রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন জয়ন্ত।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি আনন্দর

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : উদ্বোধনের দু'বছর পরও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে থাকা সুপারস্পেশালিটি ব্লকে শয্যাবিশিষ্ট চিকিৎসা পরিষেবা চালু হয়নি। দিন-দিন পরিকাঠামোর বেহাল অবস্থা প্রকট হয়ে উঠছে। এসব নিয়ে সরব হয়েছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। শনিবার তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে তদন্তের দাবি করেছেন।

সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থবরাদ্দ করেছিল, তা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন আনন্দময়। তাঁর বক্তব্য, সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরি হলেও স্পেশালিস্ট চিকিৎসক, নার্স, টেকনিকাল স্টাফ নেই। নিউরোলজি, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, প্লাস্টিক সার্জারির মতো বিভাগ খোলা হয়নি। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার আশা করেছিলেন উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যের বাসিন্দারাও। কিন্তু তাঁরা এখন হতাশ। বিধায়ক বলছেন, 'উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থবরাদ্দ করেছিল। কিন্তু সেই টাকা সঠিক খাতে ব্যয় করা হয়নি। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে তদন্তর কথা বলেছি। আশা করছি, মুখ্যমন্ত্রী সঠিক পদক্ষেপ করবেন।'

জেআইএস গ্রুপের এডুকেশনাল এক্সপো

দীনবন্ধু মঞ্চে এডুকেশনাল এক্সপো। শনিবার। ছবি : তপন দাস

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : জেআইএস গ্রুপের তরফে প্রথমবার শিলিগুড়িতে 'জেআইএস এডুকেশনাল এক্সপো ২০২৪'-এর আয়োজন করা হল। শনিবার দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত এই এডুকেশনাল এক্সপো-তে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিল। স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডিপ্লোমা, মেডিকেল স্তরে জেআইএস গ্রুপের আওতায় থাকা কলেজগুলোতে কীভাবে সুযোগ পাওয়া যাবে, সেই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন কাউন্সেলাররা।

উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, পড়ুয়ারা দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করার পর কোন কলেজে পড়বে, কোন বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কী কী কাজের সুবিধা রয়েছে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অনেকের নেই। সেজন্য এই এডুকেশনাল এক্সপো-র আয়োজন করা হয়েছে। জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সর্দার সীমারপ্রীত সিং বলেন, 'আশা করছি এক্সপো পড়ুয়াদের সঠিক কলেজ ও বিষয় পছন্দ করতে সাহায্য করেছে।'

রেলের উদাসীনতায় জলে দুর্ভোগ আন্ডারপাসে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি জংশন সহ আশপাশের আন্ডারপাসগুলির অবস্থা বেহাল। প্রতিদিন এই সমস্ত আন্ডারপাস দিয়ে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ফলে চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। পথচলতিদের অভিযোগ, স্থানীয় রেল প্রশাসনের উদাসীনতায় আন্ডারপাসগুলি সংস্কার হচ্ছে না।

অম্বিকানগর, জাবরাভিটা, সাহুডাঙ্গির পাঘালুপাড়া, শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী, কুলিপাড়া সহ বহু জায়গায় আন্ডারপাসগুলিতে জল জমে থাকছে। আন্ডারপাসগুলির বেশ কিছু অংশ ভাঙা। প্রায়শই ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটছে। অম্বিকানগর, পাঘালুপাড়ার আন্ডারপাসগুলিতে বৃষ্টিতে হাঁটুসমান জল জমে থাকে। মাঝেমধ্যেই সেখানে আটকে পড়েন পথচলতি মানুষ। জমা জল এড়াতে বাধ্য হয়ে কখনও চার কিমি, আবার কখনও ১০ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।

সমস্যা মিটবে কবে? এ প্রসঙ্গে সাংসদ জয়ন্ত রায়কে শনিবার প্রশ্ন করা হলেও সরাসরি উত্তর দেননি। বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

কয়েকদিন আগে আন্ডারপাসে জমে থাকা হাঁটুসমান জল দেখিয়ে পাঘালুপাড়ার বাসিন্দা মিঠু রায়, রণজিৎ বর্মন একসুরে বলেন, আন্ডারপাস থেকে জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য থাকা নালাটিতে মাটি পড়ে বুজে গিয়েছে। তাই জমা জল বেরোনোর জায়গা পাচ্ছে না। পাশেই দোকান রয়েছে মালতী রায়ের। তিনি বললেন, 'জল জমে থাকার কারণে বহু পড়ুয়া রেললাইন পার হয়ে স্কুলে যায়।' যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা।

এই আন্ডারপাসের জল প্রায় এক কিমি দূরে গিয়ে সাহু নদীতে মেশার কথা। আন্ডারপাস থেকে প্রায় ৫০-৬০ মিটার পর্যন্ত একটি নিকাশিনালা রয়েছে। কিন্তু এরপর নালাটিকে আর নদী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়নি। বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা ওই এলাকার বাসিন্দা মিনতি রায় বলেন, 'রেলের গাফিলতির জন্যই এই আন্ডারপাসে বৃষ্টি হলেই জল জমে। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে মাঝেমধ্যেই নালা পরিষ্কারের উদ্যোগ নিই। কিন্তু এতে সমস্যা মেটানো সম্ভব নয়।' অম্বিকানগর আন্ডারপাস নিয়ে নতুন করে আর কিছু বলার নেই। মাঝে একবার খবর প্রকাশ হতেই আন্ডারপাস সংস্কারে হাত দেয় রেল। যদিও সমস্যা মেটেনি। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় কাজ। বর্তমানে খানাখন্দে ভরে রয়েছে আন্ডারপাস। সাউথ কলোনির বাসিন্দা নীরজ রাই বলছেন, 'কয়েকদিন আগে টোটোয় যাওয়ার সময় আমার পরিবারের লোকেরা উলটে পড়ে যান।' যদিও শনিবার একদিকের রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়, সংস্কার হবে বলে।

ফুলেশ্বরী, কুলিপাড়াতেও একই অবস্থা। জাবরাভিটা আন্ডারপাসের দু'দিকের রাস্তা ভাঙা। এই পথে দিনভর প্রচুর ট্রাক চলে। ফলে ভোগান্তির শেষ নেই পথচলতিদের। দ্রুত আন্ডারপাসগুলি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

পাঘালুপাড়া আন্ডারপাসে জমা জল। পথচলতিদের দুর্ভোগ চরমে। - ফাইল চিত্র

সমস্যা অব্যাহত

- অম্বিকানগর, জাবরাভিটা, পাঘালুপাড়া, কুলিপাড়ার আন্ডারপাসগুলিতে জমে থাকে জল
- হুঁশ নেই রেলের, দুর্ভোগ পথচলতি মানুষের
- নালা বুজে যাওয়ায় জল বেরোতে পারে না, ফলে ঘুরপথে চলে যাতায়াত
- সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছেন স্থানীয় বাসিন্দারা

জাল ওষুধে উদ্বেগ

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : বাড়তি ছাড় দিয়ে জাল ওষুধ বিক্রি করছেন ওষুধ বিক্রেতাদের একাংশ, অভিযোগ বেঙ্গল কেমিস্ট্র অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির। তাদের আরও দাবি, ওষুধের দামে জিএসটি যুক্ত হওয়ায় মুশকিলে সাধারণ মানুষ।

শিলিগুড়ি শহরে জাল ওষুধের কারবার রোখা এবং ওষুধের উপর থেকে জিএসটি তুলে নেওয়ার ডাক দিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। শনিবার বিধান রোডে বিসিডিএ (দার্জিলিং জেলা কমিটি) ভবনে একটি সাংবাদিক বৈঠক হয়। সেখানে এই সমস্ত ইস্যুতে সরব হন সংগঠনের সদস্যরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন তাঁরা। দেশজুড়ে এখন দুশ্চিন্তার বড় কারণ, জাল ওষুধের কারবার। ওই চক্রের শিকড় ছড়িয়েছে শিলিগুড়িতেও, দাবি বিসিডিএ'র দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক বিজয় গুপ্তার। তাঁর কথায়, 'শহরে ওষুধের গুণমান পরীক্ষার জন্য একটি ল্যাবের অত্যন্ত প্রয়োজন। সুস্থ হওয়ার আশায় মানুষ জাল ওষুধ কিনছেন। বড় অঙ্কের ছাড় দিয়ে সেসব বিক্রি করছেন কিছু ওষুধ বিক্রেতা।' তিনি আরও বলেন, 'ওষুধের দামের উপর ১৮ শতাংশ পর্যন্ত জিএসটি রয়েছে। এমনকি শিশুদের খাওয়ার পাউডার দুধেরও দাম বেড়েছে অনেকটা।' অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক এবং শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি অমিতাভ সাহা জানালেন, মানুষকে সচেতন করতে খুব তাড়াতাড়ি স্ট্রিট কর্নার করা হবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বাকি সদস্যরাও।

আলু ধর্মঘট

অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। হিমঘর থেকে ২৩ টাকা কেজি দরে আলু ছাড়েন তাঁরা। সেই আলু বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৩৫ টাকায়। তার প্রতিবাদেই ধর্মঘট।

সাইকেলে সমাবেশে

রবিবার তৃণমূলের সমাবেশে যোগ দিতে উত্তরবঙ্গ থেকে সাইকেলে চেপে কলকাতায় এলেন পাঁচ পড়ুয়া। তাঁদের কেউ রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ বা ইটাহারের বাসিন্দা।

৮ বারেও অসফল

আটবারেও চুরি করতে সফল হল না চোর। শুক্রবারও চুরি করতে গিয়ে শান্তিপুরে ধরা পড়ল। মারধরের পর তার দুঃখ শুনে রুটি-সবজি খাইয়ে নতুন জামা পরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল।

ছাত্রের কুকীর্তি

কলকাতার এক স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্র এআই ব্যবহার করে উঁচু ক্লাসের ছাত্রীদের অশ্লীল ছবি তৈরি করে বলে অভিযোগ। তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

শহিদ দিবস পালন করার কর্মসূচি কংগ্রেসেরও

কলকাতা, ২০ জুলাই : ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন যুব কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে মহাকরণ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। পুলিশের গুলিতে ওইদিন ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে দিনটি স্মরণে রেখে প্রতিবছর শহিদ দিবস পালন করা হয়। দলবদল হলেও কর্মসূচিতে অন্যথা হয়নি। রবিবার ২১ জুলাই। শহিদ স্মরণে মেগা সমাবেশ করতে চলেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সমগ্র রাজ্যের নজর যখন ভিক্টোরিয়া হাউস চত্বরে তৃণমূলের সভার দিকে, তখন তার অনতিদূরে নিঃশব্দে শহিদ দিবস পালন করবে প্রদেশ কংগ্রেস।

৩১ বছর আগের এই ঘটনাকে মনে রেখে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের জন্মলগ্ন থেকেই শহিদ দিবস পালন করেন। ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন বলতে সাধারণ মানুষ এখন শাসকদলের কর্মসূচি বলেই মনে করেন। অথচ যে কংগ্রেসের কর্মীরা ওইদিন শহিদ হয়েছিলেন সেই প্রদেশ কংগ্রেসকেই নমো-নমো করে দিনটি পালন করতে দেখা যায়। এবছরও হাতেগোনা গুটিকয়েক প্রদেশ কংগ্রেস নেতা বিধান ভবনে দিনটি পালন করবেন। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শহিদ স্মরণ করবেন। একদিকে গোটা কলকাতা যখন শাসকদলের সমাবেশের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে, তখন অন্তরাল থেকেই কর্মসূচি পালন করবেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'রবিবার গোটা কলকাতা থাকবে তৃণমূলের সভায়। তৃণমূলের থেকে আমাদের লোকবল কম। তাই নিজেদের মতো করেই শহিদ দিবস পালন করা হবে।' কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'সে তো প্রতিবছরই যুবরা শহিদ দিবস পালন করে। আমি যেতেও পারি।'

২১ জুলাইয়ের পালটা একাধিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে গেরুয়া শিবির। ওইদিন রাজ্যজুড়ে গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু পালটা কর্মসূচিতে বিশ্বাসী নয় সিপিএম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে মহম্মদ সেলিমের মন্তব্য, '২১ জুলাই আসলে কী ঘটেছিল তা নিয়ে রিপোর্ট কোথায়? সমস্ত বিষয়ে আদালতে যায় তৃণমূল, কিন্তু এই বিষয়ে রিপোর্ট নিয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আসলে ২১ জুলাই তৃণমূলের বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।'

তৈলাক্ত বাঁশে উঠছি আর নামছি : মানিক

কলকাতা, ২০ জুলাই : ইডির তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। ইডির তদন্তে নিজের অবস্থা ব্যক্ত করে তাঁর মন্তব্য, 'এটা তো সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির সেই বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশ ধরে ওঠানামার পাটিগণিতের অঙ্কের মতো ব্যাপার। আমার বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক ওইরকমই।' শনিবার প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে নিম্ন আদালতে হাজির করানো হয়। তখনই তিনি এই মন্তব্য করেন। শুধু মানিক নন, এদিন কুন্তল ঘোষ, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুকেও আদালতে হাজির করানো হয়। ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। রবিবার তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারবেন না বলে দুঃখপ্রকাশ করেন কুন্তল।

ইডির তদন্ত নিয়ে এদিন মানিক বলেন, 'তৈলাক্ত বাঁশে দু'ফুট করে উঠছি। এক ফুট করে নামছি। কোনও অভিযুক্তকে জেল হেপাজতে পাঠানোর আগে তাঁর বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ রয়েছে, তা তদন্তকারী সংস্থাকে জানাতে হয়। আগেও এই ধরনের নির্দেশের উদাহরণ রয়েছে। বারবার চার্জ গঠনের সময় দিনের পর দিন ইডি দাবি করছে, তাদের তদন্ত চলছে।' তিনি যাতে সঠিক বিচার থেকে বঞ্চিত না হন সেই অনুরোধও করেন মানিক। তাঁর মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে ২১ সেপ্টেম্বর। অন্যদিকে, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের আইনজীবী পুনরায় তাঁর মক্কেলের অসুস্থতার ও স্ত্রীরোগজনিত সমস্যার উল্লেখ করেন। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আইনজীবী কিছু নথির হার্ড কপি চেয়ে আবেদন করেন। কুন্তল ঘোষও এদিন ইডির তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

মঞ্চ পরিদর্শনে এসে জনতার মাঝে মমতা। শনিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

সমাবেশে মুখ্য ও শেষ বক্তা তৃণমূল নেত্রী

অভিষেকের বার্তার অপেক্ষা দলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ জুলাই : রবিবারের সমাবেশে মুখ্য ও শেষ বক্তা হিসেবে দলকে বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তার আগে দলকে কড়া বার্তা দেবেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসার কারণে বিগত কিছুদিন বিদেশে থাকায় সমাবেশে তাঁর থাকা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। কিন্তু দলের সেনাপতি শেষপর্যন্ত ফিরেছেন। রবিবার সমাবেশেও যোগ দেবেন। উন্নততর তৃণমূল গড়ার ডাক আগেই দিয়েছিলেন তিনি।

সূত্রের খবর, এই সমাবেশে দলের নেতা, সাংসদ, বিধায়ক ও কর্মীদের দলীয় অনুশাসন বজায় রাখতে কড়া নির্দেশ দেবেন অভিষেক। তৃণমূলের ভাবমূর্তি রক্ষায় বরাবরই সরব তিনি। অশুভ প্রোমোটার ও দুষ্কৃতী, সমাজবিরোধীদের সঙ্গে তৃণমূলের লোকেদের আঁতাত ভাঙতে আগের মতোই সক্রিয় তিনি। রাজ্যে এই সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনার কথা

> **সূত্রের খবর**
>
> ■ একুশে দলীয় অনুশাসন বজায় রাখতে কড়া নির্দেশ দেবেন অভিষেক
>
> ■ কেন্দ্রের কাছে পাওনা আদায়ের দাবিতে কর্মসূচিও ঘোষণা করতে পারেন

শুনে আরও কড়া দাওয়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শনিবার তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর, এই ব্যাপারে তাঁর কড়া বার্তায় দলীয় কিছু পদক্ষেপের কথাও থাকবে। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব তিনি বরাবরই। কেন্দ্রের কাছে পাওনা আদায়ের দাবিতে কর্মসূচিও ঘোষণা করতে পারেন অভিষেক। তাঁর ওই ঘোষণা মান্যতা পাবে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে। তবে অভিষেকের ঘোষিত পদক্ষেপ ও কর্মসূচিতে প্রয়োজনে কিছু সংশোধন করতে পারেন দলনেত্রী। আগেও এই ধরনের সংশোধন দলনেত্রী করেছেন। এবারও তা করতে পারেন।

এদিন দলের খবর, কিছুদিন নীরব থাকার পর কলকাতায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর সঙ্গে অভিষেকের একপ্রস্থ কথা হয়ে গিয়েছে। দল ও সরকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের নিশ্চিত ধারণা, দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা দলের সেনাপতি অভিষেকের অবস্থানের গুরুত্ব যে দলে অপরিসীম, তাঁর উত্তরসূরি যে অভিষেকই তার একটা প্রচ্ছন্ন অভিমত দলনেত্রীর ভাষণে থাকবে।

সেজে উঠেছে কলকাতা, সব রাস্তা মিশেছে ধর্মতলায়

কলকাতা, ২০ জুলাই : রবিবাসরীয় দুপুরে তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ। কিন্তু শনিবার থেকেই ধর্মতলা যেন সেজে উঠেছে তৃণমূলের বিজয় উৎসবে। দলের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে মন্ত্রী, সকলের ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। মধ্য কলকাতার পুরোটাই মাইকে ছয়লাপ। শনিবার দুপুর থেকেই সেখানে বাজছে দেশাত্মবোধক গান অথবা পরিবর্তন গ্রুপের উদ্দীপক কিছু নির্দিষ্ট গান।

এরই মধ্যে দলের একাধিক নেতা, মন্ত্রী ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে মঞ্চের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে যান। সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সহ দলের নেতাদের সঙ্গে তিনি একপ্রস্থ কথাও বলেন। এদিন সন্ধ্যা থেকেই ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনের জায়গা কার্যত দখল নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। স্নিফার ডগ বারবার মঞ্চ ও আশপাশ এলাকা পরীক্ষা করেছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল একাধিকবার এলাকায় গিয়ে কলকাতা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

এদিন সন্ধ্যায় মঞ্চ পরিদর্শনে এসে দলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে কথা বলার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবার আমরা এই শহিদ দিবস মা-মাটি-মানুষকে উৎসর্গ করি। এবারও তাই করা হবে। সকলের কাছে অনুরোধ- আপনারা সাবধানে আসবেন। হুড়োহুড়ি করবেন না। অখিলেশকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আবহাওয়া ঠিক থাকলে উনি আসবেন। যা বলার রবিবার সমাবেশ থেকে বলব।'

প্রতিবারের মতো এবারও ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তিনটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। মূল মঞ্চে দলের সাংসদ, বিধায়করা থাকবেন। থাকবেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। অন্য মঞ্চে থাকবেন দলের কাউন্সিলার, চেয়ারম্যান ও মেয়র। তৃতীয় মঞ্চে থাকছেন শহিদ পরিবারের সদস্যরা।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র ও সেন্ট্রাল পার্কে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আজ ২১ জুলাইয়ের সভা

অমিল বাস, ভোগান্তির শঙ্কা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২০ জুলাই : রবিবার ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ সমাবেশের জন্য শনিবার থেকেই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বাস প্রায় অমিল। বিভিন্ন রুট থেকে বেসরকারি বাস তুলে নেওয়ার জন্য এই সমস্যা। রবিবার সমাবেশের দিন সমস্যা আরও প্রকট হবে। ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

প্রতিবছরই তৃণমূলের এই শহিদ সমাবেশে কয়েক লক্ষ কর্মী-সমর্থক যোগ দেন। শাসকদলের এই সমাবেশে সারা রাজ্য থেকেই আসেন কর্মী-সমর্থকরা। ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ওই সমাবেশে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা মূলত বাসে চেপেই আসেন। সেক্ষেত্রে ভরসা মূলত বেসরকারি বাস। ফলে প্রতিবছরই সমাবেশের সময় বাসের সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের। এবছরও সমাবেশের আগের দিন অর্থাৎ শনিবার থেকেই বাস প্রায় অমিল। হাওড়া থেকে গড়িয়া, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা, নিউ আলিপুর, দমদম, নাগেরবাজার, সল্টলেক, নিউটাউন, সায়েন্স সিটি সহ বিভিন্ন রুটের বাস পেতে এদিন রীতিমতো বেগ পেতে হয় যাত্রীদের। বহু ক্ষেত্রেই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। হাওড়া স্টেশনের বাইরে বাস-বেগুলিতে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। বর্ষার খামখেয়ালি আবহে কখনও রোদ্দুরে পুড়তে হচ্ছে যাত্রীদের, আবার কখনও বৃষ্টিতে ভিজতে হচ্ছে। যা নিয়ে রীতিমতো বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ সাধারণ যাত্রীরা।

জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জেনারেল সেক্রেটারি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শাসকদলের এই সমাবেশের জন্য প্রতিবারের মতো এবারও অধিকাংশ বেসরকারি বাস তুলে নেওয়া হয়েছে। শুধু কলকাতা নয়, পার্শ্ববর্তী হুগলি, হাওড়া ও দুই ২৪ পরগনা থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সমাবেশস্থলে আনার জন্য ওই সমস্ত বাস ব্যবহার করা হবে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই বাসের আকাল দেখা দেবে।' 'সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিস'-এর সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা বলেন, 'শহরের অধিকাংশ বাস তুলে নেওয়ার জন্যই এই সমস্যা। তবে সমস্ত রুটেই অন্তত ২০ শতাংশ বাস রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।'

'ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস-মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সাধারণ সম্পাদক প্রদীপনারায়ণ বসুও রবিবার কলকাতায় বাস চলাচলের সম্ভাবনা নিয়ে সন্দিহান। শনিবার থেকেই বিপুল সংখ্যক বাস তুলে নেওয়া হয়েছে। ওই বাসগুলি হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনের সামনে রাখা হয়েছে। তবে রেল চলাচলে কোনও সমস্যা নেই।

একুশের শিবিরের পথে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। শনিবার।

ওএমআর মূল্যায়নকারী সংস্থার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২০ জুলাই : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ওএমআর শিটের তথ্য খুঁজে পেতে সিবিআইকে তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা নিতে কোনও বাধা নেই বলে জানিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তারপরই তেড়েফুঁড়ে আসরে নামে সিবিআই। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার কড়া নির্দেশের পর সাইবার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রাথমিকের ওএমআর শিটের খোঁজ পেতে তদন্ত চালান সিবিআই আধিকারিকরা। ইডিও যথারীতি তদন্তে নামে। এবার এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

২০১৪ সালে টেটের ওএমআর শিটের মূল্যায়নের দায়িত্বে ছিল এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি। এই সংস্থাই ওএমআর সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নষ্ট করে ফেলে। যা তদন্তের জন্য জরুরি বলে জানিয়েছিল সিবিআই। আদালতের নির্দেশে ৯ জুলাই থেকে এই সংস্থার অফিসে দফায় দফায় তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই। বেশ কিছু হার্ডডিস্ক ও সার্ভার বাজেয়াপ্তও করে তারা। আর্থিক গরমিলের সংশয়ে ইডিও অভিযানে নামে। ওই সংস্থার কয়েকজন কর্মচারী ও হিসেবরক্ষককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল ইডি। তারপরই শনিবার হিসেব বহির্ভূত কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মধ্যে নগদ অর্থ ও একাধিক ফিক্সড ডিপোজিটও রয়েছে।

শুনানি শেষ

কলকাতা, ২০ জুলাই : পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষ হল হাইকোর্টে। এবার রায়দানের পালা। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় এবার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবে। দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই মামলার শুনানি চলেছে। একাধিক বিচারপতির এজলাস ঘুরে এসএলএসটি আপার প্রাইমারির নিয়োগ মামলার শুনানি গিয়েছিল তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে।

চাপ কাটাতে বিতর্কিত মন্তব্য

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অভিযোগ বঙ্গ বিজেপির একাংশের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ জুলাই : হারের চাপ কাটাতে দলের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর পরিকল্পনা ছিল। সেজন্যই সংখ্যালঘু প্রশ্নে পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই অভিযোগেই এখন চাপা আলোড়ন বঙ্গ বিজেপির একাংশে।

শুভেন্দু যতই দাবি করুন, তিনি সংগঠনের দায়িত্বে নেই। তবু তিনি যে এবার লোকসভা ভোটে দলের 'স্টিয়ারিং' একাই ধরে রাজ্যজুড়ে দলের প্রচার সহ নানা সিদ্ধান্ত একা হাতে নিয়েছেন সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। রাজ্যে সদ্য ওই ভোটে দলের শোচনীয় বিপর্যয় হয়েছে। সেই দায় তাঁকে নিতেই হবে। বিজেপির একাংশের দাবি, এই চাপ কাটাতেই পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে মন্তব্য করছেন শুভেন্দু। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্লোগানের বিরোধিতাও করেছেন। এটাই শুভেন্দুর গোপন পরিকল্পনা বলে রাজ্য বিজেপির একটা বড় অংশ মনে করছেন। এই নিয়ে গেরুয়া শিবিরে রীতিমতো অস্থিরতা শুরু হয়েছে। প্রকাশ্যে কেউ কিছু না বললেও আড়ালে ওই অংশ শুভেন্দুর বিরুদ্ধে চাপা প্রচারে শামিল হয়েছে।

> **পদ্মে অস্থিরতা**
>
> ■ চাপ কাটাতেই পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে মন্তব্য করছেন শুভেন্দু
>
> ■ এমনকি প্রধানমন্ত্রীর স্লোগানের বিরোধিতাও করেছেন
>
> ■ এটাই শুভেন্দুর গোপন পরিকল্পনা বলে রাজ্য বিজেপির একটা বড় অংশ মনে করছে
>
> ■ এই নিয়ে গেরুয়া শিবিরে রীতিমতো অস্থিরতা শুরু হয়েছে

পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে শুভেন্দুর সংখ্যালঘু প্রশ্নে মন্তব্য করা, দলের সংখ্যালঘু মোর্চা তুলে দেওয়া নিয়ে তাঁর দাবির পিছনে শুভেন্দুর একটা পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য আছে বলেই দলের ওই অংশ মনে করছে। রাজ্যে সদ্য লোকসভা ও পরে চার বিধানসভা ভোটে হারের পর শুভেন্দু যথার্থই চাপের মধ্যে রয়েছেন। পার্টি নেতৃত্বের কাছেও রাজ্যে দলের এই হার নিয়ে কোনও সুচিন্তিত ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না।

সংখ্যালঘু প্রশ্নে শুভেন্দুর বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে দলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। একমাত্র দলের সংখ্যালঘু মোর্চার প্রধান এই নিয়ে শুভেন্দুর মন্তব্যের চরম বিরোধিতা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। ফলে শুভেন্দুর মন্তব্য নিয়ে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে জলঘোলা চলছে।

জয়ন্ত-ঘনিষ্ঠ রঞ্জিতকে ভয় অটোচালকদের

কলকাতা, ২০ জুলাই : আড়িয়াদহ কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত জয়ন্ত সিং ও তার বেশ কয়েকজন শাগরেদ ইতিমধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। শুক্রবার তার আর এক শাগরেদ রাহুল গুপ্তাকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু এখন স্থানীয় অটোচালকদের ভয় জয়ন্ত-ঘনিষ্ঠ রঞ্জিত চৌধুরীকে নিয়ে।

দক্ষিণেশ্বর-রথতলা অটো রুটের চালকদের একাংশের অভিযোগ, জয়ন্ত ও তার অনুগামীরা এতদিন ধরে তাঁদের ওপর জুলুমবাজি করেছে। জয়ন্ত-ঘনিষ্ঠ রঞ্জিতও তাঁদের ওপর অত্যাচার করত। এখন জয়ন্ত হেপাজতে। কিন্তু রঞ্জিতকে নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন তাঁরা।

অটোচালকদের একাংশের অভিযোগ, ওই রুটের টোটোচালকদের সুবিধা করে দিতে তাঁদের ওপর জুলুম করত জয়ন্ত ও তার অনুগামীরা। জয়ন্তের মদতে রঞ্জিতও অত্যাচার চালিয়েছে। তার বিরুদ্ধে বেলঘরিয়া থানায়

> **আড়িয়াদহ কাণ্ড**

অভিযোগ দায়ের করেছেন অটোচালকরা। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই তাঁরা এখন আশঙ্কা করছেন, রঞ্জিত তাঁদের ওপর আবার জুলুম করতে পারে। দ্রুত যাতে ওই অভিযুক্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ুক, এমনটাই চাইছেন তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রঞ্জিত ও জয়ন্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। এমনকি রঞ্জিতের হাতে জয়ন্তর ছবি ট্যাটু করা রয়েছে। সবসময় একসঙ্গে থাকত তারা। রঞ্জিতের বাড়ি আড়িয়াদহের দোলপিড়ি এলাকায়।

জয়ন্ত-ঘনিষ্ঠ রাহুলকে শুক্রবার আলমবাজার থেকে গ্রেপ্তার করেছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। আড়িয়াদহ কাণ্ড সামনে আসতেই পলাতক ছিল সে। এমনকি পুলিশের কাছে যাতে ধরা না পড়ে, তাই নিজের বিয়ের আসরেও আসেনি। এদিন তার ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

চেয়ারম্যানের দাদাগিরি

বর্ধমান, ২০ জুলাই : পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সমৃদ্ধ ঐতিহ্যশালী জায়গায় ঢুকে ঐতিহ্যহানি! আর তার জেরে এখন ঘোর বিপাকে পূর্ব বর্ধমানের কালনা পুরসভার চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত। এই পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে না দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে শোকজ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কালনা সাব-সার্কেলের সিনিয়ার কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অমিত মালো। ১৬ জুলাই কালনার পুর চেয়ারম্যান কালনা রাজবাড়িতে থাকা পুরাতত্ত্ব বিভাগের নিরাপত্তারক্ষীর নিষেধ উপেক্ষা করে জলের জারভর্তি টোটো নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েন। এক নিরাপত্তারক্ষী তাঁর পথ আটকালে তিনি তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। আরেক নিরাপত্তারক্ষীকে মারতে যান। এমনকি আধিকারিক, কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের গালিগালাজ করার পাশাপাশি মেরে ফেলার হুমকিও দেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

অশান্ত বাংলাদেশ, প্রভাব এপারে

উৎকণ্ঠায় পড়ুয়ারা

শান্তিনিকেতন, ২০ জুলাই : সংরক্ষণ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন নিজের দেশের পরিস্থিতি নিয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের বাংলাদেশি পড়ুয়ারা। এদিন তাঁরা মোমবাতি ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর...' এবং বাংলাদেশি গীতিকার আবু জাফরের 'এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে...' গাইতে গাইতে দেশের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করলেন।

পড়ুয়াদের মধ্যে রংপুরের সঞ্জিতা পারভিন বললেন, 'পরিবার থেকে বন্ধু কারও সঙ্গে ঠিকভাবে যোগাযোগ হচ্ছে না। আমাদের ভাইবোন বেঁচে আছে কি না আমরা জানি না। দেশে থাকলে তাদের পাশে থাকতে পারতাম। দেশের ভাই-বন্ধুরা না চাইলে আমরা এখানে আসতে পারতাম না। আমরা জানতে চাই, তারা কেমন আছে। আমরা চাই, তাদের জীবন সুন্দর হোক।'

জামালের হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২০ জুলাই : অবশেষে শুক্রবার পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন সোনারপুর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জামালউদ্দিন সর্দার। শনিবার তাঁকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। কিন্তু তাঁর চোখেমুখে ভাবলেশহীন মনোভাবই ধরা পড়েছে। পুলিশ ভ্যানে বসে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে যাঁরা মুখ খুলেছেন, তাঁদের নামে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করবেন।

সোনারপুরে এক মহিলাকে শিকল বেঁধে অত্যাচারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই একে একে জামালের কুকীর্তি ফাঁস হতে থাকে। তাঁর প্রাসাদের মতো বাড়ি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। মঙ্গলবার থেকেই পলাতক ছিলেন তিনি। টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে সোনারপুর যাওয়ার পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পেট্রাপোলে বন্ধ আমদানি-রপ্তানি

কলকাতা, ২০ জুলাই : বাংলাদেশে অশান্তির জেরে শনিবার সকাল ১০টা থেকে বনগাঁর পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বাণিজ্য বন্ধ থাকবে বলে দু-দেশের রাজস্ব বিভাগ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকাল পর্যন্ত আমদানি ও রপ্তানি স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হওয়ায় বেলা ১০টা নাগাদ তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিন আর আমদানি-রপ্তানি হয়নি। ভারত সীমান্তে কাস্টমস বিভাগের পার্কিংয়ে অন্তত ৬৫০টি পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে অবশ্য কাঁচা সবজির লরি কম আছে। কিন্তু ওই পণ্য দু'দিনের বেশি আটকে থাকলে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা।

> **উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা**
>
> ■ ভারত সীমান্তে অন্তত ৬৫০টি পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে
>
> ■ তার মধ্যে অবশ্য কাঁচা সবজির লরি কম আছে
>
> ■ ওই পণ্য দু'দিনের বেশি আটকে থাকলে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

প্রতিদিন যেখানে গড়ে প্রায় সাড়ে সাত হাজার লোক বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন ও ভারত থেকে বাংলাদেশে যান, সেখানে শনিবার মাত্র ৪৫ জন যাতায়াত করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্যই লোকজনের আসাযাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকরা।

পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, 'এখন অনলাইনে পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ব্যবস্থা চালু হয়েছে। শনিবার সকাল পর্যন্ত আমদানি-রপ্তানি চলেছে। কিন্তু বেলা ১০টা নাগাদ আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, এই মুহূর্তে আর আমদানি-রপ্তানি সম্ভব নয়। তা আপাতত বন্ধ থাকবে। যে লরিগুলি পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে সীমান্তের দিকে গিয়েছিল, সেগুলিকেও ফিরিয়ে আনতে হয়েছে।'

পেট্রাপোলে আটকে থাকা পেঁয়াজের লরির এক চালক বলেন, 'নাসিক থেকে পেঁয়াজ নিয়ে শনিবার সকালে বেনাপোলে খালি করার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। শুক্রবার বিকাল থেকে পেট্রাপোল পার্কিং লটে আটকে রয়েছি। রবিবারের মধ্যে পণ্য খালি না হলে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হবে।'

প্রবল জলোচ্ছ্বাসে আনন্দে পর্যটকরা। শনিবার দিঘায়। -চিত্র মাহাতো

তিরথগড় জলপ্রপাতের সামনে পর্যটকরা। শনিবার বাস্তারে।

পাক হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধি

ইসলামাবাদ, ২০ জুলাই : পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতন নতুন নয়। সেদেশ থেকে হিন্দু ও শিখদের ভারতে আশ্রয় নেওয়ার বহু ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। তারপরেও পাকিস্তানে হিন্দু সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সদস্য সংখ্যা সামান্য বেড়েছে।

পাক পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৭-'২৩-এর মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় ৩.৮ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩৫ লক্ষ থেকে তা ৩৮ লক্ষের গণ্ডি টপকে গিয়েছে। যদিও শতাংশের হিসাবে হিন্দুদের সংখ্যা আগের চেয়ে কমেছে। ২০১৭-তে সেখানে মোট জনসংখ্যার ১.৭১ শতাংশ ছিল হিন্দু। ৬ বছরের মধ্যে যা ১.৬১ শতাংশে নেমে এসেছে। তুলনামূলকভাবে বেড়েছে খ্রিস্টানের সংখ্যা। পাকিস্তানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ২৬ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩৩ লক্ষ হয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ কোটি।

কূটনৈতিক মহলের মতে, সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্যকে সামনে রেখে পাক সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করবে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫৫ শতাংশ। ভারতের চেয়ে যা অনেক বেশি। এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে ২০৫০ নাগাদ দেশটির জনসংখ্যা ৪৮ কোটিতে পৌঁছোবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাড়ি ধসে মৃত্যু

মুম্বই, ২০ জুলাই : টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। জলমগ্ন শহরের বহু এলাকা। প্রভাবিত হয়েছে রেল ও বাস পরিষেবা। বৃষ্টির জেরে শনিবার গ্রান্ট রোড রেলস্টেশন সংলগ্ন একটি বহুতলের সামনের অংশ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। আহত ৩। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ৪ তলা বাড়িটির নাম রুবিনিসা মঞ্জিল। বেলা ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পরীক্ষাকেন্দ্রভিত্তিক ফলপ্রকাশ নিটের, ধোঁয়াশা কাটল না

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : গত বৃহস্পতিবার হওয়া শুনানিতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিকে (এনটিএ) নিট-ইউজির শহর-পরীক্ষাকেন্দ্রভিত্তিক ফলপ্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশ মেনে শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে ডাক্তারি কোর্সে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার শহর-পরীক্ষাকেন্দ্রভিত্তিক ফলপ্রকাশ করেছে এনটিএ। সোমবার শীর্ষ আদালতে মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। পরীক্ষার আয়োজক সংস্থাটির ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের মার্কশিট ডাউনলোড করতে পারছেন পরীক্ষার্থীরা। এর জন্য পরীক্ষার্থীদের nta.ac.in/NEET/ বা neet.ntaonline.in-এ লগইন করতে হচ্ছে। সেখানে নির্দিষ্ট জায়গায় লিখতে হচ্ছে সেন্টার কোড। রেজাল্টের পাশেই রয়েছে ডাউনলোড অপশন।

৫ মে নিট-ইউজি পরীক্ষার আয়োজন করেছিল এনটিএ। ২৩ লক্ষ ৩৩ হাজার পড়ুয়া এবার পরীক্ষায় বসেছিলেন। দেশের ৫৭১টি শহরের ৪,৭৫০টি কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতের বাইরেও

১৪টি জায়গায় নিট পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ৪ জুন হয় ফলপ্রকাশ। কিন্তু তারপর থেকেই পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠতে শুরু করে। পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়। অবস্থা সামাল দিতে ১,৫৬৩ জনের দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই ফল অবশ্য আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এদিন প্রকাশ পেল শহর তথা পরীক্ষাকেন্দ্রভিত্তিক পরীক্ষার ফল।

এদিকে এনটিএ পরীক্ষাকেন্দ্রভিত্তিক ফলপ্রকাশের পরেই শুরু হয়েছে নয়া বিতর্ক। ৪ জুন প্রথমবার ফল প্রকাশের পর দেখা গিয়েছিল, হরিয়ানার বাহাদুরগড়ের হরদয়াল পাবলিক স্কুলের ৪৯৪ জন নিট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ জন পরীক্ষার পূর্ণমান ৭২০-র মধ্যে ৭২০ পেয়েছিলেন। এনটিএ'র এদিনের পরীক্ষাকেন্দ্রভিত্তিক ফলে দেখা গিয়েছে, ওই কেন্দ্রের মাত্র একজন পরীক্ষার্থী ৬৮২ নম্বর পেয়েছেন। ৬০০-র ওপর নম্বর পেয়েছেন ১৬ জন। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে হাজারিবাগের যে ওয়েসিস পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেখানকার ৭০১ জন পরীক্ষার্থীর সবাই ৭০০-র কম নম্বর পেয়েছেন। সবচেয়ে ভালো ফল করেছে গুজরাটের রাজকোটের অন্তর্গত ইউনিট স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা। সেখনকার ৮৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী এবার নিট পরীক্ষায় পাশ করেছেন।

নজরে কেজরির স্বাস্থ্য
আপ-উপরাজ্যপাল বাগযুদ্ধ নয়াদিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্বাস্থ্য নিয়ে উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার সঙ্গে বাগযুদ্ধে জড়াল আপ। শনিবার উপরাজ্যপাল অভিযোগ করেন, তিহার জেলে বন্দি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার দেওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে লো ক্যালোরিযুক্ত খাবারদাবার খাচ্ছেন তিনি। ঠিকমতো ইনসুলিনও নিচ্ছেন না। এমনকি চিকিৎসকের পরামর্শও ঠিকমতো শুনছেন না তিনি। রাজনিবাস থেকে দিল্লির মুখ্যসচিব নরেশ কুমারকে লেখা একটি চিঠিতে উপরাজ্যপালের এহেন কথাবার্তায় স্বাভাবিকভাবেই চটেছে আপ।

দলের নেত্রী তথা দিল্লির মন্ত্রী অতিশী, রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয় সিং প্রমুখ অভিযোগ করেছেন, উপরাজ্যপাল একজনের অসুস্থতা নিয়ে মশকরা করছেন। উপরাজ্যপালের বক্তব্য নাকচ করে অতিশী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সুগারের পরিমাণ ৮ বারেরও বেশি

সময় ৫০-এর নীচে নেমে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল কোমায় চলে যেতে পারতেন। ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি রয়েছে।' অন্যদিকে সঞ্জয় সিং বলেন, 'মাননীয় উপরাজ্যপাল সাহেব এটা আপনার কী ধরনের তামাশা? কোনও ব্যক্তি রাতে নিজের সুগারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারেন? উপরাজ্যপাল স্যর, এটা খুব বিপজ্জনক। আপনি যদি রোগ সম্পর্কে কিছু না জানেন তাহলে এই ধরনের চিঠি লেখার চেষ্টাও করবেন না। ভগবান করুন, আপনার যেন এরকম সময় না আসে।' আপ মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'আমি যতদূর জানি, উপরাজ্যপাল একটি সিমেন্ট কারখানায় কাজ করতেন। জানতাম না যে, উনি স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও বিশেষজ্ঞ। উনি কখনও নির্বাচনেও লড়েননি। না হলে আমরা ওঁর হলফনামা দেখার সুযোগ পেতাম।'

উপরাজ্যপাল অবশ্য আপের সমালোচনাকে গায়ে মাখতে নারাজ। তিনি মুখ্যসচিবকে লিখেছেন, '৬ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত তিনবেলা যে খাবার কেজরিওয়ালকে দেওয়া হয়েছিল তা পুরোপুরি খাননি তিনি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২ জুন আত্মসমর্পণের সময় কেজরিওয়ালের ওজন ছিল ৬৩.৫ কেজি। আর এখন ৬১.৫ কেজি। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার খাওয়ার জন্যই এমনটা হয়েছে।'

নীতি আয়োগের বৈঠকে নতুন প্রকল্পের আশা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : তৃতীয় মোদি সরকারের কার্যকালের শুরু থেকেই শাসক শিবিরকে নিশানা করতে শুরু করেছে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া। ক্ষমতার লোভে মরিয়া হয়ে জোট শরিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে বিজেপি, এই অভিযোগে সোচ্চার হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে বিরোধী শিবিরের তাবড় নেতা। এই আবহে আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকার জন্য আরও একবার সোচ্চার হতে পারেন বিরোধী শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। ২৭ জুলাই নীতি আয়োগের বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সঙ্গে থাকবেন কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ মন্ত্রী ও আমলারা। দীর্ঘদিন পরে নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের এই বৈঠকে যোগ দিতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, তৃতীয় মোদি সরকারের কার্যকালে আয়োজিত প্রথম নীতি আয়োগ গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকে যে বিরোধী শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করতে পারেন, তার আভাস পেয়ে বিকল্প পথ তৈরি রেখেছে মোদি সরকারও, এমনই দাবি সূত্রের। বিরোধীদের সম্মিলিত সম্ভাব্য এই আক্রমণকে রুখতে তৈরি পরিকল্পনায় প্রথমেই নস্যাৎ করা হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ভঙ্গের অভিযোগ। দেশের সংবিধান মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার, এই মর্মে জোরালো সওয়াল করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে। একইসঙ্গে মনরেগা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া টাকা প্রদান না করার কারণ হিসেবে তুলে ধরা হতে পারে যথাযথ পদ্ধতি মেনে কেন্দ্রীয় কাজ সম্পন্ন না করার অভিযোগটিকে। সঠিক পদ্ধতি মেনে কাজ করলে এবং সরকারি টাকার খরচ নিয়ে যথাযথ নথি পেশ করলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বকেয়া টাকা দেওয়া হবে দ্রুত, আরও একবার সেই আশ্বাস দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে।

এর পরেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রাজ্যগুলির সহযোগিতায় আরও কিছু প্রকল্প শুরুর কথা জানানো হতে পারে। সূত্রের দাবি, এর মধ্যে থাকতে পারে জনস্বাস্থ্য, কারিগরি শিক্ষা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষেত্রের নতুন প্রকল্প প্রণয়ন নিয়ে আলোচনা। ২০৪৭ সালের মধ্যে গোটা দেশকে সব ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে গেলে রাজ্যগুলির সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন এবং কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছোনো আদৌ সম্ভব নয়, নীতি আয়োগের বৈঠকে এমনই অভিমত তুলে ধরা হতে পারে। বিজেপি এবং বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তিনি কীভাবে বক্তব্য রাখেন, সেই বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হচ্ছে রাজধানী দিল্লির রাজনৈতিক মহলে।

খেদকর বিতর্কের জের বলে জল্পনা

ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যানের ইস্তফা

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : পদত্যাগ করলেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) চেয়ারম্যান মনোজ সোনি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত কারণে ইউপিএসসি প্রধানের পদ থেকে ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনোজ জানিয়েছেন। ২০২৯ সালের মে মাসে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। শিক্ষানবিশ আইপিএস পূজা খেদকার বিতর্কের মাঝে হঠাৎ তাঁর পদত্যাগে জল্পনা বাড়ছে। গতকালই পূজার বিরুদ্ধে ইউপিএসসি এফআইআর জারি করেছে। তাঁর কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে কেন তাঁকে সাসপেন্ড করা হবে না। সেই বিতর্কের সঙ্গে সোনির পদত্যাগ কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

সূত্রের খবর, বেশ কয়েকদিন আগেই না কি ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। তবে সেই খবর প্রকাশ্যে আসেনি। এই ইস্যুকে সামনে রেখে সরব হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে কংগ্রেস। দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের অভিযোগ, বিজেপি-আরএসএস পরিকল্পিতভাবে ভারতের সাংবিধানিক সংস্থাগুলির দখল নিতে চাইছে। এর ফলে ওইসব সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা, খ্যাতি এবং স্বায়ত্তশাসন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, 'ইউপিএসসির চেয়ারম্যান মেয়াদ শেষ হওয়ার পাঁচ বছর আগে পদত্যাগ করেছেন। কেন তাঁর পদত্যাগের কথা একমাস গোপন রাখা হয়েছিল? অসংখ্য কেলেঙ্কারির সঙ্গে পদত্যাগের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি?'

শিক্ষানবিশ আইএএস আধিকারিক পূজা খেদকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর ইউপিএসসি'র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পূজার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নথি জাল করে বিশেষভাবে সক্ষমদের কোটায় চাকরি পেয়েছেন। শুক্রবারই পূজার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে ইউপিএসসি। নিয়মভঙ্গের কারণে কেন তাঁকে বরখাস্ত করা হবে না, তা জানতে চেয়ে পূজাকে কারণ দর্শানোর নোটিশও পাঠানো

মনোজ সোনি।

হয়েছে নিয়ামক সংস্থার তরফে। এমন সময় মনোজের ইস্তফার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও পূজা কাণ্ডের সঙ্গে তাঁর ইস্তফার সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন মনোজ।

২০২৩-এর ১৬ মে ইউপিএসসি'র চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। ২০২৯-এর ১৫ মে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ৫ বছর আগেই পদত্যাগ করলেন মনোজ। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, ইউপিএসসি চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করার পর ধর্ম ও আধ্যাত্মিক কাজকর্মে মন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মনোজ। পূজার ঘটনার সঙ্গে তাঁর ইস্তফার কোনও যোগ নেই। এদিকে পূজা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। সম্প্রতি এক ভাইরাল ভিডিওতে (ভিডিওটির সত্যতা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' যাচাই করেনি) পূজার মা মনোরমা খেদকারকে পিস্তল উঁচিয়ে কৃষকদের ভয় দেখাতে দেখা গিয়েছে। পিস্তলটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ভিডিওতে যে এসইউভিটি দেখা গিয়েছে সেটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, একটি জমি নিয়ে পূজার পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় কৃষকদের বিরোধ চলছিল। গোলমালের মধ্যেই পিস্তল বের করে এক কৃষককে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন মনোরমা।

> ইউপিএসসির চেয়ারম্যান মেয়াদ শেষ হওয়ার পাঁচ বছর আগে পদত্যাগ করেছেন। কেন তাঁর পদত্যাগের কথা একমাস গোপন রাখা হয়েছিল? অসংখ্য কেলেঙ্কারির সঙ্গে পদত্যাগের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি?
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**

ট্রাম্পের সাহসে মুগ্ধ জুকেরবার্গ

ওয়াশিংটন, ২০ জুলাই : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের বিরুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা ক্রমশই বাড়ছে দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। একদিকে বয়সের ভারে দুর্বল বাইডেনের শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা প্রতি পদে ধরা পড়ছে। তাঁর দল তো বটেই এমনকি তাঁর পরিবারও চাইছে, নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তাঁকে সরিয়ে আনতে।

অন্যদিকে ৭৮ বছর বয়সি ট্রাম্পের কথাবার্তা ও চালচলনে টগবগে তারুণ্য ফুটে উঠছে। বন্দুকবাজের হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার পর নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ের সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে।

এক সময় ফেসবুকে ট্রাম্পকে নিষিদ্ধ করেছিলেন জুকেরবার্গ। কিন্তু চরম বিপদের মুহূর্তে ট্রাম্পের অচঞ্চল ভাব, সাহস ও দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ ফেসবুকের মালিক মার্ক জুকেরবার্গ। ট্রাম্পের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা দুর্দান্ত, অতুলনীয়। নেতা হিসাবে তাঁর আচরণ দারুণ রকম অনুপ্রেরণামূলক। জুকেরবার্গের কথায়, 'এককথায়, ব্যাডাস! ট্রাম্প যে দুর্দান্ত সাহসিকতা এই কঠিন সময়ে দেখিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

এরপর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রিপাবলিকান নেতার আচরণ বর্ণনা করে জুকেরবার্গ বলেন, 'মুখে গুলি লাগার পর আমেরিকার পতাকা হাতে রক্তাক্ত অবস্থায় উঠে দাঁড়ানো এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত বাতাসে ছুড়ে দিয়ে পালটা চ্যালেঞ্জ জানানোর দৃপ্ত ভঙ্গি দেখে আমি কার্যত বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছি। যদিও এটা আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে খারাপ ঘটনার মধ্যে একটি।' তবে জুকেরবার্গ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁর এই প্রশংসা ট্রাম্পের প্রতি রাজনৈতিক সমর্থনসূচক নয়।

বন্দেমাতরম, জয় হিন্দে কোপ

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : সংসদের অন্দরে সাংসদরা আর বন্দেমাতরম, জয় হিন্দের মতো স্লোগান দিতে পারবেন না। অধ্যক্ষের রুলিংয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংসদের ভিতরে কিংবা বাইরে কোনওপ্রকার সমালোচনাও করা যাবে না। এমনটাই জানানো হয়েছে সাংসদদের জন্য তৈরি হ্যান্ডবুকে। রাজ্যসভার সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ওই হ্যান্ডবুকে সাফ বলে দেওয়া হয়েছে, সভাকক্ষের মধ্যে কোনও কিছু প্রদর্শন করা চলবে না। সোমবার থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। তার আগে সাংসদদের আচরণ কেমন হবে সেই কথা বলা আছে ওই বইয়ে।

আজব দুনিয়া

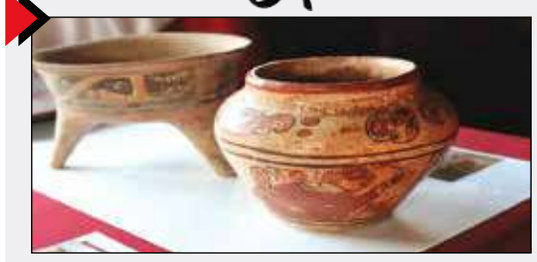

মায়া সভ্যতার ফুলদানি

ওল্ড ইজ গোল্ড কথাটা অনেকে মানেন। মেক্সিকোর মেরিল্যান্ডের দোকানে একটি ফুলদানি দেখে পছন্দ হয় ডোজিয়া নামের এক মহিলার। ফুলদানিটি বেশ পুরোনো। তা সত্ত্বেও ডোজিয়ার সেটা আলাদা মনে হয়। তিনি কিনে নেন। পরে কর্মসূত্রে মেক্সিকো সিটির ন্যাশনাল মিউজিয়াম অ্যানথ্রোপলজিতে গিয়ে একই ধরনের ফুলদানি দেখে ডোজিয়া চমকে যান। তিনি মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা ডোজিয়াকে তাঁর ফুলদানির ছবি ও তথ্য পাঠাতে বলেন। তারপরেই তিনি জানতে পারেন ফুলদানিটি এক থেকে দু'হাজার বছরের পুরোনো। শিল্পকর্মটি মায়া সভ্যতার।

প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা বাতিল

কথা রাখেননি প্রেমিক। বিমানবন্দর অব্দি প্রেমিকাকে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। আসেননি। ফলে প্রেমিকার ফ্লাইট মিস। রেগে আগুন প্রেমিকা প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। অতি সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের ডিসপিউট ট্রাইবিউনালে মামলাটি উঠলেও তা খারিজ হয়ে গিয়েছে। আদালত জানিয়েছে, প্রেমিকের প্রতিশ্রুতির লিখিত প্রমাণ নেই। মামলা দাঁড়াচ্ছে না।

ভূতের বিয়ে

মৃত্যুর পর বিয়ে! তা আবার হয় নাকি? চিনে হয়। চিনা বংশোদ্ভূত মালয়েশিয়ার এক জুটি তিন বছর প্রেম করার পর বিয়ে স্থির করেন। কিন্তু হতে পারেনি। সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হওয়ায় তাঁদের পরিবারের সদস্যরা মৃত্যুর পর তাঁদের সম্মান জানাতে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। চিনে এই বিবাহ ঘোস্ট ম্যারেজ হিসেবে পরিচিত। মৃতদেহ তুলে এনে একই জায়গায় দু'জনকে সমাহিত করা হয়। চিনাদের বিশ্বাস, পরের জীবনে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হবেন।

সরকারি হাসপাতালের অর্ধেক প্রেসক্রিপশনই ভুল

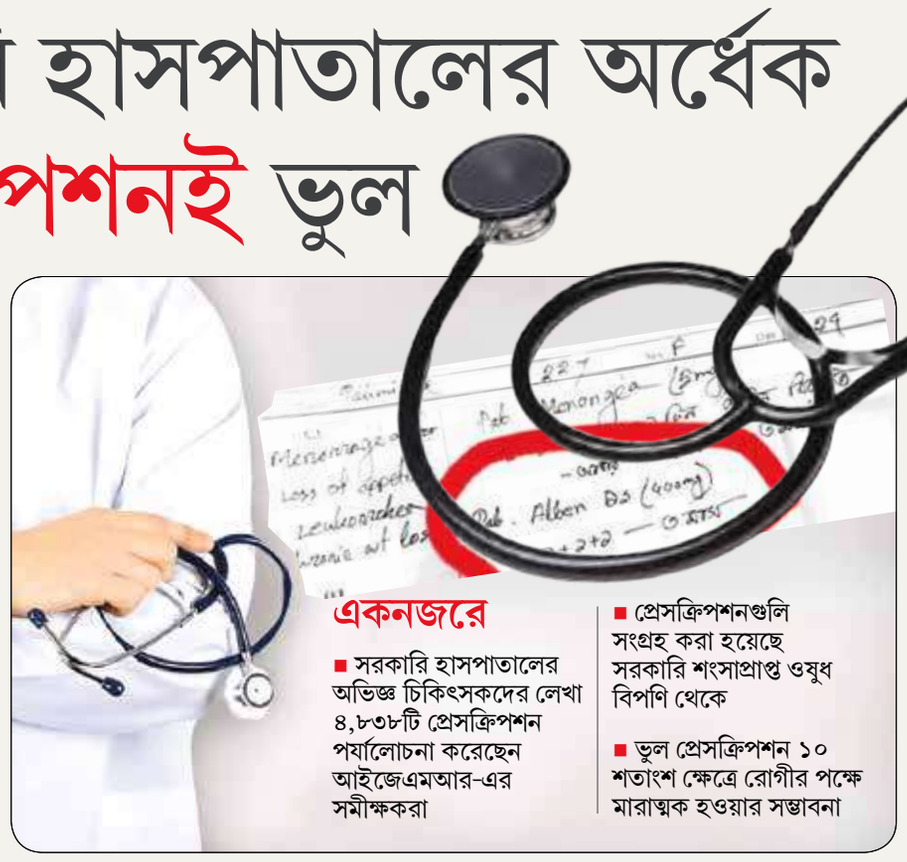

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : চিকিৎসকদের হাতের লেখা নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। অনেকেই বলেন, তাঁদের প্রেসক্রিপশন অশোকের শিলালিপির চেয়েও দুর্বোধ্য। পড়ে যে বুঝবে, সাধ্য কার!

কিন্তু সেটাই সব নয়। ওইসব প্রেসক্রিপশনও ভুলে ভরা। ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিকেল রিসার্চের (আইজেএমআর) সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, সরকারি হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের লেখা প্রেসক্রিপশনের অর্ধেকই (অর্থাৎ ৫০ শতাংশ) 'স্বীকৃত চিকিৎসা নির্দেশিকা' (স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন) মেনে চলে না। দিল্লির এইমস কিংবা সফদরজংয়ের মতো দেশের প্রথমসারির হাসপাতালের চিকিৎসকদের দেওয়া প্রেসক্রিপশনও এই বিচ্যুতির বাইরে নয়।

সমীক্ষকরা বলছেন, বিধিবদ্ধ চিকিৎসা নির্দেশিকা ভেঙে লেখা প্রেসক্রিপশন সব সময় রোগীর পক্ষে মারাত্মক হয় না বটে, কিন্তু অন্তত ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে নানা কারণে তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। রোগীর বয়স, শারীরিক অবস্থা, অসুস্থতা, ওষুধ গ্রহণের সক্ষমতা ইত্যাদি নানা বিষয় পর্যালোচনা করে রোগ ও রোগী অনুযায়ী নির্দিষ্ট চিকিৎসা নির্দেশিকা দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী চিকিৎসা না হলে বিভিন্ন ওষুধের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদিতে রোগীর মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চিকিৎসকরা বাছবিচার না করে প্রায়ই এমন ওষুধ লিখে দেন যা রোগবালাই সারা তো দূরের কথা, তা আরও জটিল হয়ে যায় অথবা নতুন পাঁচটা উপসর্গ এসে বাসা বাঁধে।

যেমন ধরা যাক, অ্যানাল ফিসারের (পায়ুপথে কাটাছেঁড়াজনিত যন্ত্রণা) সমস্যা নিয়ে কোনও রোগী এলেন চিকিৎসকের কাছে। চিকিৎসক পত্রপাঠ দুটি অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দিলেন তাঁকে। অথচ অন্য গুরুতর কোনও সমস্যা না থাকলে এক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন মেনে শুধু মলম লাগানোর পরামর্শ দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। এই ধরনের চিকিৎসার জেরে ভবিষ্যতে রোগীর শরীর অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া ঠিক ওষুধের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া হওয়াও অসম্ভব নয়।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের শংসাপ্রাপ্ত ওষুধ বিপণি থেকে সংগৃহীত এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ৪ থেকে ১৮ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসকদের লেখা ৪,৮৩৮টি প্রেসক্রিপশন পর্যালোচনা করে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আইজেএমআর। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্নাতক স্তরের ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে (এমবিবিএস)-র তৃতীয় বর্ষে পড়ুয়াদের যথাযথ প্রেসক্রিপশন লেখা শেখানো হয়। সিলেবাসে ও চূড়ান্ত পরীক্ষাতেও প্রেসক্রিপশন সমালোচনা বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে। এরপর ডাক্তারি পাশ করে যাঁরা চিকিৎসা শুরু করেন, তাঁদের অধিকাংশের প্রেসক্রিপশনে বড় ধরনের ভুল ও ফাঁকফোকর দেখা যায়। তাহলে কি সর্ষে, মানে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই ভূত! এটাই এখন ভাবাচ্ছে আইজেএমআর-এর সমীক্ষকদের।

একনজরে

- সরকারি হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের লেখা ৪,৮৩৮টি প্রেসক্রিপশন পর্যালোচনা করেছেন আইজেএমআর-এর সমীক্ষকরা
- প্রেসক্রিপশনগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে সরকারি শংসাপ্রাপ্ত ওষুধ বিপণি থেকে
- ভুল প্রেসক্রিপশন ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীর পক্ষে মারাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা

রাজাকার কারা উত্তর খুঁজছে বাংলাদেশ

ঢাকা, ২০ জুলাই : 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার। কে বলেছে, কে বলেছে স্বৈরাচার, স্বৈরাচার'। 'চাইতে গেলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার'। রাজধানী ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের ভিড় থেকে ওঠা এই স্লোগানগুলি এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং সেনার উদ্ধত বেয়নেটের সামনে বুক চিতিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মুষ্টিবদ্ধ তারুণ্যের স্লোগান এখন এটাই। কিন্তু কারা এই রাজাকার? এই শব্দের অর্থটাই বা কী? আর কেনই বা কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত পড়ুয়ারা নিজেদের নামের পাশে এই শব্দটিকে বেছে নিলেন তা নিয়ে রীতিমতো চর্চা চলছে পদ্মাপারে।

১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি সাংবাদিক বৈঠকে কোটা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাব দিতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিনাতনির জন্য কোটা দেওয়া হবে না তো কাদের দেওয়া হবে? রাজাকারের বাচ্চাদের দেওয়া হবে?' তাঁর ওই মন্তব্য আন্দোলনকারীদের ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি করে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, শেখ হাসিনার মন্তব্য এবং আন্দোলনকারীদের স্লোগান দুটিই নেতিবাচক রাজনীতির ন্যারেটিভ তুলে ধরেছে। উভয় পক্ষেরই আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল শব্দটি নিয়ে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুনতাসির মামুন জানিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের আগেও রাজাকার শব্দ শোনা গিয়েছিল। হায়দরাবাদের নবাবের যে আধাসেনা ছিল তারও নাম ছিল রাজাকার। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারতে হায়দরাবাদের অন্তর্ভুক্তির সময় ওই রাজাকার বাহিনীকে পরাজিত করেছিল ভারতীয় সেনা। অপারেশন পোলোতে পরাজিত হওয়ার পর রাজাকারদের নেতা কাজিম রিজভি পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৭১ সালের মে মাসে জামাত-এ-ইসলামির নেতা মৌলানা আবুল কালাম মহম্মদ ইউসুফ খুলনায় রাজাকারদের প্রথম বাহিনী তৈরি করেছিলেন। দেশভাগের পর বাংলাদেশে চলে যাওয়া উর্দুভাষী বিহারি মুসলিম এবং আর্থসামাজিকভাবে বঞ্চিত গরিবদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল রাজাকার বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধে সেই বাহিনী পাক সেনাকে সাহায্য করার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে থাকা মানুষজনের ওপর যে বীভৎস অত্যাচার করেছিল তার ইতিহাস এখনও অমলিন।

তাই আন্দোলনকারীদের মুখে রাজাকার নাম শুনে ক্ষুব্ধ হাসিনা বলেছেন, 'ওরা রাস্তায় লাশ পড়ে থাকতে দেখেনি। তাই নিজেদের রাজাকার বলতে গিয়ে ওদের লজ্জাও হচ্ছে না।' মুনতাসির বলেন, 'আদতে ওই শব্দটি ছিল রেজাকার। বাংলা ভাষায় সেটি হয়ে যায় রাজাকার। তারা পাকিস্তানি সেনার হয়ে খবর সংগ্রহ করত। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ত। স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠনগুলির অন্যতম ছিল রাজাকার। তাই রাজাকার শব্দটি এখনও নীচু চোখে দেখা হয়। সম্মানজনকভাবে নেওয়া হয় না।' পর্যবেক্ষকদের মতে, 'বর্তমান প্রজন্ম অতীত নিয়ে ভাবতে রাজি নয়। দেশে কাজের অভাব, দুর্নীতি তাদের এই আন্দোলনের পালে আরও হাওয়া দিয়েছে।

ভারতে ফিরলেন ৭৭৮ জন পড়ুয়া

বাংলাদেশ থেকে ভারতের পথে। শনিবার সীমান্তে।

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : কোটা বিরোধী আন্দোলনের জেরে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। নিরাপত্তা বাহিনী এবং আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সংঘর্ষে প্রতিদিনই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে সেদেশে পাঠরত ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপদে দেশে ফেরাতে সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। সাউথ ব্লকের তরফে শনিবার জানানো হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে এখনও পর্যন্ত ৭৭৮ জন ভারতীয় পড়ুয়াকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও প্রায় ৪ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া রয়েছেন।

ঢাকাস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের তরফে বাংলাদেশে পাঠরত ভারতীয় পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক সেদেশে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ওই সমস্ত ভারতীয় পড়ুয়াদের মধ্যে বেশ কিছুজন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তাঁদের যাতে নিরাপদে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয় সেইজন্য কেন্দ্রকে এদিন একটি চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা। দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনারকেও বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে।

বিদেশমন্ত্রক বলেছে, এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ৭৭৮ জন ভারতীয় পড়ুয়া দেশে ফিরে এসেছেন। এর পাশাপাশি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর দিয়ে দেশে ফিরেছেন আরও প্রায় ২০০ পড়ুয়া। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যাটা প্রায় ১৫ হাজার। ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহি, সিলেট ও খুলনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনও আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ভারতীয়দের নিরাপদে দেশে ফেরানোর কাজে সহযোগিতা করছে। মন্ত্রক বলেছে, 'অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক, অভিবাসন, স্থলবন্দর ও বিএসএফকেও এই কাজে লাগানো হয়েছে যাতে আমাদের দেশের নাগরিকরা সহজেই দেশে ফিরতে পারেন।' ভারতীয়দের পাশাপাশি নেপাল, ভুটান এবং মালদ্বীপের পড়ুয়াদেরও বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কোভিডে ভারতীয়দের গড় আয়ু কমেছে

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : করোনা মহামারি শুধু যে বিপুল সংখ্যায় মানুষের প্রাণই কেড়েছে তা নয়, রহস্যময় ভাইরাসের গণসংক্রমণ ভারতীয় জনগোষ্ঠীর গড় আয়ুও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি এই দাবি করা হয়েছে এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায়। 'সায়েন্স অ্যাডভান্সেস' জার্নালে প্রকাশিত ওই সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, কোভিড-১৯-এর ধাক্কায় ভারতের গড় আয়ু ২.৬ বছর কমেছে। যদিও ওই সমীক্ষার ফল মানছে না কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তারা সমীক্ষা প্রতিবেদনটিকে 'অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য' বলে খারিজ করেছে।

২০২০ সাল শুরু হওয়ার সময়েও কেউ আঁচ করতে পারেনি যে কী হতে চলেছে বর্ষশেষে! এরপর কোভিড মহামারি এল, দেখল এবং ধ্বংস করল গোটা বিশ্বকে। যে ক'টি দেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল, তার মধ্যে অন্যতম ভারত। বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা একধাক্কায় বেড়ে গেল অনেকটাই। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ভারতে মৃতের সংখ্যা বাড়ল ১৭ শতাংশ অর্থাৎ, ১১ লক্ষ ৯০ হাজার। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, কোভিড শুধু লোক মারেনি, আরও বড় ক্ষতি সে করেছে। সে ভারতীয়দের গড় আয়ুও অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকের আয়ু থেকে সে আড়াই বছরের বেশি সময় কেটে নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমীক্ষার ফল খারিজ কেন্দ্রের

গবেষণায় বলা হয়েছে, করোনায় সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে মুসলিম ও তপশিলি উপজাতির মতো আর্থসামাজিকভাবে দুর্বল ও বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির। একইসঙ্গে পুরুষদের চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মহিলাদের। মহিলাদের গড় আয়ু ৩.১ বছর এবং পুরুষদের ২.১ বছর কমে গিয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক অবশ্য সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফলকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছে।

এই গবেষণায় বেশ কয়েকটি পদ্ধতিগত ত্রুটি উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি, সমীক্ষকরা ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে করা জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস-৫) থেকে খাপছাড়াভাবে কিছু তথ্য নিয়ে গোটা দেশের গড় আয়ু পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন, যা যুক্তিপূর্ণ নয়। মন্ত্রকের আরও দাবি, এনএফএইচএস-এর নমুনা সার্বিকভাবে নিলে তা প্রতিনিধিত্বমূলক হত। কিন্তু ১৪টি রাজ্যের মাত্র ২৩% পরিবারের বিশ্লেষণ গোটা দেশের মৃত্যুহার ঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না।

মন্ত্রকের অভিযোগ, কোভিড মহামারির সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক সময়ে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন লেখার ফলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাছাড়া মৃত্যু পঞ্জিকরণ ব্যবস্থা (সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম) ভারতে আগের চেয়ে অনেক আধুনিক হওয়ায় ৯৯ শতাংশ মৃত্যুই এখন নথিভুক্ত হয়। সমীক্ষার ফলে এরও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

ফেরার অপেক্ষায় 'সাইবার ক্রীতদাসরা'

নম পেন ও নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : মোটা বেতনের চাকরির লোভে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু কম্বোডিয়ায় আসার পর প্রতারকদের কবলে পড়েছেন তাঁরা। ভিনদেশে তাঁদের জোর করে সাইবার প্রতারণার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৪ জন ভারতীয় 'সাইবার ক্রীতদাস'কে উদ্ধার করছে কম্বোডিয়ার পুলিশ। তাঁদের বেশিরভাগ উত্তরপ্রদেশে এবং বিহারের বাসিন্দা। বর্তমানে তাঁরা রয়েছেন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হেপাজতে। সেখান থেকেই ভারতে ফেরার জন্য মোদি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ওই ভারতীয়রা। কম্বোডিয়ার ভারতীয়

দূতাবাসের কাছেও আবেদন করেছেন। এখন শুধু সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার অপেক্ষা।

কম্বোডিয়ায় কাজ করতে যাওয়া পাঁচ হাজারের বেশি ভারতীয় সেখানে আটকে পড়েছিলেন বলে কয়েকমাস আগে জানা গিয়েছিল। কম্বোডিয়ায় পৌঁছনো মাত্র তাঁদের অধিকাংশের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় পাসপোর্ট। দৈনিক ১২ ঘন্টার বেশি কাজ করতে তাঁদের বাধ্য করা হত। নির্ধারিত কাজ করতে না পারলে ছুটি মিলত না, এমনকি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হত।

খবর সামনে আসার পর পাচারচক্রের খোঁজ শুরু করেন কম্বোডিয়ার গোয়েন্দারা। চলতি বছর চক্রের ৮ চাঁইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মার্চের গোড়ার দিকে ২৫০ জন ভারতীয়কে দেশে ফেরায় কেন্দ্র। তার পরই অনেক ভারতীয় কম্বোডিয়া থেকে দেশে ফেরার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সম্প্রতি ১৪ জন ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

কাল সংসদে আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট সংসদে পেশ হবে ২৩ জুলাই। তার আগের দিন অর্থাৎ ২২ জুলাই, সোমবার লোকসভায় আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর্থিক সমীক্ষা হল, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য বৃদ্ধির রূপরেখা প্রদানকারী একটি বিবরণ। এবারের আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টটি তৈরি করেছে কেন্দ্রের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরের নেতৃত্বাধীন বিশেষজ্ঞ দল।

বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে কেন্দ্রকে বারবার নিশানা করছে বিরোধীরা। সুর চড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। এই পরিস্থিতিতে আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টকে সামনে রেখে শাসকশিবির বাজেট পেশের আগে পালটা সুর চড়াতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। কিছুদিন আগেই ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল অর্থনীতি বলে জানিয়েছিল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। '২৫ অর্থবর্ষে ভারতের সম্ভাব্য জিডিপি বৃদ্ধির (৬.৮) পূর্বাভাসও সংশোধন করে ৭ শতাংশ করার কথা জানিয়েছে সংস্থাটি। একইভাবে রিজার্ভ ব্যাংকও জিডিপি'র ৭ শতাংশের পূর্বাভাস সংশোধন করে ৭.২ শতাংশ করেছে। এই পরিস্থিতিতে এবারের আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টে কর্মসংস্থান, জিডিপি বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো বিষয় গুরুত্ব পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছন্দে ফিরছে বিমান চলাচল

মুম্বই, ২০ জুলাই : মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার বিভ্রাটের ধাক্কা সামলে ক্রমশ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বিশ্বের নেটদুনিয়া। ছন্দে ফিরছে ব্যাংকিং ক্ষেত্র এবং শেয়ার বাজার। বিমানবন্দরগুলিতেও স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে। শুক্রবার মাইক্রোসফটের 'ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ'-এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল ভারতের উড়ান শিল্পে। এর জেরে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে উড়েছে কয়েক হাজার বিমান। বাতিল হয়েছে বেশ কিছু উড়ান। বিমানবন্দরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে বহু যাত্রীকে। যাত্রীদের হাতে লেখা বোর্ডিং পাস দিতে হয়েছে বিমান সংস্থাগুলিকে। শনিবার অবশ্য বিমান পরিষেবা পুরোদস্তুর চালু হয়ে গিয়েছে।

অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, রাত ৩টের পর থেকে সবকটি বিমানবন্দরের উড়ান পরিকাঠামো ঠিকভাবে কাজ করতে শুরু করেছে। গতকাল বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার ফলে বহু উড়ান স্থগিত রাখা হয়েছিল। সেগুলির অধিকাংশ নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি সূত্র জানিয়েছে, মাইক্রোসফটের 'ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ'-এর প্রভাবে শুক্রবার ডিজি যাত্রা ব্যবস্থা এবং বায়োমেট্রিক বোর্ডিং পরিষেবা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে সব যাত্রীর 'ম্যানুয়াল চেকিং'-এর জন্য বাড়তি সময় ব্যয় হয়। পরিষেবা সচল রাখতে বিমানবন্দর ও বিমান সংস্থাগুলিকে বাড়তি কর্মী মোতায়েন করতে হয়েছিল। এদিন সেই অবস্থা অনেকাংশে স্বাভাবিক হয়েছে।

যেসব বিমানযাত্রীর ভ্রমণ বিমা ছিল তাঁদের টিকিট বাতিলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছে বিমা সংস্থাগুলি। গো ডিজিট জেনারেল ইনস্যুরেন্সের চিফ মার্কেটিং অফিসার বিবেক চতুর্বেদী জানান, বিমানসংস্থাগুলির তরফে উড়ান বাতিল করা হলে তা ভ্রমণ বিমার আওতায় আসবে। যদি কোনও এয়ারলাইন্স নিজে থেকে বাতিল বিমানের যাত্রীদের ক্ষতিপূরণ দেয় তাহলেও সংশ্লিষ্ট যাত্রীরা বিমা সংস্থার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

বীরসা মুণ্ডাকে শ্রদ্ধা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। শনিবার রাঁচিতে।

ঝাড়খণ্ডে শাহি নিশানায় হেমন্ত

রাঁচি, ২০ জুলাই : জেল থেকে বেরিয়ে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দখল করলেও হেমন্ত সোরেনকে ছেড়ে কথা বলতে রাজি নয় বিজেপি। বরং বছরের শেষলগ্নে বিধানসভা ভোটের আগে দুর্নীতি সহ একাধিক অস্ত্রে জেএমএম, কংগ্রেস, আরজেডির জোট সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করার রাস্তা বেছে নিয়েছে গেরুয়া শিবির। শনিবার বিজেপির বর্ধিত কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ল্যান্ড জেহাদ এবং লাভ জেহাদে জড়িত।

শা বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীরা আদিবাসী মহিলাদের বিয়ে করছে। শংসাপত্র নিচ্ছে। জমি কিনছে।এর ফলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী জনসংখ্যা ক্রমশ কমছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি যদি ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয় তাহলে রাজ্যের আদিবাসী মানুষ এবং তাদের জমি বাঁচাতে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে।' জেএমএমের নেতৃত্বাধীন সরকারকে দেশের মধ্যে সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার বলেও আক্রমণ করেছেন অমিত শা। তিনি বলেন, 'কোটি কোটি টাকার জমি, মদ এবং খনি কেলেঙ্কারিতে জড়িত জেএমএমের নেতৃত্বাধীন সরকার। আমি দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলেছি। ২০২৪-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তে চলেছে ঝাড়খণ্ডে।' হেমন্তের পাশাপাশি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকেও নিশানা করেছেন শা। তিনি বলেন, লোকসভা ভোটে হেরে যাওয়ার পরও কংগ্রেস পরাজয় মানতে নারাজ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ওবিসিদের জন্য কাজ করছে বলেও দাবি করেছেন অমিত শা।

> অনুপ্রবেশকারীরা আদিবাসী মহিলাদের বিয়ে করছে। শংসাপত্র নিচ্ছে। জমি কিনছে। এর ফলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী জনসংখ্যা ক্রমশ কমছে।
>
> **অমিত শা**

হরিয়ানাতেও আপের গ্যারান্টি

চণ্ডীগড়, ২০ জুলাই : দিল্লি, পঞ্জাবের ধাঁচে এবার হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে জেতার জন্যও গ্যারান্টির বন্যা বইয়ে দিল আপ। অক্টোবরের দিকে হরিয়ানায় বিধানসভা ভোট। তার আগে শনিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা ঘোষণা করেছেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে হরিয়ানায় ২৪ ঘণ্টা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বেকারদের চাকরি এবং মহিলাদের প্রতিমাসে ১ হাজার টাকা করে ভাতা, সরকারি স্কুলগুলির উন্নয়ন, মহল্লা ক্লিনিক তৈরি করা হবে।

এদিন পঞ্চকুলায় সুনীতা বলেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার দিল্লি ও পঞ্জাবে একাধিক পরিবর্তন এনেছে। উনি হরিয়ানার হিসারে বড় হয়েছেন। কেউ সেদিন ভাবেননি উনি একদিন দেশের রাজধানীতে শাসন করবেন। এটা কোনও ছোট ব্যাপার নয়। অরবিন্দ কেজরিওয়াল শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন। উনি যা করেছেন তা বড় বড় নেতারাও করতে পারেননি।' হরিয়ানার ৯০টি আসনেই প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপ।

পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জম্মুতে ভারতীয় সেনাপ্রধান

জম্মু, ২০ জুলাই : জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোটের আগে একের পর এক জঙ্গি হামলার জেরে উদ্বিগ্ন ভারতীয় সেনা। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে শনিবার জম্মুতে আসেন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। এই নিয়ে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার জম্মুতে এলেন তিনি। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সদর দপ্তরে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন জেনারেল দ্বিবেদী। তাতে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ, সেনা, আধাসেনা এবং গোয়েন্দা বাহিনীগুলির শীর্ষ কর্তাও। প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বেশ কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিকও হাজির ছিলেন সেখানে।

১৬ জুলাই ডোডায় সেনা কনভয়ে হামলা চালিয়েছিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। তাতে ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা সহ চার সেনা শহিদ হন। জম্মুতে লাগাতার জঙ্গি হামলার নেপথ্যে কারা রয়েছে তা খুঁজে বের করতে মরিয়া সেনা। একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, হামলায় যে ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তাতে পাকিস্তান সেনার স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ বা এসএসজির হাত থাকতে পারে। মনে করা হচ্ছে, যারা হামলা চালিয়েছিল তারা হয় এসএসজির প্রাক্তন সদস্য, নয়তো এসএসজির কাছে প্রশিক্ষণ পাওয়া জঙ্গি।

জঙ্গি খুঁজতে নামল প্যারা কমান্ডো

গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় মার্কিন সেনা যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গিয়েছিল সেগুলিই এখন ঘুরপথে জম্মুতে হামলা চালানো জঙ্গিদের হাতে চলে এসেছে। নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি চালানো, বাইনোকুলার লাগানো মার্কিন এম-৪ কার্বাইন এবং চিনে তৈরি স্টিলের গুলি সাধারণ জঙ্গিদের হাতে থাকা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় ওই সুপ্রশিক্ষিত পাকিস্তানি জঙ্গিদের খোঁজে জম্মুতে প্রায় ৫০০ প্যারা কমান্ডো নামিয়েছে ভারতীয় সেনা। যে ৫০-৫৫ জন জঙ্গি জম্মু জুড়ে গত কয়েক মাস ধরে তাণ্ডব চালাচ্ছে তাদের নিকেশ অভিযানে আর কোনও ফাঁকফোকর রাখতে চাইছে না ভারতীয় সেনা। সেইসঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে ছায়াযুদ্ধ চালানোর জন্য একটি আস্ত ব্রিগেডও নামিয়েছে ভারতীয় সেনা।

খাবারে পেঁয়াজ, ভাঙচুর ধাবায়

লখনউ, ২০ জুলাই : যে আশঙ্কা করা হয়েছিল সেটাই শেষমেশ বাস্তবের রূপ নিল উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে। জেলার সিসৌনা ব্লকের দিল্লি-হরিদ্বার হাইওয়ের ধারে থাকা একটি ধাবার নিরামিষ খাবারে পেঁয়াজের টুকরো পাওয়ায় সেখানে ভাঙচুর চালাল একদল কাঁওয়ারিয়া। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। হরিদ্বারে গঙ্গা থেকে জল নেওয়ার জন্য যাচ্ছিল একদল কাঁওয়ারিয়া। দুপুরের মধ্যাহ্নভোজের জন্য তাঁরা ওই ধাবায় যান। তাঁদের যে নিরামিষ তরকারি দেওয়া হয় তাতে পেঁয়াজের টুকরো থাকার অভিযোগ তোলেন তাঁরা। এরপরই ওই কাঁওয়ারিয়ারা ধাবার কর্মীদের ওপর চড়াও হন। ভাঙচুর চালান। সম্প্রতি মুজফফরনগর পুলিশ একটি ফরমান জারি করে বলেছিল, কাঁওয়ার যাত্রাপথের ধারে থাকা সমস্ত খাবারের দোকানের সাইনবোর্ডে দোকানের মালিকের নাম লিখে রাখতে হবে। তা নিয়ে বিতর্কের জল গড়ালেও রাজ্যের

যোগীর ফরমানের জের

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।

তার মধ্যেই নিরামিষ খাবারে পেঁয়াজের টুকরো থাকা নিয়ে গোলমালের ঘটনায় স্থানীয় থানার স্টেশন হাউস অফিসার রোজেন্ট ত্যাগী বলেন, 'পুণ্যার্থীরা কাঁওয়ার যাত্রা চলাকালীন পেঁয়াজ, রসুন খান না। কিন্তু যখন দেখেন তাঁদের দেওয়া নিরামিষ তরকারিতে পেঁয়াজের টুকরো রয়েছে তখন মেজাজ হারান তাঁরা। আমরা তাঁদের শান্ত করেছি এবং যাত্রা জারি রাখার আবেদন করেছি।' ধাবার মালিক প্রমোদ কুমারের দাবি, বিভ্রান্তি থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, 'আমি গত কয়েকবছর ধরে এই ধাবাটি চালাচ্ছি। আমি জানতাম না যে পুণ্যার্থীদের খাবারে পেঁয়াজও চলে না। এবার থেকে ব্যবসা বাঁচানোর জন্য আমি এটা মাথায় রাখব।' যাঁরা ভাঙচুর চালিয়েছিলেন সেই মারমুখী কাঁওয়ারিয়া দলটির নেতা হরি ওম বলেন, 'আমরা প্রথমে রাঁধুনির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি পেঁয়াজ, রসুন ছাড়া রান্না করতে পারবেন কি না। উনি আমাদের জানিয়েছিলেন, পেঁয়াজ, রসুন ছাড়াই রান্না করবেন। তারপরও আমাদের খাবারে পেঁয়াজের টুকরো ছিল। আমাদের গ্রামে ভগবান শিবের মাথায় জল না ঢালা পর্যন্ত আমরা পেঁয়াজ, রসুন খাই না।'

এদিকে ডিএসপি (সদর) রাজীব কুমার সাব বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না হয় আমরা তা নিশ্চিত করব।'

করদাতাদের জন্য বড় ঘোষণার সম্ভবনা

কৌশিক রায়

তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার। এই দফায় প্রথম সাধারণ বাজেট ২৩ জুলাই পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর্থিক বৃদ্ধির হার ধরে রাখার পাশাপাশি গুরুত্ব পেতে পারে সামাজিক কল্যাণও। বাজেট থেকে করছাড় সহ একাধিক সুবিধা প্রত্যাশা করছেন দেশের করদাতারাও। দেখে নেওয়া যাক ২০২৪-এর বাজেটে কী কী থাকতে পারে-

অগ্রাধিকার

বিগত কয়েক বছরে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, চড়া মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারতের অর্থনীতি অনেক বেশি স্থিতিশীলতা দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র মতো উদ্যোগের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত সংস্কার, উৎপাদন বৃদ্ধি, ডিজিটালাইজেশন ইত্যাদির দিকে মনোনিবেশ করেছে। তবুও মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, রাজস্ব ঘাটতির মতো চ্যালেঞ্জ এখনও বর্তমান। নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় জোট সরকারের বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টাই থাকতে পারে এবারের বাজেটে।

সম্ভাব্য কর সংস্কার

■ **ব্যক্তিগত আয়কর :** এবারের বাজেটে সব থেকে বেশি চমক থাকতে পারে এই ক্ষেত্রে। মৌলিক ছাড়ের উর্ধ্বসীমা বর্তমানের ২.৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা বা তার বেশি করা হতে পারে। মূল্যবৃদ্ধির চড়া হার এবং বাজারে চাহিদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

■ **স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান :** ২০১৮-এ স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান পুনরায় চালু করা হয় এবং তার অঙ্ক হল ৫০ হাজার টাকা। এবার তা বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা বা ১ লক্ষ টাকা করা হতে পারে। চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের জন্য এটি বড় আশীর্বাদ হবে।

■ **৮০ সি ধারা :** ৮০ সি ধারায় আয়কর ছাড়ের উর্ধ্বসীমা বর্তমানে ১.৫ লক্ষ টাকা। এই সীমাকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হতে পারে। বিভিন্ন স্বল্প সঞ্চয় হার নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

কর্পোরেট কর

প্রকল্প এতে পুনরুজ্জীবিত হবে।

■ **কর কাঠামোর সরলীকরণ :** কর্পোরেট কর কাঠামো সরলীকরণের জন্য মোদি সরকার কাজ করে আসছে। গত বাজেটে নতুন উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির জন্য কার্যকর করের হার ১৫ শতাংশ কমানো হয়েছিল। এবার সেই হার পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। এর পাশাপাশি কর কাঠামো আরও সরলীকরণ করে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হতে পারে।

■ **স্টার্টআপ ইনসেনটিভ :** আর্থিক বৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য স্টার্টআপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে ট্যাক্স ছাড় সহ একাধিক সুবিধা দেওয়া হতে পারে।

■ **জিএসটি সংস্কার :** জিএসটি নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষোভ রয়েছে শিল্প মহলের। এবার সেই ক্ষোভ সামাল দেওয়ার উদ্যোগ নিতে পারে কেন্দ্র। বিশেষত ছোট এবং মাঝারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে জিএসটি ফাইলিং প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হতে পারে। বিভিন্ন অসংগতি মেরামত করা এবং আরও সুবিন্যস্ত করের

সমাজকল্যাণ ও ভরতুকি

■ **স্বাস্থ্য ও শিক্ষা :** কোভিড-১৯ অতিমারির পর স্বাস্থ্য খাত সরকারের কাছে অন্যতম অগ্রাধিকার হয়ে উঠেছে। তাই এই খাতে বরাদ্দ বাড়তে পারে। স্বাস্থ্যবিমার ক্ষেত্রেও উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। শিক্ষা খাতেও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে ডিজিটাল শিক্ষাকে।

■ **ভরতুকি এবং সরাসরি সুবিধা স্থানান্তর :** ভরতুকি আরও দক্ষতার সঙ্গে সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রত্যক্ষ সুবিধা স্থানান্তর (ডিবিটি)-এর সুযোগ প্রসারিত করা হতে পারে। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল কল্যাণমূলক

পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রিন এনার্জি

প্রকল্পগুলির সুবিধা সুবিধাভোগীদের হাতে পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

■ **পরিকাঠামো উন্নয়ন :** সড়ক, রেলপথ এবং নগরোন্নয়ন সহ পরিকাঠামোতে বিনিয়োগের ধারা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা বেশি। পিপিপি মডেল এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আরও জোর দেওয়া হতে পারে এবারের বাজেটে।

■ **গ্রিন এনার্জি :** ২০২৪-এর বাজেট গ্রিন এনার্জির প্রসারে একাধিক ঘোষণা হতে পারে। পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি) ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য কর সুবিধা দেওয়া হতে পারে। প্যারিস চুক্তিতে ভারত যে

ডিজিটাল ইকনমি এবং সাইবার নিরাপত্তা

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেই উদ্দেশ্যে গ্রিন এনার্জি উৎপাদন ক্ষেত্রে আরও চমক দেখাতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার।

ডিজিটাল ইকনমির প্রসারে প্রযুক্তিগত স্টার্টআপ এবং সাইবার নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগের জন্য ট্যাক্স ইনসেন্টিভ ঘোষণা করা হতে পারে। ডিজিটাল অর্থনীতিতে ডিজিটাল লেনদেন এবং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এই ক্ষেত্রে আরও সুবিধা দিয়ে বিনিয়োগ টানা কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকতে পারে।

বাজেট ২০২৪ এই মুহূর্তে দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু আর্থিক বৃদ্ধি নয়, প্রয়োজনীয় সামাজিক কল্যাণও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। চালিয়ে যেতে হবে আর্থিক সংস্কারও। মাথায় রাখতে হবে জোট সরকারের বাধ্যবাধকতাকেও। এতগুলি বিপরীতমুখী বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনাই তাই এবারে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হবে। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাজেটে ঘোষণা করা সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের দিকেও সবার নজর থাকবে।

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

কর ছাড় পেতে লগ্নি করুন ইএলএসএস ফান্ডে

শৈবাল দাশগুপ্ত

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করে ভালো রিটার্নের পাশাপাশি যদি কর ছাড় পেতে চান, তবে আপনার জন্য বিনিয়োগের সেরা মাধ্যম হতে পারে ইএলএসএস ফান্ড। যে কোনও করদাতাদের জন্য এই ফান্ডে বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ, আপনার আয় এবং প্রাপ্য রিটার্নের অনেকটাই কর দেওয়ার জন্য ব্যয় করতে হয়।

ইএলএসএস কী?

ইএলএসএস হল একটি ইকুইটি লিংকড সেভিংস স্কিম যা কোনও ব্যক্তিকে আয়কর আইন ১৯৬১-এ সেকশন ৮০ সি'র ধারায় ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করযোগ্য আয় কমায়। এই ধরনের ফান্ডগুলি তাদের ন্যূনতম ৮০ শতাংশ অ্যাসেট ইকুইটি এবং ইকুইটি সম্পর্কিত মাধ্যমে বিনিয়োগ করে।

ইএলএসএস ফান্ডের সুবিধা

■ **উঁচু রিটার্ন :** ইকুইটি লিংকড হওয়ার কারণে এই ধরনের ফান্ডগুলি থেকে বেশি রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আগামীদিনে সুদের হার কমলে কর-সাশ্রয়ী অন্যান্য প্রকল্প যেমন পিপিএস, এনএসসি ইত্যাদি থেকে রিটার্ন কমতে পারে। তাই ইএলএসএস ফান্ডে দীর্ঘমেয়াদে বড় অঙ্কের তহবিল গড়ে তোলা সম্ভব।

■ **লক-ইন পিরিয়ড :** ইএলএসএস-এর ন্যূনতম লক ইন পিরিয়ড ৩ বছর। অর্থাৎ আপনি যেদিন ইএলএসএস ইউনিট কিনবেন তার তিন বছর পরই আপনি তা তুলে নিতে পারবেন। কর- সাশ্রয়ী প্রকল্পের লক ইন পিরিয়ড ৫ বছর হয়।

■ **কর ছাড় :** মিউচুয়াল ফান্ডগুলি থেকে করা আয় করযোগ্য। কিন্তু ইএলএসএস ফান্ডে ১.৫ লক্ষ পর্যন্ত বিনিয়োগ কর ছাড়যোগ্য।

■ **এসআইপি :** ইএলএসএস আপনাকে একটি সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের মাধ্যমে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়। ফলে এককালীন অর্থ জমা করার সমস্যা থাকে না।

■ **বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিও :** ইএলএসএস তহবিলগুলি সাধারণত বিভিন্ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন ইকুইটিতে বিনিয়োগ করে। ফলে বাজারের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

কাদের বিনিয়োগ করা উচিত?

■ **নতুন বিনিয়োগকারী :** ইকুইটিতে বিনিয়োগ, ফান্ডে বিনিয়োগের সুবিধা এবং কার ছাড়- তিনটিই পেতে হলে ইএলএসএসে বিনিয়োগ আদর্শ হতে পারে। বিশেষত যাঁরা সদ্য বিনিয়োগ শুরু করবেন তাঁদের জন্য এই ফান্ড সেরা হতে পারে।

■ **চাকরিজীবী :** আপনি যদি বেতনভোগী কর্মচারী হন তবে কর ছাড় এবং উঁচু রিটার্ন দুই পেতে এই ফান্ড আপনার জন্য আদর্শ হতে পারে।

বিনিয়োগের আগে বিচার্য বিষয়

ইএলএসএস ফান্ডের তহবিল যেহেতু ইকুইটিতে বিনিয়োগ করা হয় তাই তা সর্বদাই ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিচার করে তবেই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এছাড়াও ফান্ডের রিটার্ন, ফান্ড হাউসের ইতিহাস, ব্যয়ের অনুপাত, ফান্ড ম্যানেজারের অতীত পারফরমেন্স, আগে টাকা তুলে নিলে জরিমানা হার ইত্যাদি বিষয়গুলি জেনে নিতে হবে।

সেরা কয়েকটি ইএলএসএস ফান্ড

নাম	রিটার্ন (৩ বছর) %
১) এসবিআই লং টার্ম ইকুইটি ফান্ড	৩৯.৯৯
২) মতিলাল অসওয়াল ইএলএসএস ট্যাক্সসেভার ফান্ড	৩৭.৯০
৩) কোয়ান্ট ইএলএসএস ট্যাক্সসেভার ফান্ড	৩৬.৮৩
৪) ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইএলএসএস ট্যাক্সসেভার ফান্ড	৩৫.৫০
৫) জেএম ইএলএসএস ট্যাক্সসেভার ফান্ড	৩৪.৭৩
৬) এইচডিএফসি ইএলএসএস ট্যাক্সসেভার ফান্ড	৩৪.৪৩
৭) ডিএসপি ইএলএসএস ট্যাক্সসেভার ফান্ড	৩২.৯৩
৮) এইচএসবিসি ইএলএসএস ট্যাক্স সেভার ফান্ড	৩১.৭৪
৯) ফ্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া ইএলএসএস ট্যাক্সসেভার ফান্ড	৩১.৬৯
১০) নিপ্পন ইন্ডিয়া ইএলএসএস ট্যাক্সসেভার ফান্ড	৩১.৩১
১১) কোটাক ইএলএসএস ট্যাক্সসেভার ফান্ড	৩০.৪৮
১২) কোয়ান্টাম ইএলএসএস ট্যাক্সসেভার ফান্ড	২৯.৫৮

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : বায়োকন

● **সেক্টর :** বায়োটেকনলজি এবং মেডিকেল রিসার্চ ● **বর্তমান মূল্য :** ৩৩৫ ● **এক বছরে সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ২১৭/৩৭৩ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৪০,২৪৪ কোটি ● **পি/ই :** ৩৯.৩৪ ● **ইপিএস :** ৮.৫২ ● **ফেস ভ্যালু :** ৫ ● **বুক ভ্যালু :** ৭৮.৮৭ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.১৫ ● **১ বছরে রিটার্ন :** ২৫.৬৪ শতাংশ ● **৫ বছরে রিটার্ন :** ৩৯.৪৯ শতাংশ ● **আরওই :** ৬.৪ ● **আরওসিই :** ৫.৯ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৪১৫

একনজরে

■ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে সংস্থায় আয় ৩৯১৭.১০ কোটি এবং নিট মুনাফা হয়েছিল ১৩৫.৫ কোটি টাকা।

■ দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্থা হ্যান্ডকের সঙ্গে সম্প্রতি চুক্তি করেছে বায়োকন। চুক্তি অনুযায়ী সিন্থেটিক লাইরাগ্লুটাইডের বাণিজ্যকরণের জন্য কাজ করবে তারা।

■ বায়োসিমিলারস তৈরির জন্য প্রায় ৮৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে সংস্থাটি।

■ বায়োসিমিলারস বিভাসিজুম্যাব তৈরির জন্য বায়োকনকে ছাড়পত্র দিয়েছে ইউরোপিয়ান মেডিকেল এজেন্সি।

■ ভারতে বায়োকন একমাত্র সংস্থা যারা জিএলপি-১ পণ্য তৈরি করে। কেন্দ্রীয় সরকার এই পণ্যের জন্য পিএলআই স্কিম আনতে পারে।

■ ঋণ পরিশোধের জন্য নন-কোর অ্যাসেট বিক্রির পরিকল্পনা করেছে বায়োকন।

■ ফুলফিলা, ওগিভ্রি, সেমগ্লি ইত্যাদি পণ্যের চাহিদা লাগাতার বাড়ছে।

■ জেনেরিক এপিআই ক্ষেত্রেও মার্কেট শেয়ার বাড়ছে বায়োকনের।

■ এরিস লাইফ সায়েন্সের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগও বায়োকনের ব্যবসা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে।

■ মার্কিন ড্রাগ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কড়াকড়ি বায়োকনের পণ্য বাজারজাত করতে বিলম্ব করতে পারে, যা সংস্থার আয়ে প্রভাব ফেলতে পারে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সর্বোচ্চ উচ্চতার নয়া রেকর্ড গড়েও সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিকে বড় পতনের সাক্ষী থাকল ভারতীয় শেয়ার বাজার। ১৯ জুলাই লেনদেন শুরু হয়ে যাওয়ার পরই সেনসেক্স ও নিফটি পৌঁছে যায় যথাক্রমে ৮১৫৮৭.৭৬ এবং ২৪,৮৫৪.৮০ পয়েন্টে। যা দুই সূচকের সর্বকালীন উচ্চতা। তারপরেই ধাক্কা লাগে শেয়ার বাজারে। দিনের শেষে সূচক সেনসেক্স ৮০৬০৪.৬৫ এবং নিফটি ২৪৫৩০.৯০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এই সংশোধনের প্রক্রিয়া আগামী দিনে আরও দীর্ঘ হতে পারে।

প্রথমে দেখা যাক, শেয়ার বাজারের এই রেকর্ড উত্থানের কারণ—

■ **তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র :** টিসিএস, ইনফোসিস ইত্যাদি প্রথমসারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির ভালো ফল লগ্নিকারীদের এক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়েছে। যা সূচকের রেকর্ড উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

■ **বিদেশি লগ্নি :** চলতি জুলাই মাসে ভারতীয় শেয়ার বাজারে ২৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি লগ্নি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। এই লগ্নি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে দুই সূচককে।

■ **ব্লু চিপ স্টক :** বুল রান চলায় লগ্নিকারীরা ভালো মানের ব্লু চিপ স্টক বিশেষত যেগুলির দাম সেভাবে বাড়েনি, তাতে লগ্নি করে চলেছেন। যার জেরে উত্থান হচ্ছে সেনসেক্স ও নিফটির।

■ **সুদের হার কমার আশা :** ৩০-৩১ জুলাই বৈঠকে বসবে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। এই বৈঠকে ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমানো হতে পারে। আশা করা হচ্ছে, চলতি বছরে ০.৫০-০.৭৫ শতাংশ এবং ২০২৫-এ ১.০০-১.২৫ শতাংশ সুদের হার কমাতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক।

শুক্রবার শেয়ার বাজারে যে বড় অঙ্কের পতন হয়েছে তার নেপথ্যে থাকা কারণগুলি হল—

■ **সাধারণ বাজেট :** ২৩ জুলাই বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার আগে সাবধানি পদক্ষেপ হিসেবে মুনাফা ঘরে তুলেছেন লগ্নিকারীরা।

■ **আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজার :** আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে সংশোধন শুরু হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **বিড়লা সফট :** বর্তমান মূল্য-৭২৩.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬২/৩৩৩, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৬৭০-৭০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯৯৮৫, টার্গেট-৮৪০।

■ **হিন্দ ইউনিলিভার :** বর্তমান মূল্য-২৭২৭.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৭০/২১৭২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৬৩০-২৭০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৪০৭৩৩, টার্গেট-৩০০০।

■ **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৪১৪.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৪/২০২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৩৯০-৪০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩২৩৩৪, টার্গেট-৫০০।

■ **কানাড়া ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১১২.৮৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৯/৬০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১০০-১০৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০২৩৯৮, টার্গেট-১৪৫।

■ **ক্যাস্ট্রল :** বর্তমান মূল্য-২৪৬.৯৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৮/১২১, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২২০-২৩২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৪৪২৫, টার্গেট-২৮০।

■ **বিপিসিএল :** বর্তমান মূল্য-৩০৩.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৪/১৬৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৮৫-২৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩১৮০৩, টার্গেট-৩৬০।

■ **ইউনিয়ন ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৩৫.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭২/৬৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১২০-১২৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৩৫৪৯, টার্গেট-১৬২।

■ **প্রযুক্তিগত ত্রুটি :** বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ত্রুটি বিভিন্ন সংস্থার ওপর বড় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যার আঁচ লেগেছে শেয়ার বাজারে।

■ **ভ্যালুয়েশন :** গত কয়েক বছরের লাগাতার উত্থানে বেশির ভাগ সংস্থার শেয়ারদর আকাশছোঁয়া হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মেই এর দর বেশি বলে মনে হচ্ছে লগ্নিকারীদের।

আগামী সপ্তাহে বাজেটের প্রভাবে অস্থির থাকবে শেয়ার বাজার। সংশোধনের প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘ হতে পারে। এই বিষয়ে বিবেচনা করেই পরিকল্পনা করতে হবে লগ্নিকারীদের। এই সংশোধন লগ্নির সুযোগও এনে দেবে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

আমেরিকার শেয়ার বাজারে সংশোধনের পর পতন ভারতীয় বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

আমেরিকার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন ইনডাইসেস যেমন ডাউজোন্স, ন্যাসড্যাক এবং এসঅ্যান্ডপি পরপর তিনদিন পতন দেখল। এর প্রভাব সরাসরি এসে পড়েছে বিভিন্ন এশীয় বাজার এবং সর্বোপরি ভারতীয় শেয়ার বাজারের ওপর। বৃহস্পতিবার নিফটি পুনরায় তার সর্বকালীন উচ্চতা ছোঁয় বিভিন্ন আইটি কোম্পানির ভালো ত্রৈমাসিক ফলের জন্য। কিন্তু নিফটি এবং সেনসেক্সের বাইরে বিভিন্ন লার্জ ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ শেয়ারে পতন শুরু হয়।

বিভিন্ন দেশের কোম্পানিগুলি চিনে নিয়মিত হারে সেমিকনডাক্টর চিপস সরবরাহ করছে বলে আমেরিকা তাদের ওপর অতিরিক্ত কর বসানোর হুমকি দিয়েছে। এর ফলে আমেরিকাতে এনভিডিয়া সহ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার দর পড়ে যায়। বিশেষত সব টেকনলজি স্টকগুলি।

ভারতে শুক্রবার নিফটি ২৬৯.৯৫ পয়েন্ট এবং সেনসেক্স ৭৩৮.৮১ পয়েন্টে পতন দেখে। যে কোম্পানিগুলিতে বড় পতন আসে তার মধ্যে রয়েছে পারসিসট্যান্ট, কামিন্স ইন্ডিয়া, এমসিএক্স ইন্ডিয়া, সম্বর্ধনা মাদারসন ইন্টারন্যাশনাল, ডিক্সন টেকনলজি, টাটা স্টিল, মানাপ্পুরম ফিন্যান্স, ডালমিয়া ভারত, হ্যাভেলস ইন্ডিয়া, ভেল, বিপিসিএল, জিএসডব্লিউ স্টিল, গেল, টাটা পাওয়ার ইত্যাদি। এরকম নয় যে, কেবল একটি বা কয়েকটি সেক্টরে সংশোধন এসেছে। আইটি সেক্টর বাদ দিলে সমস্ত সেক্টরের বিভিন্ন শেয়ারে পতন হয়েছে। অটোমোটিভ সেক্টরে পতন এসেছে ২.৫ শতাংশ, সিমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশনে ২.৪৭ শতাংশ, কনগ্লোমারেটস ১.৯৫ শতাংশ, কনজিউমার ডিউরেবলস ২.৩৮ শতাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস ২.৫১ শতাংশ, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ২.১১ শতাংশ।

আইটির মধ্যে টিসিএস ভালো ফল করেছে।

তাদের জুন, ২০২৪ কোয়ার্টারে মোট লাভ দাঁড়িয়েছে ১২,১০৫ কোটি টাকা। যা বিগত জুন, ২০২৩ কোয়ার্টারের ১১,১২০ কোটি টাকা লাভের তুলনায় ৯৮৫ কোটি টাকা বেশি। এর ফলে টিসিএস গত পাঁচটি ট্রেডিং দিনে ৬.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-এ টিসিএস বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৭৪ শতাংশ এবং বিগত এক বছরে টিসিএস বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪.২ শতাংশ। আরেকটি টেকনলজি কোম্পানি উইপ্রো জুন, ২০২৪ কোয়ার্টারে লাভ করেছে ৩,০৩৭ কোটি টাকা। জুন, ২০২৩-এ তাদের লাভ ছিল ২৬৬৭ কোটি টাকা। শুক্রবার উইপ্রোর শেয়ারে পতন আসে ২.৭৯ শতাংশ। এই বছরে উইপ্রো ১৮.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত এক বছরে উইপ্রো শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৩.৩২ শতাংশ। যদিও বিগত তিন বছরে উইপ্রোর দাম ২.৮৯ শতাংশ কমেছে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে সম্প্রতি যে পতন এসেছে তার পিছনে কয়েকটি কারণের মধ্যে অন্যতম হতে পারে আসন্ন পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় বাজেট। ২৩ জুলাই তা পেশ করা হবে। নজর থাকবে মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, কৃষি, শিক্ষা এবং পরিকাঠামো। এছাড়া ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরও আশায় তাকিয়ে থাকবে এই বাজেটের দিকে। রোবোটিক এবং অটোমেশন নিয়ে এই বাজেটে কিছু উল্লেখ থাকে কি না তার জন্যও অপেক্ষা করবে ভারতীয় বাজার। সরকার রিনিউয়েবল এনার্জি, ডিফেন্স, রেলওয়েজ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে তাদের পলিসি দীর্ঘায়িত করবে কি না তা দেখার অপেক্ষায় থাকবেন মানুষ। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে কিছু না করতে পারা টেক্সটাইল সেক্টরও হয়তো বা কিছুটা প্রত্যাশা করবে সরকারের কাছ থেকে। এছাড়া কনজিউমার কোম্পানিগুলিও আশায় থাকবে যে সরকার এই সেক্টরের জন্য কিছু করবে। মধ্যবিত্ত মানুষ যদি কিছু অতিরিক্ত কর ছাড় পেয়ে যান তবে তা কনজিউমার সেক্টরের জন্য দারুণ সদর্থক প্রমাণিত হয়ে উঠতে পারে। তবে কোনও কারণে কেন্দ্রীয় বাজেট মানুষের মনের মতো না হলে সামনের কয়েকদিন শেয়ার বাজারে আরও সংশোধন আসতে পারে বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

শুক্রবার সন্ধ্যায় রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ তাদের ফলাফল প্রকাশ করেছে এবং ফলাফল যে মোটেই ভালো হয়নি তা বলা চলে। জুন, ২০২৪-এ তাদের মোট লাভ দাঁড়িয়েছে ১৭৪৪৫ কোটি টাকা যা বিগত জুন, ২০২৩-এর জুন কোয়ার্টারের ১৮,২৫৮ কোটি টাকার তুলনায় ৮১৩ কোটি টাকা কম। এবং মার্চ ২০২৪-এর ২১২৪৩ কোটি টাকার তুলনায় ৩৭৯৮ কোটি টাকা কম। গত জুন কোয়ার্টারের তুলনায় তাদের সেলস বৃদ্ধি পেলেও তাদের অপারেটিং প্রফিট মার্জিন কমেছে। তাদের বিগত পাঁচ বছরে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো কিন্তু নেগেটিভ (-৩৯১৪৮ কোটি টাকা)। এটা রিলায়েন্সের খুব ভালো কোয়ার্টারলি ফলাফল হিসেবে পরিগণিত হবে না।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

টোটোই ভিলেন দুই শহরে

নম্বরহীনদের বিরুদ্ধে সরব নম্বরপ্রাপ্তরা

শিলিগুড়ির প্রধান রাস্তায় বহালতবিয়তে চলছে টিআইএন নম্বর ছাড়া টোটো। ছবি : সূত্রধর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরে রোজই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে টোটো। নম্বরযুক্ত টোটোর পাশাপাশি শহরে রেজিস্ট্রেশনহীন টোটোর দাপট সবচেয়ে বেশি। শহরের যত্রতত্র স্ট্যান্ড তৈরি থেকে যাত্রী ওঠা-নামা চলছেই। এবার রেজিস্ট্রেশনহীন টোটোর বিরুদ্ধে সরব হলেন নম্বরযুক্ত টোটোর চালকরা। অভিযোগ, রোড ট্যাক্স দেওয়ার পরও তাঁদের বারবার সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। নম্বরহীন টোটো আইন ভাঙলে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বা নম্বর যুক্ত টোটো চালকদেরই ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে। তাই, অবিলম্বে শহরে নম্বরহীন টোটো বন্ধের দাবি উঠেছে। শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি আবার পুরনিগমের ট্রাফিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাঁর কথায়, 'টোটো নিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করা হচ্ছে। সেটি তৈরি হলেই আমরা দ্রুত কার্যকর করব।'

শিলিগুড়িতে নম্বরযুক্ত ও নম্বর ছাড়া ২০ হাজারের বেশি টোটো রয়েছে। সংখ্যাটি রোজই একটু একটু করে বাড়ছে। শহরে মাত্র পাঁচ হাজার রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বা নম্বরযুক্ত টোটো থাকার কথা। কিন্তু সেই সংখ্যাটাও এখন প্রায় ১০ হাজার। শহরের বিভিন্ন শোরুম থেকেই মোটা টাকায় রেজিস্ট্রেশনযুক্ত টোটো বিক্রি হচ্ছে। শোরুম থেকে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বা নম্বরযুক্ত টোটোর চালকদের অভিযোগ, নিয়মিত রোড ট্যাক্স দিয়ে রাস্তায় চললেও প্রশাসন নানা সমস্যা তৈরি করছে। তাঁদের অভিযোগ, রেজিস্ট্রেশনহীন টোটো রাস্তায় যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠা-নামা করছে। রাস্তার একাংশজুড়ে স্ট্যান্ড তৈরি করে নিচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে পুলিশ বা পুরনিগম থেকে কোনও পদক্ষেপই করা হচ্ছে না। পথ চলতে ভুল করলে নম্বরযুক্ত টোটোর চালকদের ৫০০ টাকা স্পট ফাইন করা হচ্ছে। রোড ট্যাক্স জমা দিতে একদিন দেরি হলেই দিন প্রতি ৫০ টাকা করে জরিমানা দিতে হচ্ছে। অথচ তাঁরাই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন।

৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এমডি আমির দীর্ঘদিন ধরে শহরে টোটো চালাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'শিলিগুড়ি শহরে যখন টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) দেওয়া শুরু হয় তখন থেকে আমি টোটো চালাই। আমার টোটোর টিআইএন, রেজিস্ট্রেশন সব রয়েছে। এটাই মনে হয় কাল হয়েছে। পুলিশ সহজেই হেনস্তা করতে পারে। এখন দেখছি, নম্বর না থাকলেই ভালো হত। কেউ কোনও সমস্যা করত না।' এ

কই সুর শোনা গেল মহিলা টোটোচালক সুপ্রিয়া দাসের কণ্ঠেও। তাঁর কথায়, 'কষ্ট করে সংসার চালাতে টোটো চালানো শুরু করেছিলাম। আমার টোটোর সব কাগজপত্র রয়েছে। কিন্তু রাস্তায় চলতে গেলে আমাদেরই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়।' সতীর্থ রবি দাস, শম্ভু রায়দেরও একই বক্তব্য। তাঁদের যুক্তি, শহরে টোটো নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। সরকারের একটা নিয়ম তৈরি করে দেওয়া উচিত।

হাসপাতালে অবৈধ পার্কিং

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২০ জুলাই : ইসলামপুর শহরজুড়ে টোটোর দৌরাত্ম্য। শহরের বিভিন্ন মোড়ের মতো মহকুমা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের গেটের বাইরেও টোটোর অবৈধ পার্কিংয়ের অভিযোগ। এরফলে আপৎকালীন অবস্থায় রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে আসতে ও রেফারের পর অন্যত্র নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের। রোগী নিয়ে যাতায়াত করার আগে গেটের সামনের টোটোগুলিকে সরাতে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। অ্যাম্বুল্যান্সচালক অনন্ত রায়ের কথায়, 'ইমার্জেন্সির গেটের সামনে টোটো দাঁড় করানোয় আমাদের অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে যাতায়াত করতে খুব সমস্যা পড়তে হয়। সমস্ত পার্কিং হাসপাতালের পেছনে করার কথা থাকলেও আজও তা করা হয়নি। উলটে দিনে-দিনে অবৈধ পার্কিং বেড়েই চলেছে। রোগীদের স্বার্থে অবৈধ পার্কিং দ্রুত সরানো প্রয়োজন।'

সিকিউরিটি গার্ডরা থাকলেও গেটের সামনে দাঁড়ানো টোটোগুলিকে সরানো সম্ভব হয় না বলে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। কারণ গেটে কেউ না থাকলেই ভর্তি থাকা রোগীর পরিজনরা যখন খুশি হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে পড়েন। পাশাপাশি জরুরি বিভাগেও তাঁরা ভিড় জমান বলে কর্তৃপক্ষের দাবি। কর্মীর অভাবে এই সমস্যা সমাধানে পুলিশের সাহায্য নেওয়ার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ইসলামপুরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া সড়ক থেকে হাসপাতালে ঢোকার দুটি গেটে টোটো সহ অন্য অপ্রয়োজনীয় যানবাহন ঢোকা বন্ধ করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের কর্মীর অভাব থাকায় জেলার পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে পুলিশকর্মীদের সহায়তার কথা বলে সমস্যা সমাধানের আর্জি জানাব।'

ইসলামপুর হাসপাতালে জরুরি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে আছে টোটো।

> ইমার্জেন্সির গেটের সামনে টোটো দাঁড় করানোয় আমাদের অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে যাতায়াত করতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। রোগীদের স্বার্থে অবৈধ পার্কিং দ্রুত সরানো প্রয়োজন।
>
> **অনন্ত রায়,** *অ্যাম্বুল্যান্সচালক*

ইসলামপুর মহকুমার পাঁচটি ব্লকের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেশিরভাগ রোগী হাসপাতালে আনার কারণে এমনিতে হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স ও রোগীর পরিজনদের গাড়ির ভিড় লেগেই থাকে। তবে জরুরি বিভাগের সামনের এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের প্রয়োজন বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। বুধবার হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, কোনও রোগী বা রোগীর পরিজনকে ওঠাতে বা নামাতে নয়, কোনও কারণ ছাড়াই একাধিক টোটো জরুরি বিভাগের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রী না পেয়ে একটি টোটো সেখান থেকে বেরোতেই হাসপাতালের দু'দিক থেকে আরও দুটি টোটো এসে জরুরি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই ভাবেই দিনভর চলে টোটোর ভিড়। আর এই টোটোর ভিড় ঠেলে রোগী নিয়ে যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হয়। এ বিষয়ে ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা মহকুমা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বক্তব্য, 'সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

তৃণমূল নেতাকে মারধর

থানায় বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২০ জুলাই : আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলে বাগডোগরা থানায় বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মীরা। শনিবার দলের লোয়ার বাগডোগরা গোঁসাইপুর মণ্ডলের তরফে বাগডোগরা থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়। থানার ওসি পার্থসারথি দাস বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে।'

এদিনের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, লোয়ার বাগডোগরা গোঁসাইপুর মণ্ডল সভাপতি শিষ্ণু ওরাওঁ, আপার বাগডোগরা মণ্ডল সভাপতি সিদ্ধার্থ থাপা প্রমুখ। শংকর বলেন, 'এই রাজ্য অপরাধীদের আঁতুড় হয়ে গিয়েছে। শহরের বুকে একজনকে অপহরণ করে মারধর করা হয়েছে। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ওই ব্যক্তি। অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রয়েছে। তৃণমূলের এক প্রভাবশালী নেতার মদতে অভিযুক্তরা পালিয়েছে। পুলিশের কাছে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।'

১৫ জুলাই রাতে আইনজীবী তনুশ্রী কর্মকারের স্বামী রাজেশ দে সরকারকে বাগডোগরা স্টেশন মোড় থেকে অপহরণ করে দুষ্কৃতীরা। রাজেশ তৃণমূলের যুব নেতা। অভিযোগ, গোঁসাইপুর মিলনী ক্লাবের সামনে দুষ্কৃতীরা বেধড়ক মারধর করে রাজেশকে। সারা শরীরে গুরুতর আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন রাজেশ। ঘটনার দিনই ২ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু পরের দিন তাদের ছেড়ে দেয়। পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিজেপি।

রাজেশের স্ত্রী পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, 'তৃণমূল নেতা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ শাসকদলের প্রভাব খাটিয়ে অভিযুক্তদের ছাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। পুলিশ আনন্দকে সমর্থন করেছে।'

আনন্দের এমন পদক্ষেপে তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। নিজেদের দলের নেতাকে মারধর করার অভিযোগে বেজায় চটেছেন তৃণমূলের অন্য কর্মীরা। তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক-১ তৃণমূল সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'এবিষয়ে সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করব না।' অভিযুক্ত আনন্দের বক্তব্য, 'যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের চিনি না। তাদের ছাড়ার কথা আসছে কোথা থেকে। প্রশাসন তদন্ত করুক। তবে যারা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে তাদের বিরুদ্ধে আমি ব্যবস্থা নেব।'

বাগডোগরা থানায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিজেপির কর্মীরা। শনিবার।

> এই রাজ্য অপরাধীদের আঁতুড় হয়ে গিয়েছে। শহরের বুকে একজনকে অপহরণ করে মারধর করা হয়েছে। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ওই ব্যক্তি। অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রয়েছে। তৃণমূলের এক প্রভাবশালী নেতার মদতে অভিযুক্তরা পালিয়েছে।
>
> **শংকর ঘোষ** *বিধায়ক*

নেশাগ্রস্তকে ধরতে শিলিগুড়িতে হুলুস্থুল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : নেশাগ্রস্তকে বাগে পেতে হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল শহরে। শনিবার প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে বর্ধমান রোড বাসস্ট্যান্ড এবং ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে শোরগোল পড়ে যায়। নেশাগ্রস্তের ফোন থেকে তাঁর বাড়িতে ফোন করা হলে তাঁরাও যেন আকাশ থেকে পড়লেন। একজন বললেন, 'ছেলে এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে, ভাবতে পারিনি।'

শনিবার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গাড়ির চালকরা লক্ষ্য করেন দুই ব্যক্তি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন গাড়ি ভাঙতে শুরু করেছেন। কিছু বুঝে ওঠার আগে গাড়ির কাচে মেরে চিড় ধরিয়ে দিয়েছেন। গাড়ির একটা দিক পুরো তুবড়ে গিয়েছে। কী হয়েছে? প্রশ্ন করতে ওই ব্যক্তি গাড়িচালকদের মারধর করতে শুরু করেন।

এদিকে, ওই ব্যক্তির ওপর পালটা চড়াও হন স্থানীয়রা। এর মধ্যে স্থানীয়দের একটা অংশ মারপিট থামিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন, ঘটনাটি ঘটছে কেন? নেশাগ্রস্তের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন তাঁরা। মোবাইলে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলা হলে মোবাইল ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন তিনি। সবাইকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে বর্ধমান রোডের বাসস্ট্যান্ড এবং ট্যাক্সিস্ট্যান্ডজুড়ে শুরু হয় হুড়োহুড়ি। তার মধ্যে এক স্থানীয় ওই নেশাগ্রস্তের মোবাইল ছিনিয়ে বাড়ির সদস্যদের ফোন করার চেষ্টা করেন। জানা যায়, ওই ব্যক্তির বাড়ি কোচবিহারের মহিষবাথানে। বৃহস্পতিবার অফিসের মিটিংয়ের জন্য শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। এদিন কোচবিহারে ফেরার কথা ছিল। গাড়িচালক নওশাদ খানের গাড়ির কাচ ভাঙেন ওই ব্যক্তি। নওশাদের কথায়, সত্যি কথা বলতে এদিনের ঘটনার পর আর কিছু বলার নেই, থাকতে পারে না।'

এদিকে, ওই ব্যক্তিকে কিছুতেই বাগে আনতে না পারায় খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে ধরতে গেলে পুলিশকেও ছাড়েননি ওই ব্যক্তি। এরপর কোনওভাবে ওই ব্যক্তিকে গাড়িতে তুলে খালপাড়া ফাঁড়িতে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত হয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। ঘটনায় কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় পরে তাঁর পরিবারের সদস্যরা এসে ওই ব্যক্তিকে নিয়ে যান। যদিও ওই ব্যক্তি এতটা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কীভাবে? সেই প্রশ্ন মনে রেখেই বাড়ি ফিরলেন তাঁরা।

কয়লাবোঝাই ট্রাক দুর্ঘটনায়

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : রাস্তায় উলটে পড়ল কয়লার বস্তা বোঝাই ট্রাক। শুক্রবার গভীর রাতে সন্তোষীনগর মোড়ের কাছে বর্ধমান রোডে ঘটনাটি ঘটেছে। এর জেরে রাস্তার ধারে থাকা দুটো দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অজয় মাহাতোর বক্তব্য, 'চালক সন্তোষীনগর মোড়ে ট্রাক ঘোরাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় উলটে গিয়েছে।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ট্রাকে কয়লার বস্তা বোঝাই করে সে গুজরাট থেকে ভুটানে নিয়ে যাচ্ছিল। কোনওভাবে ভুল করে নৌকাঘাট থেকে শহরে ঢুকে পড়ে। সন্তোষীনগর মোড়ের কাছে রাস্তা থেকে ফুটপাথ এমনিতেই কিছুটা নীচে। কোনওভাবে চোখ লেগে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা।'

পাইপ ফেটে বিপত্তি

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শনিবার ভোরে চেকপোস্টের কাছে সেবক রোডে জলের মেইন পাইপ ফেটে বিপত্তি ঘটে। জলের ফোর্স এতটাই ছিল যে, সেটা রাস্তার একপাশ থেকে আরেকপাশে ফোয়ারার আকারে যেতে থাকে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ওই পাইপের লিকেজ ঠিক করা হয়।

মাসিকচর্চা

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : সালিশি সভার কুদৃষ্টান্ত নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে মাসিকচর্চা অনুষ্ঠিত হল। এদিন প্রাক্তন আধিকারিক অমল আচার্য বর্তমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় পর প্রশ্নোত্তর পর্ব করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শেষাদ্রী বসু।

শনিবার সেবক রোডে নতুন গাড়ির উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ছবি : তপন দাস

শহরেও পালসার এনএস৪০০জেড

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : দু'লক্ষ টাকারও কম দামে ৪০০সিসি'র বাইক নিয়ে এল বাজাজ। একাধিক চোখধাঁধানো ফিচার্সে পালসার এনএস৪০০জেড নিয়ে এসেছে বাজাজ। বাইকপ্রেমীদের কাছে যেসব সিরিজের বাইক প্রিয় তার মধ্যে পালসার অন্যতম। বাইকটিতে রয়েছে শক্তিশালী ৩৭৩সিসি সিঙ্গল সিলিন্ডার লিকুইড কুলড ইঞ্জিন, ১২ লিটার তেলের ট্যাংক। নজর দেওয়া হয়েছে চালকের সুরক্ষায়ও। দাম পড়ছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। নতুন বাইকটি সম্পর্কে শিলিগুড়ি অটো ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে শনিবার সেবক রোডে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে আগ্রহীরা টেস্ট ড্রাইভের সুবিধাও পেয়েছেন। সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর ললিত বিহানী বলেন, 'এমন ফিচার্সযুক্ত বাইক এত কম দামে পাওয়া রীতিমতো অবিশ্বাস্য। ক্রেতাদের কাছ থেকে খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

পাব ও বার নিয়ে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : গত কয়েকদিন ধরেই পাব ও বারকে কেন্দ্র করে নানা নিয়ম ভাঙার খবর সামনে আসছে। যার রেশ ধরে হুজ্জতির ঘটনা বেড়েই চলেছে সেবক রোডে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার রাতে সেবক রোডের সমস্ত পাব ও বার মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারী। বৈঠকে পরিষ্কারভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নিয়মকানুন মেনে চলা হয়।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার ভোররাতে সেবক রোডে গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তখনই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সারারাত পাব, বারের একাংশ চলার বিষয়টাও সামনে আসে। পরবর্তীতে ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশের তরফে সেবক রোডে অভিযান চালানো হয়। এই পরিস্থিতিতে এদিন এই বৈঠক হয়।

ব্যবসায়ী সমিতির রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির তরফে শনিবার রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সমিতির কার্যালয়ে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ২০৩ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতিকে শিবির পরিচালনায় সাহায্য করে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি গ্রেটার ইউথ। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সনৎ ভৌমিক, সম্পাদক সুজিত শীল, বিজয় গুপ্তা, তিলকচাঁদ আগরওয়াল, কিশোর আগরওয়াল সহ অন্যরা।

পুলিশের জালে এনজেপির দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : দুই বছর ধরে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় দাপিয়ে বাইক চুরি করেছে। শেষমেশ বিহারের চক্রের সঙ্গে বাইক চুরি করতে গিয়েই এনজেপির ভোলা মোড় এলাকার বাসিন্দা সঞ্জু দাস পুলিশের জালে জড়িয়ে পড়ল। সঞ্জুর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কোনও ট্র্যাক রেকর্ড ছিল না। অবাক হওয়ার বিষয় বলতে, সঞ্জুর হাত ধরেই শহরে ময়নাগুড়ির একটি চক্র চলছিল। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, এই দুষ্কৃতী 'সেন্ডার'–এর কাজ করত। এরপর বাইক ময়নাগুড়িতে বিক্রি করে দিত। সম্প্রতি মেডিকেল ফাঁড়ি এলাকার চুরি করা একটি বাইক সে মাত্র ১০ হাজার টাকায় ময়নাগুড়ির বাসিন্দা শাহিদ আলমকে বিক্রি করে দিয়েছিল। শাহিদ 'রিসিভার' হিসেবে এই চক্রটিতে জড়িয়েছিল।

শুক্রবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সঞ্জু সহ আরেক বাইক চোর বিহারের ধীরাজকুমার রামকে গ্রেপ্তারের ঘটনার পরই বিহার

বাইক চুরির চক্র ফাঁস

চক্রটির বিষয়টিও সামনে আসে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ আগে এই চক্রটির বিষয়ে সেভাবে অবগত ছিল না। ধৃত ধীরাজকুমার গত ১০ জুলাই সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বাইক চুরি করেছিল। পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে, সে ওই বাইক কাটিহারে বিক্রি করেছে। তদন্তকারীদের একটি দল শীঘ্রই কাটিহারে যাবে।

শহর ও শহর সংলগ্ন মাটিগাড়া এলাকায় দিনের আলোতেই একের পর এক বাইক চুরির ঘটনা কিছুদিন আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশ্যে এসেছিল। এরমধ্যেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও একের পর এক চুরির ঘটনায় শহরে আশঙ্কা ছড়ায়। মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ বাইক চোরদের ধরার জন্য ছদ্মবেশে নজর রাখতে শুরু করে। শুক্রবার রাত ১০টার দিকে পুলিশের নজরে আসে, দুজন ব্যক্তি এসে দুটি বাইক চুরির চেষ্টা করছে। এরপরই পুলিশ তাদের হাতেনাতে পাকড়াও করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের অনুমান, ধীরাজের রিসিভারও শহরে থেকেই কাজ করছে। মোবাইল ফোন ঘেঁটে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, গত কয়েকদিন ধরে ধীরাজ শহর ও শহর সংলগ্ন মাটিগাড়া এলাকাতেই ঘোরাঘুরি করেছে। শনিবার ধীরাজ, সঞ্জু ও শাহিদকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধীরাজ ও সঞ্জুকে পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে। শাহিদকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

পর্যটকদের গাড়িতে আবর্জনার ব্যাগ

পরিচ্ছন্নতার দিশা দেখাতে নির্দেশ সিকিম সরকারের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : পরিবেশ রক্ষায় নতুন পথে সিকিম। যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা দীর্ঘ বছর থেকেই নিষিদ্ধ পাহাড়ি রাজ্যটিতে। কিন্তু তারপরেও পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে জমতে থাকে আবর্জনার পাহাড়। তাই সতর্ক পাহাড় এবার থেকে পর্যটকদের গাড়িতে 'গারবেজ ব্যাগ' বাধ্যতামূলক করল। অন্যথায় যে জরিমানার কোপে পড়তে হবে, এক নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দিয়েছে সিকিমের পর্যটন দপ্তর।

এখন থেকেই পর্যটকদের গাড়িতে গারবেজ ব্যাগের খোঁজ চলবে। সেইসঙ্গে নজরদারি চালানো হবে পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে। এক নির্দেশিকা জারি করে এই কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন দপ্তরের প্রধান সচিব।

পর্যটকদের গাড়িতে গারবেজ ব্যাগের খোঁজ চলবে।

এরাজ্যের পর্যটন ব্যবসায়ীরা বলছেন, সিকিমের থেকে পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা নিতে পারে এরাজ্য। দার্জিলিং থেকে মিরিক, কার্সিয়াং থেকে কালিম্পং, এরাজ্যের পাহাড়ি পথের সর্বত্রই আবর্জনার স্তূপ দেখা যায়। কিছুদিন আগেই শিবখোলা থেকে কয়েক কুইন্টাল খালি মদের বোতল বস্তাবন্দি করে একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন। খালি মদের বোতলের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল প্রচুর সংখ্যক খালি জলের বোতলও। এমন ছবি সাধারণত সিকিমে দেখা যায় না। কিন্তু নজরদারি এড়িয়েও যে অনেক পর্যটক কয়েকটি এলাকাকে নোংরা করে তুলছেন, তা বুঝতে পারছেন পাহাড়ি রাজ্যটির প্রশাসনিক কর্তারা। তাই পর্যটকরা যে গাড়িতে চেপে ঘুরবেন, তাতে গারবেজ ব্যাগ রাখা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

> আবর্জনা কোথায় ফেলতে হবে, তার নির্দিষ্ট জায়গা আছে। কিন্তু এরপরেও কিছু এলাকা নোংরা হয়ে উঠছে। পর্যটকরা ওই এলাকাগুলি নোংরা করছেন বলে আমাদের সন্দেহ। তাই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
>
> **সিকিম পর্যটন দপ্তরের আধিকারিক**

সিকিম পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক বলছেন, 'আবর্জনা কোথায় ফেলতে হবে, তার নির্দিষ্ট জায়গা আছে। কিন্তু এরপরেও কিছু এলাকা নোংরা হয়ে উঠছে। পর্যটকরা ওই এলাকাগুলি নোংরা করছেন বলে আমাদের সন্দেহ। তাই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

চালকরা যাতে ব্যাগে থাকা আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলেন, সেই অনুরোধ করা হয়েছে। গাড়িতে গারবেজ ব্যাগ রাখা এবং পর্যটকরা যাতে সেখানে আবর্জনা ফেলেন, এই সংক্রান্ত প্রচার যাতে তাঁরা করেন, সে ব্যাপারে স্টেকহোল্ডারদের অনুরোধ করেছে সিকিম পর্যটন দপ্তর। সিকিমের প্রশাসনিক কর্তারা মনে করেন, এখন থেকে পরিবেশ রক্ষার ওপর জোর না দিল, অদূরভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি পড়তে হবে। এবার প্রশ্ন উঠছে, সিকিম থেকে কি শিক্ষা নেবে দার্জিলিং পাহাড়?

নকশালবাড়ি থানার সামনে আটক ডাম্পার। শনিবার। -সংবাদচিত্র

বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার আটক, ধৃত ২

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২০ জুলাই : ঘাট বন্ধ, অথচ রোজদিনই নদী থেকে বালি ও পাথর তুলে নিয়ে পাচার করা হচ্ছে বিহারে। নকশালবাড়িতে এধরনের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বাহুবলীরা কারবারে জড়িত থাকায় প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, 'সন্ধ্যা নামতেই নদীর ঘাটে ডাম্পারের লাইন পড়ে। আর্থমুভার, পকলিন বসিয়ে নদী থেকে বালি-পাথর তুলে ডাম্পারে লোড করা হয় অবাধে। পুলিশ কিংবা ভূমি দপ্তর, কোনও পক্ষের হেলদোল নেই।' স্থানীয়দের অভিযোগ, 'লভ্যাংশের ভাগ দিয়েই নাকি চুপ করিয়ে রাখা হয় কর্তাদের।'

এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার নকশালবাড়ি থানার পুলিশের অভিযানের নেপথ্যে অন্য অঙ্ক কষছেন স্থানীয়রা। দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে তৃণমূল কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতৃত্ব বর্তমানে কলকাতায়। সেদিন রাতেই থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পানিঘাটা মোড় এলাকা থেকে ডাম্পার দুটি আটক করে পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, 'এই রাস্তা দিয়ে রোজ বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পার যাতায়াত করে। এতদিন কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

এলাকার বাসিন্দা প্রতাপ সরকারের কটাক্ষ, 'শাসকদলের নেতাদের অনুপস্থিতিতে দুটি ডাম্পার আটক করে সাধারণ মানুষের সামনে নিজেদের তৎপরতা প্রমাণের চেষ্টা করছে পুলিশ।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'রোজ এই এলাকার নদীঘাট থেকে বালি, পাথর তুলে বাইরে পাচার করা হয়। প্রকাশ্যে বেআইনি কারবার চলছে। ডাম্পার, ট্রাক্টরের দৌরাত্ম্যে রাস্তায় চলাচল করতে পারি না। পুলিশকে বললেও ভ্রূক্ষেপ করেনি তারা।'

জালে জড়াল

- বিহার এবং মিরিকের বাসিন্দা দুই চালক গ্রেপ্তার
- একটি ডাম্পার পাথরবোঝাই, অপরটি বালির
- নাগাল্যান্ডের নম্বর প্লেটের ডাম্পারগুলো বেলগাছি থেকে বিহারের উদ্দেশে যাচ্ছিল
- মানঝা নদীতে পকলিন বসিয়ে বালি, পাথর তোলার অভিযোগ
- অভিযোগ, এই চক্রের মূল মাথা মাটিগাড়ার এক খনন মাফিয়া

এদিকে, ডাম্পার আটক করে পুলিশ বিহার এবং মিরিকের দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে। একটিতে ছিল পাথর, অপরটিতে বালি। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে সামগ্রী কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, নাগাল্যান্ডের নম্বর প্লেট বসানো ডাম্পারগুলো বেলগাছি থেকে বিহারের উদ্দেশে যাচ্ছিল। বেলগাছি চা বাগানের মানঝা নদীতে পকলিন বসিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বালি, পাথর তোলার অভিযোগ রয়েছে। ডাম্পার দুটি পাচারের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিল।

ধৃত দুই চালক, কিরোন প্রধান মিরিকের এবং মহম্মদ সারাফত হুসেন বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বাসিন্দা। অভিযোগ, চক্রের মূল মাথা মাটিগাড়ার এক খনন মাফিয়া। বালি, পাথর বিহারে পাচার করা হচ্ছিল তার নির্দেশেই। যদিও পুলিশ তাকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি। শনিবার দুই ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ।

নদীঘাট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দিনের পর দিন পাচার চলছে, সেব্যাপারে কথা বলতে দার্জিলিং জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশকে ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'পাচার রুখতে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

গুলমার বিতর্কিত রিসর্টে ফের কাজ শুরু

প্রথম পাতার পর

চা বাগানের শ্রমিকদের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে ওই জমিতে একটি প্রকল্প করা হবে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এই প্রকল্প করবে বলে ওই তৃণমূল নেতা জানিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতেই বাগান কোনও আপত্তি করেনি। কিন্তু পরবর্তীতে সেখানে বহুতল বাড়ি তৈরি হতে দেখা যায়। শাসকদলের শিলিগুড়ির শীর্ষস্থানীয় নেতার নাম যুক্ত থাকায় বাগান কর্তৃপক্ষ চুপ করে যায়।

এই রিসর্ট নিয়ে অভিযোগ ওঠার পর দার্জিলিংয়ের তৎকালীন জেলা শাসকের নির্দেশে জমি মাপজোখ করা থেকে শুরু করে নির্মাণকারীকে ডেকে শুনানিও হয়েছে। নিজের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে ওই তৃণমূল নেতা রিসর্টের পুরো দায়ভার মেয়ের উপরে চাপিয়ে দেন। তিনি দাবি করতে শুরু করেন, 'ওই রিসর্ট আমার মেয়ে তৈরি করছে। আমি কোনওভাবেই সেটার সঙ্গে যুক্ত নই।' যদিও প্রতিদিন ওই তৃণমূল নেতাকে রিসর্টে গিয়ে দিনভর কাজকর্ম দেখভাল সহ তদারকি করতে দেখা গিয়েছে। তিনি এই রিসর্টের পার্টনারশিপের কথা বলে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত নেতাদের কাছে প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০২২ সালের নভেম্বর মাসে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন ওই রিসর্টের নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই থেকেই পরিত্যক্ত বাড়ি হিসাবে তালাবন্ধ হয়ে ছিল রিসর্টটি। শনিবার দুপুরে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, ভিতরে বেশ কয়েকজন কর্মী কাজ করছেন। ভবনের সামনে হাত না দিয়ে পিছনে পলেস্তারা করা হয়েছে। চারটি তলেই রংয়ের কাজ চলছে। কার অনুমতি নিয়ে এই ভবনের নির্মাণকাজ ফের শুরু হল, সেই প্রশ্ন উঠছে।

গান্ধিগিরি।। *স্টেশন ফিডার রোডে হেলমেটবিহীন বাইক, স্কুটারচালকদের হাতে ললিপপ তুলে দিলেন ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা। সঙ্গে তাঁদের ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর পরে বলেন, 'সাধারণ মানুষ যাতে ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন হন, সেজন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালিয়ে থাকি বছরভর।' শনিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য*

জেরার মুখে প্রেমের সম্পর্ক কবুল ধৃতের

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ২০ জুলাই : নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন কাণ্ডে ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জেরা শুরু করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ। জেরা করে খুনের মোটিভ জানার চেষ্টা চলছে। জানা যাচ্ছে, ধৃত ওই তরুণ প্রথমে পুলিশ আধিকারিকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। নিজের জালেই জড়িয়ে পড়ছে সে। তাকে জেরা করে এই ঘটনায় প্রতিমুহূর্তে বেরিয়ে আসছে নতুন তথ্য।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হবিবপুর থানার একটি গ্রামে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে জলে ডুবিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। পরদিন খুনির ফাঁসির দাবিতে সরব হয় গোটা এলাকা। যদিও তৎপরতার সঙ্গে এই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার তাকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশি হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক।

হবিবপুর থানার একটি সূত্র জানাচ্ছে, তদন্তকারীদের জেরায়

নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খুন

ধৃত যুবক যা জানিয়েছে তা চমকে দেওয়ার মতো। জেরায় ধৃত জানিয়েছে, ওই ছাত্রীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি ওই কিশোরী তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছিল। তাই বাধ্য হয়ে তাকে পরিকল্পনা করে খুন করেসে। কিন্তু ধৃতের কথা সত্যি হলে ওই ছাত্রী কেন তার প্রেমিককে ধর্ষণের মামলার ভয় দেখাবে? প্রেমিকই বা কেন ভয় পাবে? তাছাড়া তাদের মধ্যে যদি সত্যিই প্রেমের সম্পর্ক থাকে, তবে ধর্ষণের প্রশ্নই বা ওঠে কীভাবে? এসবেরই উত্তর জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

জেরায় ওই তরুণ খুনের কথা স্বীকার করার পাশাপাশি জানিয়েছে, খুনের পর তার অনুশোচনা হয়। মেয়েটির চোখে মুখে জলের ছিটেও দেয়, যাতে সে বেঁচে যায়। কিন্তু তার এই বক্তব্য তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতেই বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে কয়েকদিনের জন্য হেপাজতে নেওয়া ধৃত তরুণের মুখ থেকে খুনের মোটিভ বের করতে খুব বেশি তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না তদন্তকারীরা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁরা কতটা সফল হন, এখন সেটাই দেখার।

নগ্ন ছবি ভাইরাল, গলায় ফাঁস কিশোরীর

রায়গঞ্জ, ২০ জুলাই : প্রেমিকার নগ্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দিয়েছিল প্রেমিক। লজ্জায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল কিশোরী প্রেমিকা। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার একটি গ্রামে। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির পেয়ারা গাছে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় সে। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ শুক্রবার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠায়।

নবম শ্রেণির পড়ুয়া মৃত ওই কিশোরীর বয়স ১৪ বছর। এক বছর আগে গ্রামেরই এক তরুণের প্রেমে পড়ে সে। সেই সম্পর্ক গড়ায় শরীরে। সম্প্রতি ওই কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। প্রেমিক তাকে গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট খাওয়ালে প্রচণ্ড রক্তপাত শুরু হয় তার। অভিভাবকরা তাকে নিয়ে যান এক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। তখনই গোটা ঘটনা জানতে পারে সবাই। গত ১৭ জুলাই কিশোরীর অভিভাবকরা ওই তরুণের বাড়িতে গিয়ে কথা বলেন। সেই সময় নিজেদের প্রেমের সম্পর্ক মানতে চায়নি ওই তরুণ। শুধু তাই নয়, এরপর সে কিশোরীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। সেই লজ্জায় আত্মঘাতী হয় কিশোরী।

প্রয়াত লোপসাং

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কার্যনির্বাহী সভাপতি লোপসাং লামা (৬২) প্রয়াত হয়েছেন। শনিবার শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ২০১২ সালে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) নির্বাচনে ৪৫ নম্বর সমষ্টি থেকে জয়ী হয়ে তিনি জিটিএ-র চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছিলেন। পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন তিনি। তবে, পাহাড়ে পালাবদলের পরেও মোর্চা ছাড়েননি বিমল গুরুং-ঘনিষ্ঠ এই নেতা। পরিবার সূত্রের খবর, দু'দিন আগে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ায় তাঁকে শিলিগুড়িতে এনে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অ্যাপেনডিক্স সহ অন্য সমস্যা ধরা পড়ে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় এদিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তৃণমূলকে সাম্প্রদায়িক তকমা

অধীরের বক্তব্যে সহমত সুকান্ত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : রাজ্যের শাসকদল তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে ফের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর পাশে নরম সুরে বালুরঘাটের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাহলে তিনি কোনও বার্তা দিতে চাইছেন কিনা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে নয়াদিল্লির রাজনৈতিক মহলে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, অধীরের দুঃসময়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্তর পাশে থাকার বার্তায় বঙ্গ রাজনীতিতেও কি কোনও সম্ভাবনার পথ তৈরি হচ্ছে?

১৯৯৯ থেকে ২০১৯, পরপর পাঁচবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন অধীর চৌধুরী। এতদিন বহরমপুরে অধীরের রাজত্বে কেউ থাবা বসাতে পারেনি। কিন্তু এবার হেরে গিয়েই অধীর চৌধুরীর মুখে শোনা গিয়েছে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির কথা। নয়াদিল্লিতে সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাতেও হারের কারণ হিসেবে অধীর চৌধুরী জানিয়েছেন, 'আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চক্রান্তের শিকার।' এবার সেই একই সুর শোনা গেল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের গলাতেও। তবে এটাই প্রথমবার নয়, এর আগেও একাধিকবার তিনি অধীর চৌধুরীর প্রতি নরম সুর প্রকাশ করেছেন।

নয়াদিল্লিতে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন, 'অধীর চৌধুরীর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বেলডাঙায় তৃণমূলের বিধায়ক সাম্প্রদায়িক বিবৃতি দিয়েছিলেন লোকসভা ভোটের সময়। সেইসময় ওই এলাকার মুসলিম ভোটারদের নিয়ে মেরুকরণের রাজনীতি করা হয়েছিল, যার প্রভাব পড়েছে অধীর চৌধুরীর ভোটের ফলাফলে।' এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি রাজ্য বিজেপি সভাপতি আগামী দিনে অধীর চৌধুরীর জন্য কোনও আলাদা সমীকরণের বার্তা দিতে চাইছেন?

তরুণের মৃত্যু

গোয়ালপোখর, ২০ জুলাই : পথ দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার ঘটনাটি ঘটে গোয়ালপোখর থানার ঠুটিপাকরে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম বুদ্ধদেব সিংহ (৩০)। তিনি চাকুলিয়া থানার গোয়ালডোবের বাসিন্দা ছিলেন।

জেলার খেলা

বিবাদীর ফুটবল শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : বিবাদী সংঘের অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের ফুটবল রবিবার শুরু হবে। সংঘের সচিব দীপঙ্কর দেবনাথ জানিয়েছেন, বিবাদীর মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজকদের ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে নামবে রায় ফুটবল অ্যাকাডেমি। প্রতিযোগিতার বাকি দলগুলি হল উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টার, দীনদয়াল ফুটবল কোচিং সেন্টার, হিমালি বোর্ডিং স্কুল, মর্নিং সকার কোচিং সেন্টার, এসআইটি নর্থবেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি, নেতাজি ফুটবল কোচিং সেন্টার, ওয়ারিয়র্স এফসি, দেশবন্ধু তরাই মর্নিং ফুটবল ক্লাব, সরোজিনী ফুটবল কোচিং সেন্টার, নকশালবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও বিড়লা ফুটবল অ্যাকাডেমি। এছাড়াও সিনিয়ারদের ১৬ দলীয় দুইদিনের ফুটবল ১০ ও ১১ অগাস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

চ্যাম্পিয়ন গুড শেফার্ড

বাগডোগরা, ২০ জুলাই : সিআইএসসিই-র আঞ্চলিক থ্রো বলে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে টানা তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হল বাগডোগরার গুড শেফার্ড স্কুল। খিদিরপুরে শনিবার ফাইনালে তারা ১৫-৮, ১৫-১১ পয়েন্টে কলকাতার জিডি বিড়লা স্কুলকে হারিয়েছে। শেফার্ডের সঞ্চিতা এক্কা, প্রিয়াঞ্জলী ওরেয়া, ইয়াসিকা চৌধুরী, সোনিকুমারী ওঝা, আরাধ্যা সাধু ও সেবিকা মিঞ্জ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

সভাপতি কাজল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের নতুন সভাপতি হলেন কাজল সরকার। কার্যনির্বাহী সভাপতি হিমাদ্রী দে। সহ সভাপতি রবিন মজুমদার, কমলেন্দু গুহ, প্রদীপ সরকার ও রবীন্দ্র সিং। সচিব শংকর সরকার। সহসচিব দেবব্রত দাস ও বিশ্বব্রত সান্যাল। কোষাধ্যক্ষ নচিকেতা বিশ্বাস।

শহিদ সভার মঞ্চে আজ অখিলেশ

প্রথম পাতার পর

যদিও সেজন্য কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করার সম্ভাবনা নেই আপাতত। কিন্তু কংগ্রেসের সব কথা মেনে চলার পক্ষপাতীও তৃণমূল নেত্রী নন। বরং আরও অনেক দলকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসের ওপর সবসময় কিছু চাপ রেখে চলার মনোভাবের কারণে এবারের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ ভিন্ন রাজনীতির ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠতে পারে। গত লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিপুল সাফল্যের পরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এবারের শহিদ সমাবেশেই পালিত হবে দলের বিজয় দিবস।

যে কারণে সারা রাজ্য থেকে রেকর্ড সংখ্যক লোক আনতে দলের জেলা নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো অনেকে পৌঁছেও গিয়েছেন। জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে চলার বার্তা ছাড়া নিজের দলের জন্য মমতার বেশকিছু ঘোষণা থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই জমি জবরদখল, বালি পাচার ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি কিছু কড়া পদক্ষেপ করেছেন। তাঁর সরকার উত্তরবঙ্গের দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তারও করেছে।

এর পরের পদক্ষেপ নিয়ে রবিবার তিনি কী বলেন, সেদিকে এখন তাকিয়ে তৃণমূলও। রাজনৈতিক মহলের নজরও সেদিকে। দলের কিছু কর্মসূচিও এই সমাবেশে মমতা ঘোষণা করতে পারেন।

রোগীমৃত্যুর জেরে হাসপাতালে বিক্ষোভ

রায়গঞ্জ, ২০ জুলাই : শনিবার রাতে এক গৃহবধূর মৃত্যুতে উত্তেজনা ছড়াল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃতার পরিজনের অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতির জন্য তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত বধূর নাম শিপ্রা পাল (২২)। বাড়ি করণদিঘি থানার ডুগিভিটা, পালপাড়া এলাকায়।

ওই বধূকে এদিন বিকেল ৫টায় প্রবল জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ভর্তির দু'ঘণ্টা পরও ওই গৃহবধূর সঠিক চিকিৎসা করা হয়নি বলে অভিযোগ। এছাড়াও শিপ্রা গরমে ছটফট করছিলেন। বারবার রোগীর পরিবারের তরফ থেকে ফ্যানের ব্যবস্থা করার কথা বললেও তা হয়নি। তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়নি। রাত ১০টা নাগাদ ওই রোগীর মৃত্যু হয় বলে পরিবারের লোক জানান। এরপর রোগীর বাড়ির লোকজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

মলের নিয়ন আলোয়

প্রথম পাতার পর

বিশেষ করে বিহারের মানুষের এখানে আনাগোনা। শনি ও রবিবার সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। অনেক রাত পর্যন্ত মলে দেহব্যবসা চলে। বডি স্পা শুধু নামেই লেখা।'

শিলিগুড়ির সেবক রোডে আগে বিভিন্ন মলে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু সেবক রোডের মলগুলিকে পেছনে ফেলে এখন দেহব্যবসায় রমরমা মাটিগাড়ার মলটিতে। অভিযোগ, স্পায়ের সঙ্গে যোগ রয়েছে মলের কয়েকটি পাবের। রাতে পাব থেকে বেরিয়ে অনেকে সোজা স্পা-তে চলে যাচ্ছে। এর আগেও একাধিকবার অভিযান চলেছে এখানকার স্পাগুলিতে। গ্রেপ্তারও হয়েছে বেশ কয়েকজন। কিন্তু তারপরও রমরমিয়ে চলছে ব্যবসা।

মলটিতে শপিং করতে আসা শিলিগুড়ির বাসিন্দা সঞ্চিতা সরকার, বিক্রম সরকারদের কথায়, 'শহর যেন অবৈধ কারবারে ভরে গিয়েছে। এ জিনিস বন্ধ হওয়া দরকার।' শহরের মধ্যে স্পায়ের আড়ালে এভাবে দেহব্যবসা চললেও কেন পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না? পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'অভিযোগ এলে সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিতভাবে দেখা হবে।'

মলটির সিনিয়ার ম্যানেজার মহেশ গুরুংয়ের সঙ্গে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

জয়ন্তকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা

জলপাইগুড়ি, ২০ জুলাই : জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়কে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হল। শনিবার থেকে তাঁর পাশে দেখা যাবে সিআইএসএফ জওয়ানদের। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জয়ন্তর সঙ্গে ছিল রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা। লোকসভা নির্বাচনের পরে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হল। এ প্রসঙ্গে জয়ন্ত বলেন, 'এই নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত। একজন অফিসার এবং তিনজন জওয়ানকে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে যেহেতু একাধিকবার হামলার মুখে আমাকে পড়তে হয়েছিল। হয়তো সেই কারণে বিচার বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

মেয়েকে বিলিয়ে দিতে চান সেই মা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : এ যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি! মাসছয়েক আগে আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় এক মহিলাকে দেখা গিয়েছিল, বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাচ্চাকে কারও হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে। শনিবার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে দেখা গেল সেই একই চিত্র। সন্তানকে কোলে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন মা। উদ্দেশ্য, কোনও পরিবারের হাতে তাকে তুলে দিয়ে তার ভরণ-পোষণের চিন্তা মেটানো। একইরকম ঘটনা। সময় আর স্থান একটু আলাদা। কিন্তু পাত্রী সেই একই। গত ফেব্রুয়ারি মাসের সেই মহিলাই আবার আলিপুরদুয়ার শহরে এসেছেন সন্তানকে কারও না কারও হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।

সেই মায়ের বাড়ি নাগরাকাটায়। সেদিন যেমন শেষপর্যন্ত এলাকার লোকজনের কাছে খবর পেয়ে সেই মহিলাকে সন্তান সহ বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল পুলিশ, এদিনও তেমন তাঁকে ও তাঁর সন্তানকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে আরপিএফ। আরপিএফ অফিসেই তাঁদের প্রাথমিক সেবাশুশ্রূষা করার পর জিআরপির মাধ্যমে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার দীপককুমার চৌধুরী বলেন, 'স্টেশন এলাকা থেকে শিশু সহ মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। পরে জিআরপির মাধ্যমে সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

ওই গৃহবধূর কথায়, 'শ্বশুরবাড়িতে কেউ থাকে না। এর আগে পুলিশ ও প্রশাসন আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। সেই থেকে একাই থাকি। বৃষ্টিবাদলে কাজ করতে পারি না। ওর খাবার জোগাড় করতে পারি না। একরকম বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সেই অসহায় মায়ের কথায়, 'আমার মেয়েটা যাতে ভালো থাকে, তাই কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বা আশ্রমের হাতে তুলে দিতে চাইছি।'

নাগরাকাটায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু স্বামী ঘর ছাড়ার পর বাড়িতে কেউ থাকেন না। একলা শিশুকন্যাকে নিয়ে কোথায় যাবেন, কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না সেই বধূ। যখন যা কাজ পান, কন্যাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে করেন। তিনি বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করলে, সন্তানও ভেজে। অসুস্থ হয়।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন চত্বরে সন্তান সহ সেই মহিলা।

এখন বৃষ্টি হলে মেয়ের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে কাজে যেতে পারেন না। কাজে না গেলে তো খাবার জোটে না। সেই মহিলার কথায়, 'নিজের খাবার না জুটলে তাও ঠিক আছে। কিন্তু মেয়ের বয়স এখন ৯ মাস। ওকে কী খেতে দেব তাহলে? ওর দেখভাল করতে গিয়ে কাজ করতে পারছি না।'

এদিন তাঁকে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন চত্বরে ট্রলি ব্যাগ ও কোলের শিশুকে নিয়ে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তারপর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যায়, শিশুটিকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। মা ও সন্তান, দুজনেরই নাকি গত কয়েকদিন খাওয়াদাওয়া হয়নি। একথা জানার পরেই দুজনের খাবারের ব্যবস্থাও করে আরপিএফ। সিডব্লিউসি'র আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'শিশু সহ এক মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। কাউন্সেলিং করার প্রয়োজন রয়েছে।'

গত সপ্তাহে দেশজুড়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল আম্বানিবাড়ির বিয়ে। বাঙালিদের বিয়েবাড়ির ধারণা তো পালটে গিয়েছে বহুদিন। সংগীত জায়গা করে নিয়েছে বাসরজাগার গানকে সরিয়ে। নানা প্রথায় লেগেছে সর্বভারতীয় রং। সবচেয়ে পালটে গিয়েছে বিয়েবাড়ির খাবারের পদ, খাবারের স্টাইল। এবার রংদার রোববারে সেই খাওয়াদাওয়ার কথা।

১৬
গল্প
মাধবী দাস

১৭
ধারাবাহিক অলীক পাখি পর্ব-১২
বিপুল দাস
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৮
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পর্ব-৬ : পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : কল্যাণময় দাস, তিস্তা, রঞ্জনা রায়, প্রশান্ত দেবনাথ, আভা সরকার মণ্ডল, বিপুল আচার্য ও প্রদীপ কুমার দাস
সপ্তাহের সেরা ছবি

কার্টুন : অভি

বিয়েবাড়ির ভোজ

বিদায় দই-রসগোল্লা, স্বাগত বাকলাভা-সুশি

হ্যাঁহ্যাঁ দদ্দ্যাৎ হুঁহুঁ দদ্দ্যাৎ

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

শিল্পপতি-পুত্রের তারকাখচিত বিয়ের আসরের দৃষ্টিকটু বৈভবের আস্ফালন ফুটে উঠল সংবাদমাধ্যমে। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে মিশেলিন স্টার খচিত নানা রেস্তোরাঁর ভুবনবিখ্যাত সব শেফদের রাঁধা রাজকীয় ভোজের এলাহি আয়োজনের বিবরণে অবসাদ ছড়াচ্ছে। তখনই বহু যুগের ওপার হতে চোখের সামনে উদয় হল একটি বাক্য – 'ঘটা করে খাওয়াবেন না।' ১৯৫১ সালের 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল বিবাহ সহ বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানে অতিথি নিয়ন্ত্রণ বিধি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে। প্রেক্ষিত আলাদা হলেও ভাবতে ইচ্ছে করে, সহবত শেখানোর এই চেতাবনিটি যদি আজ চটক-সর্বস্ব, ভোগবাদী সমাজের প্রদর্শন-স্পৃহাকে স্তিমিত করার কাজে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হত! বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা সূচকে দেশ যখন আরও কয়েকটি ধাপ নেমেছে, তখন ঐশ্বর্যের কুক্ষিগত রূপ অনেকের বিবেচনায় বড় অশ্লীল।

ধনাঢ্য শিল্পপতির পরিবারের কথা বাদ দিলেও আধুনিক সমাজে সাধ্যমতো বিত্ত ও ক্ষমতার জৌলুস জাহির করে লৌকিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানকে একেবারে হিসেবমাফিক 'কোরিওগ্রাফড ইভেন্টে' রূপান্তরিত করাই এখন দস্তুর। কোভালাম, হৃষীকেশ, জয়পুর, গোয়া কিংবা খাজুরাহোয় 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিং'ই হোক বা নিজের শহরেই প্রশস্ত লন সংযুক্ত বিলাসবহুল কোনও ওয়েডিং হল। বিয়ের ভোজ হতে হবে অনুষ্ঠানের জাঁকের সঙ্গে তাকলাগানো ফ্যাশন দুরস্ত। স্রেফ পোলাও, বিরিয়ানি, কষা মাংসের মতো সাবেক মেনুতে আর মন ভরছে না। এখন জাতে উঠতে হলে অতিথিদের সামনে হাজির করা চাই হরেক কিসিমের গ্লোবাল ক্যুইজিন। নামকরা কেটারারকে বরাত দিয়ে তাই রাখা হচ্ছে লাইভ স্যালাড বার, মেক্সিকান ট্যাকো থেকে শুরু করে বার্মিজ খাও সুয়ে বা কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন। কোরিয়ান বা জাপানিজ পদ রাখলে এখন মান বাড়ে। তাই অনেক নেমন্তন্ন বাড়িতে বুফে কাউন্টারের আকর্ষণ বাড়াচ্ছে সুশি, কোরিয়ান বিবিম্বাপ, টার্কিশ কাবাব। দই, রসগোল্লার জায়গায় এখন বাকলাভা ও চকোলেট জাতীয় নানা ডেসার্ট ও ফলের কুচি দেওয়া আইসক্রিম।

উচ্চকিত এই বিলাসের বিপরীতে পুরোনো আমলের বিয়েবাড়ির চেহারাটা আপাতভাবে একেবারে সাদামাঠা মনে হলেও সেখানে ছিল না মেকি দেখানেপনা, ছিল সাধ্য অনুযায়ী আপ্যায়নের আন্তরিকতা। মনোরম সেই ছবিটি সুকান্ত ভট্টাচার্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর 'বিয়েবাড়ির মজা' কবিতায়। বিয়েবাড়ির ব্যস্ততা, হইচই, চ্যাঁচামেচি ও আনন্দ উল্লাসের মধ্যেই ভেসে আসত সানাইয়ের সুর, ছড়িয়ে পড়ত আলোর রোশনাই। একধারে তৈরি হত নানান খাবার, বাতাসে ভেসে বেড়াত লুচি ভাজার সুঘ্রাণ। অন্দরমহলে চলত কনে সাজানো আর তারই মাঝে অতিথিরা আসতে শুরু করলে প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে কর্তামিশাই বলে উঠতেন, 'আসুন, আসুন — বসুন সবাই, আজকে হলাম ধন্য / যৎসামান্য এই আয়োজন আপনাদেরই জন্য / মাংস, পোলাও, চপ-কাটলেট, লুচি এবং মিষ্টি / খাবার সময় এদের প্রতি দেবেন একটু দৃষ্টি।'

মনে আছে, বিগত শতকের সাতের দশকের গোড়ায় আমার ছোটবেলায় প্রথম দেখা সেজোপিসির বিয়ের কথা। বৌভাতের পংক্তিভোজনে ফুলকাকু আর আমি বসেছিলাম পাশাপাশি। পরিষ্কার করে ধোয়া কলাপাতার ডানদিকের ওপরের কোণে নুন, লেবু। পাশে মাটির ভাঁড়ে জল। প্রথমেই পাতে পড়ল বোঁটাওলা লম্বা বেগুন ভাজা, গরম ফুলকো লুচি আর নারকেল কুচি ভাজা ও কিশমিশ দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি ছোলার ডাল। সে এতই সুস্বাদু হয়েছিল যে আমার সাগ্রহে খাওয়া দেখে ফুলকাকু বলেছিল, পেট ভরিয়ে ফেলিস না। আরও অনেক কিছু আছে। *এরপর ষোলোর পাতায়*

বিদায় কালিয়া, স্বাগত বেকড ফিশ

লুচি-বেগুনভাজার বদলে চাট, ওয়েলকাম ড্রিংকস

সুমন ভট্টাচার্য

তপন সিংহের 'হারমোনিয়াম' ছবির সেই বিখ্যাত দৃশ্যটা মনে পড়ে? কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ভূমিকায় সন্তোষ দত্ত একের পর এক অতিথিকে আপ্যায়ন করে খেতে বসাচ্ছেন। সন্তোষ দত্ত, যিনি সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজে জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলি হিসেবেই আমাদের মনে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে, সেই আইকনিক অভিনেতা এক সময় মুখোমুখি হন অতিথি কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একদিকে ছানার পদ থেকে অন্যদিকে দই খেয়েই সেটা মোল্লার চকের কি না তা যেমন অব্যর্থভাবে বলে দিচ্ছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনই পিতা হিসেবে কন্যার বিয়ের বিপুল আয়োজন করতে গিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাশাপাশি পরিবারের সোনার গয়না কতটা বেচতে হয়েছে তার হিসেব দেন সন্তোষ দত্ত।

অধুনা যে বিয়ে নিয়ে এত আলোচনা, সেই আম্বানি পরিবারের বিয়েতে রান্নাই ছিল আড়াই হাজার পদের। 'হারমোনিয়াম' সিনেমার ওই আইকনিক দৃশ্যে যেমন মোল্লার চকের দইটা সেই সময়ের 'স্ট্যাটাস সিম্বল' ছিল, তেমনই মুম্বইতে আম্বানিদের 'মেগা বিয়ে'তে কিছু নিরামিষ পদ রাঁধার জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে 'শেফ' আনা হয়েছিল। কন্যাদায়গ্রস্ত সন্তোষ দত্তকে না হয় বিয়ের আয়োজনের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাত দিতে হয়েছিল, কিন্তু আম্বানিদের বিয়ের কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচের জন্য তো কোনও 'ফান্ড'-এ হাত দিতে হয়নি। বরং যত হাজার কোটি টাকা খরচা হয়েছে তাতে আসলে এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তির 'ব্র্যান্ড ইমেজ'ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাহলে কি আজকের পৃথিবীতে, যেখানে ব্র্যান্ডিংটাই সব, সেখানে বিয়ের মেনুতে চমৎকারিত্ব থাকতে হবে? বাঙালি বিয়েতে তাই আজকাল আর লুচি-বেগুনভাজা দিয়ে শুরু হয় না, বরং 'চাট'-এর স্টল থাকাটা বাধ্যতামূলক। 'মেইন কোর্স'-এ ঢুকবার আগে স্ন্যাক্স এবং ওয়েলকাম ড্রিংকস থাকলে বিয়েবাড়ির জৌলুস বাড়ে। এক্স মানে টুইটার এবং ইনস্টাগ্রামের এই যুগে প্রি-ওয়েডিং ফোটোশুট যেমন নিজেদের আধুনিক প্রমাণ করার 'পাসপোর্ট', তেমনই গোটা বিবাহ আয়োজনটা একটা 'ইভেন্ট'ই হয়ে গিয়েছে। সেখানে ধুতি মালকোঁচা মেরে পরে পরিবেশনকারীদের দল যেমন উধাও, তেমনই নববধূ বা সদ্য বিবাহিত দম্পতির পাশে আর মাসি-পিসিরা উপহার বা অন্য কিছু সামলাতে থাকেন না। যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে বিয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তারাই নববধূর সঙ্গে ছবি তোলা থেকে তার সঙ্গে অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা 'হ্যান্ডেল' করে।

বিয়ে যখন 'ইভেন্ট', বাঙালি তখন শুধু সর্বভারতীয় হয়ে থেমে থাকবে কেন! বিয়ের অনুষঙ্গের সঙ্গে যেমন আজকাল অনেকেই যোগ করছেন 'সংগীত', তেমনই খাওয়াদাওয়ায় আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার সুস্পষ্ট চেষ্টা থাকে। কাতলা মাছের কালিয়া কিংবা পাবদা মাছের ঝালকে সরিয়ে তাই জায়গা করে নিচ্ছে বেকড ফিশ কিংবা অন্য কোনও কন্টিনেন্টাল ডিশ। ঠিক যেমন আজকাল বিয়েবাড়িতে ছবি তোলাটা আর কোনও পেশাদার ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে সীমাবদ্ধ রাখা হয় না, মাল্টিক্যামেরা অপারেশন, প্রয়োজনে ড্রোন দিয়ে ফোটোগ্রাফি এবং বড় স্ক্রিনে সর্বদাই চলতে থাকা 'এডিটেড লাইভ ফুটেজ' গোটা বিয়েবাড়িকেই একটা অন্য মাত্রা দেয়, তেমনই খাবারদাবারের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। যাঁর যেমন রেস্তর জোর, তিনি তেমনভাবে বিয়ের মেনুকে সাজান। ১৯৬০ সালে এক রাজপরিবারের বিয়ের মেনু কার্ডে যদি চিংড়ির কাটলেট থাকাটা আভিজাত্যের প্রতীক ছিল, তাহলে আজকে পাশাপাশি কাউন্টারে 'ফিশ অ্যান্ড চিপস'ও থাকতে হবে আবার 'চিতল মাছের মুইঠ্যা'ও। সমাজ দর্শনে যদি 'পোস্ট-মডার্ন'-এর পরে ট্রাম্প বর্ণিত 'পোস্ট-ট্রুথ'-এর সময় এসে গিয়ে থাকে, তাহলে আজকের বিয়ের আয়োজনেও 'পোস্ট-ট্রেন্ডি' হওয়ার সময়। অর্থাৎ মিক্স ম্যাচের মাধ্যমে আধুনিকের চাইতেও উন্নত কিছু দেওয়াটাই আজকের বাজারে বিয়েকে দৃষ্টি আকর্ষণের জায়গায় নিয়ে যাবে।

আম্বানিদের বিয়ের বহু আগে যে বাঙালি তাঁর দুই পুত্রের বিয়ে দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সাহারা কর্তা সুব্রত রায়ের পুত্রদের বিয়ে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, তিনি কিন্তু লখনউয়ের কাবাবের বৈচিত্র্য দিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। যেহেতু লখনউতে ওই বিয়ের আসর বসেছিল, তাই নবাবের শহরের বিখ্যাত 'মেহেমান নওয়াজি'কে যতটা সুব্রত রায় সপরিবার দেখিয়েছিলেন, ততটাই লখনউয়ের গলৌটি থেকে রেশমি, টিক্কা থেকে তন্দুরি হরেক কাবাবের ট্রে নিয়ে পরিবেশকরা ঘুরছিলেন। *এরপর ষোলোর পাতায়*

বিদায় বাড়ির ভিয়েন, স্বাগত ড্রিংকসের হুল্লোড়

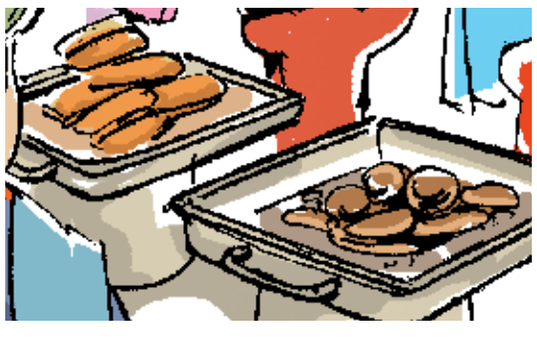

বিগত যুগের বিলাস, আজকের ক্যারেকটারলেস গুলাবজামুন

অমিতাভ মালাকার

মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খাওয়ানোর এলাহি আয়োজন নিয়ে তপন সিংহের হারমোনিয়াম ছবিতে কালী ব্যানার্জী আর সন্তোষ দত্তর রসালো বাক্যবিনিময় বাঙালি চলচ্চিত্রপ্রেমীদের ভোলার কথা নয়।

প্রভিডেন্ট ফান্ড ভেঙে হলেও, নিমন্ত্রিতদের পাতে 'হাফ কিলো ছানার পোলাও' তুলে দেওয়া নিয়ে বাপেদের কার্পণ্য ছিল না– অবিশ্যি আয়োজনের প্রয়োজনে চড়া সুদে টাকা ধারের ব্যাপারটি আলগোছে শুনিয়ে রাখা কেবল টাক ঘামতে থাকা বাঙালির পক্ষেই সম্ভব। অতিথিরা যেমন গর্বভরে বলতেন 'খেয়েই বলে দেবো কোথাকার দই', মেয়ের বাপও 'ওই মোল্লার চকেই আমার স্ত্রীর ছগাছা চুড়ি চলে যাবে' ইত্যাদি তাৎক্ষণিক পালটা জবাব দিতেন খানিকটা হতাশা ঢাকতে তো বটেই, তবে বেশিটাই ব্ল্যাক হিউমারের মাধ্যমে নিজের অদৃষ্টকে ঠাট্টার অছিলায়।

এটা মাত্র কয়েক দশক আগের গল্প। বাঙালি বিয়ের ভোজে যেটুকু খাওয়াত, সেটুকু তার রোজকার হেঁশেলের নিত্যনৈমিত্যিক কারবার না হোক, দু-পাঁচ বছরে এক-আধবার হতই– একসঙ্গে সবটা না হলেও, বড় লম্বা বেগুন ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল, পটলের দোলমা, মাছের চপ, দই কাতলা বা রুই মাছের কালিয়া, পাঁঠার মাংস, চাটনি, মিষ্টি, পাঁপড় সে এমনিতেই দোল, দুর্গাপুজো, পাড়ার পিকনিক, জামাইষষ্ঠী বা নাতিনাতনির জন্মদিনে একটু-আধটু খেত।

পদবাহার বলতে যা, সেটুকু রাজরাজরার ছাপানো মেনুর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামার পক্ষে যথেষ্ট নয় ঠিকই, তবে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া বলতে মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ এটুকুই বুঝত এবং সকলেই খুব সন্তুষ্ট ছিল তাতে। যেটুকু খাওয়াত, বাজারের সেরাটা দিয়েই হত সে রান্না। অতএব, কালী ব্যানার্জী মোল্লার চক বলার আগেই দর্শকদের সে উত্তর বা হদিস জানা ছিল বলাই যায়।

এ ছিল ফিশ ওর্লি, চিকেন সিক্সটিফাইভের আগের জমানা এবং পদগুলি পূর্বনির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও মামা, ভাগ্নে, কাকা, ভাইপো, মাসি, পিসিরা তুমুল হট্টগোল এবং ঝগড়া মারামারি মুড়ি চানাচুর, তেলেভাজা শিঙাড়া, কাপের পর কাপ চা সহযোগে সেগুলি ফের একবার ফাইনাল করত। ওটা রিচুয়াল, সাতপাকের মতো। পাড়ার লোকে যোগ দিত সে আলোচনায় এবং তাদের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হলে জানলা দিয়ে কেউ না কেউ ঠিক ডাক দিত – 'কী হল জ্যাঠামশাই, আপনি না এলে দুপুরে মাছের তেলের বড়ার ডিসিশনটা নেওয়া যাচ্ছে না, এদিকে চা-ও ঠান্ডা হয়ে গেল, এরপর আর ফুলুড়িগুলো মচমচে থাকবে না।'

একই সঙ্গে ঠিক হত কারা বাজারে যাবে, কোন বাজার থেকে মাছ, কার দোকান থেকে মাংস বা তরিতরকারি আসবে। ফার্স্ট ট্রেনে শিয়ালদা পৌঁছে মাছের বাজারে পৌঁছোতেন এক্সপার্টরা, আর কেনাকাটা সেরে স্টেশনের সামনে থেকে ডিম- পাউরুটি-জিলিপি-মালপোয়া দিয়ে জলখাবার সেরে সাতটা না বাজতে বাড়ি। রাঁধুনি ঠাকুর তাতেও রাগমাগ করতে ছাড়ত না – 'এতক্ষণ মাছ ফেলে রাখে, গায়ের ঠান্ডা, লোট দুই-ই মরে গেছে।'

বাড়িতে ভিয়েন বসত তিন-চারদিন আগে থেকে। গোটা বাড়ির রান্না ত্রিপল খাটিয়ে বাগানের একপাশে উনুন খুঁড়ে হত, হেঁশেলে শুধু চা। মেয়েদের কাজ কম? একই শাড়ি তিনবার দোকানে পালটাতে না গেলে, চারবার করে বুড়ো ওস্তাগরকে বিরক্ত করে জামার মাপ না দিলে সে সময় বিয়েবাড়ি বোঝা যেত না। কেউ একজন শুধু রান্নার কায়দা বেঁধে দিত – 'আমাদের চচ্চড়িতে বাপু মাছের মাথার সঙ্গে ঘাড়ের মাছ, বেশ কয়েক টুকরো গাদা আর তেলও পড়বে।' ওইটি না হলে বিয়ের দুপুরে আত্মীয়স্বজনরা খাবেটা কী? মাছের কালিয়ার সঙ্গে কিছু তো চাই! দুপুরে সব লাইট – রাতে গুরুপাক খাওয়া আছে না!! আমরা অবশ্য অকৃত্রিম বাঙালি রসগোল্লা লেডিকিনি পান্তুয়া গিলে পেট ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতাম, রীতিমতো গা গোলাত খেতে বসলে।

এখনকার মতো ক্যারেকটারলেস গুলাবজামুন প্রবেশাধিকার পায়নি বাঙালির বিয়েতে, আইসক্রিম তো খিড়কি দুয়ার ঠেলে ঢুকল এই সেদিন। *এরপর ষোলোর পাতায়*

আশা

মাধবী দাস
আঁকা : অভি

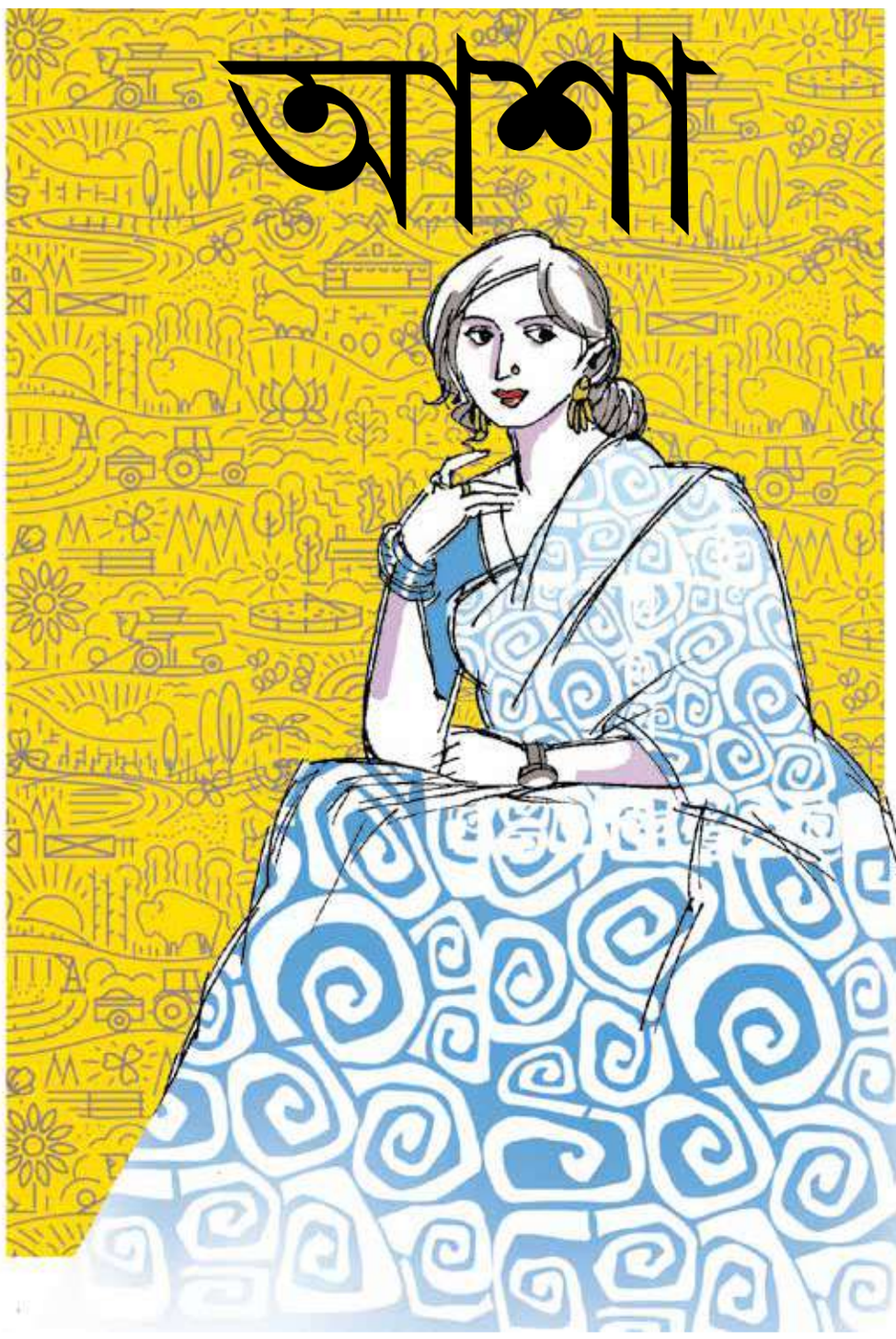

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় ঋতুর। গরমে গুমোট হয়ে থাকে রাতের ঘর। পুবদিকের জানালা খুললে, ভোরের আলো লুটিয়ে পড়ে ওঁর শরীরজুড়ে। ঋতু চট করে বিছানা ছাড়ে না। ভোরের শীতলতায় সারা রাতের গরমকে পাশবালিশে চাপা দিয়ে মাথার বালিশটা বুকে জড়িয়ে, চোখ বুজে ঘুমের আবেশ নিতে চায়। হঠাৎ মনে পড়ে যায় জয়ের কড়া নির্দেশ – 'চল্লিশ পেরোলে কমপক্ষে চল্লিশ মিনিট হাঁটতে হয়, না হলে কিন্তু শরীর ঠিক থাকবে না।' টুং করে একটা মেসেজ ঢোকে মোবাইলে। রোজ ভোরবেলায় মেসেজ পাঠায় জয়। কখনও রাধাকৃষ্ণ আবার কখনও হর-পার্বতীর যুগলের ছবি, সুপ্রভাত লেখা। প্রতীকী ছবিগুলিকে বুকে রেখে; ঋতু জীবনকে সহজ ও সুন্দর রাখতে চায়। গায়ের চাদরটা ছুড়ে, মাথার বালিশটাকে বন্ধনমুক্ত করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। সাদা টি-শার্ট, কটনের ট্রাউজার পরে; ব্লুটুথটা

কোনওরকমে কানে গুঁজে, বেরিয়ে পড়ে প্রাতর্ভ্রমণে। মোবাইলে বাজতে থাকে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত- 'ওযে মানে না মানা'। ভৈরবীর মন্দ্রসপ্তকের কোমল ধৈবত থেকে শুরু হচ্ছে, 'মানা'-এ গিয়ে মধ্যসপ্তকের 'সা'-তে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে। আলোয় ভরে যাচ্ছে পথ। দিনের প্রথম আলো। কিন্তু ঘরের ভেতরের অন্ধকার দূর হয় না। আজই প্রথম ওর মনে হয় যে; আলো-আঁধারির অনুভব দারুণ - একটা সম্পর্ক নিজেকে স্বচ্ছ এবং সপ্রতিভ করে দিচ্ছে ক্রমশ। ঝরঝরে লাগছে। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করছে আলোর পরশ। ঋতু হাত বাড়ায় আলোর দিকে। আবার গুটিয়ে নেয় হাত। একটা দোলাচলে দুলে ওঠে গুমোট ঘরের চাবিটা।

মে মাসের সকালের রাস্তার দু'ধারে সারি সারি বাহারি ফুলের শান্ত-শীতল সৌন্দর্য ঋতুর বেঁচে থাকাকে উষ্ণই করে। মনে হয় শীতল সব সময় শীতলই নয়, উষ্ণের আধারও হয়। যেখানে গুমোট ও খোলাহাওয়া মিশে গিয়ে তৈরি হয় রহস্যময় জগৎ। চল্লিশ পেরিয়ে সেটাই তাঁর কাছে কাঙ্ক্ষিত, মায়াবী এবং প্রার্থিত। ঋতু হাঁটতে থাকে। মোবাইল স্ক্রিনে দেখে নেয় সময়। বিশ মিনিট হয়ে গেলে আবার ফেরার পথে হাঁটতে শুরু করে। তোর্ষা নদীর ধার ঘেঁষে বাঁধের এই পথে আকাশস্পর্শী ভবন দৃষ্টি আড়াল করে দেয় না। চারিদিক খোলা। আঁকাবাঁকা পথ। বাঁধের তলদেশে ভূমিহীন পরিবারের ছোট ছোট উদ্বাস্তু সংসার। প্রতিবার বর্ষায় এসব সংসার, বাঁধের উপরে ত্রিপল টাঙিয়ে রিলিফের খিচুড়ি খেয়ে বেঁচে থাকে। জল নেমে গেলে আবার ঘরদোর নতুন করে সাজায়। ঋতুর দৃষ্টি যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত একটি স্পষ্টরেখা ক্রমাগত অস্পষ্ট ছবিতে স্থির হয়ে যায়। দুই হাতে লাল-সবুজ-হলুদ রঙের কাচের চুড়ি, অবিন্যস্ত চুল, রং চটে যাওয়া বেনারসি পরা একজন বৃদ্ধাকে ঘিরে এলাকার টাইম-কলে জল আনতে যাওয়া চার-পাঁচজন মহিলা জটলা করে আছে। যার যা মনে আসছে, জিজ্ঞেস করছে। বৃদ্ধা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে হাতের ইশারায় বোঝাতে চাইছে - সে 'বলতে' পারে না, শুধু শুনতে পারে। এদিকে নিরুদ্বেগ প্রসন্নতায় কাঠগোলাপের যে গাছটা বারোমাস ফুল ফোটায়, সে ফুলের কয়েকটা ঝরে পড়ে আছে প্রবীণার চারপাশে। একটা দুটো ঝরেই যাচ্ছে। যেন পুষ্পবৃষ্টি! এখান থেকেই ঋতু, রোজ ফুল কুড়িয়ে নিয়ে এসে, জলভরা কাচের বাটিতে বসার ঘরের টেবিলে রেখে দেয়। কেউ আবার স্পর্শ এড়িয়ে শিবপুজোর জন্য নিয়ে যায়। এসব দেখে কাঠগোলাপের আকাশছোঁয়া ডালপালাগুলো সোনারোদ মেখে মুচকি হেসে ভাবে- ভাগ্যিস ওদের ফুল, ডাল থেকে কেউ ছিঁড়তে পারে না! সুন্দরের প্রতি লালসা মানুষের জন্মগত। দেখে শান্তি নেই, তাকে নিজের করে পেতে হবে। না পেলে জোর করে নিতে হবে। তাও নিতে না পারলে ধ্বংস করে দিতে হবে। সকলে অবশ্য সেই মুচকি হাসি দেখেও না, শোনেও না। এই যা!

এরই মধ্যে ঋতু প্রবীণাকে দেখে শনাক্ত করে ফেলেছে। বয়সের বলিরেখায় একটু অন্যরকম লাগলেও, সাজগোজ, কাচের চুড়ি, কটকটে রঙের শাড়ি, শাড়ি পরার ঢং... সব একই আছে। ছোটখাটো চেহারার আশা বারো-তেরো হাত শাড়ির বেশিটাই পেটে এমনভাবে গুঁজে রাখত তাকে সবসময় পোয়াতি মনে হত। তারমধ্যে পেটেই বাঁধা থাকত একটি পুঁটলি। ওটাই ওর সর্বসাকুল্যে সংসার। এ আর কেউ নয়। সেই হারিয়ে যাওয়া আশা। ঋতুর বাবার বাড়ির পাড়ায় ছোট-বড় সবাই ওকে 'আশাপাগলী' বলেই ডাকত, খেপাত, ঢিল ছুড়ত আবার ভয়ও পেত।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে বন্যার মতো উদ্বাস্তু মানুষেরা ভেসে আসে। খরকুটো ধরে বাঁচার চেষ্টায়, সরকারি আমলা থেকে স্থানীয় মানুষ সবার কাছে শুধু প্রতারণা, অপবাদ আর ঘৃণা পেয়ে পেয়ে ক্রমে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। সরকারিভাবে পুনর্বাসন না পেয়ে, ক্যাম্পগুলোতে মনুষ্যেতর জীবনযাপনে ক্লান্ত হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বিভিন্ন পতিত জমি জবরদখল করে জেলায় জেলায় একের পর এক কলোনি গড়ে তুলছিল। কোচবিহার শহর সংলগ্ন তেমনই একটি কলোনির নাম 'মদনমোহন কলোনি'। বাড়িগুলো পাট্টা পাওয়ার আগে এই কলোনি সাহেব কলোনি নামে পরিচিত ছিল। শোনা যায়, হুডনি নামে এক পাদ্রি সাহেব নাকি ছিন্নমূল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘরবাড়ি, শৌচাগার তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই কলোনিতে একসময় খাল-বিল-জলাজমি দশ টাকা কাঠা হিসেবে কিনেছিলেন যাঁরা, সেইসব হিসেবি ঘোষ-বোস-সরকার চাটুজ্জেরা ক্রমে সম্পন্ন হয়ে ওঠে। বাকিরা 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' জীবনকেই নিরাপদ ভেবে টিকে যায় সেই এলাকায়।

ঋতু সেই এলাকার সম্পন্ন সরকার পরিবারের ছোট ছেলের একমাত্র কন্যা। পাড়ার অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্ক থাকলেও ঋতুর সঙ্গে বরাবর আশার সখ্য ছিল। আশার কাছে যেতে সে একটু ইতস্তত করত বটে, তবে একথা জানত আশা তাঁকে কিছু ছুড়ে মারবে না কোনওদিন।

একবার এক গৃহস্থের ছোট বাচ্চাকে কোলে তুলে, বুকে আগলে দৌড় দিয়েছিল আশা। কিছুতেই বুকের থেকে বাচ্চাটিকে নেওয়া যাচ্ছিল না। সম্মিলিত জনতার দিকে পাথর ছুড়ছিল আশা। চোখেমুখে ক্লান্তি, খিদের ছাপ দেখে সরকারবাড়ির বড়গিন্নি, ঋতুর ঠাম্মা আশাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে, কাচের চুড়ি দেখিয়ে কোলের শিশুটিকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। বড়গিন্নির লালপেড়ে শাড়ি, গা ভর্তি গয়না, কপালে লাল বড় টিপ দেখে, আশা কেমন যেন মন্ত্রপূত সাপের মতো বশীভূত হয়ে গিয়েছিল সেইদিন। তারপর থেকে বড়গিন্নির ইচ্ছেতেই সরকারবাড়ির গাড়িবারান্দায় মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছিল আশার। বড়গিন্নির তোলা কাজ সেরে দিনমান পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ভাঙা চুড়ি, ফেলে দেওয়া ইমিটেশনের মালা, কানের দুল, পুরোনো শাড়ির বিনিময়ে ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে সন্ধ্যা হলেই গাড়িবারান্দায় ফিরে আসত আশা। বড়গিন্নি সারাদিনের খাবার উচ্ছিষ্টটুকু আশার জন্য তুলে রাখতেন। সেটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে, সারাদিন চুপ থাকা আশা অসাড় জিভে, কাঁপা কাঁপা গলায় বড়গিন্নির পায়ের কাছে বসে অনেককিছু বলতে চেষ্টা করত। প্রথমটায় ওর কথা কিছুই বুঝতে পারত না বড়গিন্নি। আশা নাকি ঋতুর ঠাম্মার কপালের বড় টিপটা দেখিয়ে বলেছিল - তার মা এত বড় টিপ পরত। এমন লালপেড়ে শাড়ি পরত, গয়না পরত। ঋতুর ছোট পিসিকে দেখিয়ে বোঝাতে চাইত - এমন একটা বোনও ছিল। সেইথেকে আর উচ্ছিষ্ট খাবার নয়, ওর জন্য দু'মুঠো চাল বরাদ্দ হয়েছিল সরকারবাড়িতে।

ঋতু ঠাম্মার কাছেই শুনেছিল বাজনা বাজিয়ে, বেনারসি আর লালচেলি পরে, মাথায় ফুল, টায়রাটিকলি, কপালে চন্দন দিয়ে সেজে আশার বিয়ের গল্প। হাতের পুঁটলি খুলে বড়গিন্নিকে সেসব দেখিয়েছিল একদিন। বিয়ের তিন বছরেও নাতি-নাতনির মুখ দেখতে না পেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি দিনরাত ভর্ৎসনা করত আশাকে। আশা মুখ ফুটে কোনওদিন কাউকে জানাতে পারেনি, তার স্বামী যে উলটোমুখ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত রোজরাতে। কিছু বললেই গায়ে হাত তুলত। ততদিনে তার বাবার বাড়ির সকলে দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। আপনজন বলতে কেউ নেই। তারপর কাঁচা-যৌবনে পাড়ার এক সুঠাম যুবক, কালুয়ায় মন নরম হল আশার। কালুয়া তাকে ভরসা দিল বিয়ে করবে। কানের দুল, কাচের চুড়ি, সোনার খাড়ু দেবে। দেশে দশজনে অনেক কথা বলবে, তাই ইন্ডিয়া গিয়ে বিয়ে করবে। সেখানে কেউ কাউকে চিনবে না, জানবে না। নতুন করে বাঁচবে তারা। তখনও হাজার হাজার শরণার্থী পূর্ববঙ্গ থেকে সহায়সম্বল গুটিয়ে, কেউবা ছেড়ে দিয়ে এদেশে এসে মাথা গুঁজছে। সেই উদ্বাস্তুদের মধ্যে মিশে একটা মাথা গোঁজার ঠিকানা বানিয়ে নেবে। দুজনে গায়েগতরে খেটে রোজগার করলে সব সম্ভব। একটা সুখের সংসার হবে। দিনশেষে কালুয়ার বুকে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়বে আশা। এমন স্বপ্ন নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাপের দেওয়া কাঁসা -পিতলের থালা-বাসন, সোনার গয়না যা ছিল, বেঁধে নিয়ে; শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে স্টিমারে যমুনা পেরিয়ে একটা স্টেশন থেকে ট্রেন গাড়ি ধরে সোজা কোচবিহারে চলে এসেছিল।

তারপর যা হল, তাই বিড়বিড় করে সারাক্ষণ বলত বলে অনেকেই ওকে পাগল ভাবত- 'আমার সর্বনাশ কইরা কালুয়া পালাইলো। আমারে বিয়া তো করলোই না। না কুনো চুড়ি-গয়না দিল। মাইরা ধইরা বাসনগুলা, সোনাগুলা নিল। পেটে বাচ্চা দিয়া পলাইয়া গেল।' সেই বাচ্চাও নাকি ত্রাণশিবির থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। কত পুরুষের কুনজর থেকে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে, কামড়ে দিয়ে বাঁচতে গিয়ে নামের সঙ্গে পাগলী পদবি জুটেছিল আশার। আঘাতে আঘাতে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল আশা। কেউ হয়তো সত্য গোপন করতে গলা টিপে ধরেছিল। অসাড় জিভের কথা সবাই বুঝতে পারত না। ধৈর্য ধরে ভালোবেসে বড়গিন্নি সব জানতে পেরেছিল।

বহুদিন এভাবেই কেটে গিয়েছিল। বাড়িতে পুজোআচ্চা হলে প্রায় সবাই আশাকে ডাকত। খুশি হয়ে প্রসাদ খাওয়াত। তার ফাঁকেই কেউ কেউ একটু খেপিয়ে মজাও নিত। আশা মুখে কিছু বলার চেষ্টা করলে কচিকাঁচারা মুখ ভেঙাত। বাড়ির গিন্নিদের নালিশ দিত আশা। মুচকি হেসে মিটমাট করে দিত তারাই। সবমিলিয়ে আশা ক্রমে মদনমোহন কলোনির একজন সভ্য হয়ে উঠেছিল। ঋতুর বিয়ের বাজনা শুনে আবার আশা অসংলগ্ন আচরণ করতে শুরু করে। পুঁটলি থেকে বেনারসি, লালচেলি, টায়রাটিকলি বের করে পরে থাকত। কাজকর্ম করত না। ঠিকমতো খেত না। স্নান করত না। একদিন সন্ধ্যায় আর ফিরেও এল না। বড়গিন্নির কান্নাকাটিতে হাসপাতাল থেকে থানা সর্বত্র খুঁজে বাড়ির লোকেরা ব্যর্থ হয়েছে। তারপর বড়গিন্নির মৃত্যুর পর সরকারবাড়ি কেন, গোটা পাড়ায় আশার নাম আর কারও মুখে তেমনভাবে শোনা যায়নি। গৃহস্থবাড়িতে ছুটাকাজের লোক কামাই দিলেই গিন্নিরা স্মরণ করত আশাকে। মুখ বুজে সব কাজ সেরে দিত আশা। হাতে দশ-পাঁচ টাকা যা দেওয়া যেত, সঙ্গে একটু খাবার আর রংচটা গয়না পেলেই হাসিমুখে বিদায় নিত।

এতবছর পর আশাকে দেখে, ঋতু আনন্দে দাদাকে ফোন করল- আশাকে পেয়েছি। ও আমাকে চিনতে পারছে না। অনেক চেষ্টা করেও মুখ খোলাতে পারলাম না। হাত ভরা কাচের চুড়ি, শতচ্ছিন্ন বেনারসি ধুলোয় মিশে রং চটা। ঠাম্মা বেঁচে থাকলে বড্ড খুশি হত আজ। ফোনের ওপার থেকে দাদা জানালেন - লকডাউনের আগেই তো আশা অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছিল। গাড়িবারান্দায় দু'দিন শুয়েছিল। মায়ের মুখে শুনলাম ঠাম্মাকে খুঁজেছে। তৃতীয় দিন ভোররাতে গলায় ঘ্যাড়ঘ্যাড় উঠে মারা গেছে। আমরা পাড়ার লোকেরাই ওর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছি। লালচেলি বেনারসি সব সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। তোকে আর জানাইনি। নতুন করে দুঃখ দিতে চাইনি।

কাঠগোলাপের নীচে বসে থাকা প্রবীণার মুখের বলিরেখায় ঋতু কী যেন খুঁজতে থাকে। মোবাইলে টুং করে একটা মেসেজ ঢোকে- 'আজকে রাতের মধ্যে একটি গল্প পাঠান।'

ছোটগল্প

এরই মধ্যে ঋতু প্রবীণাকে দেখে শনাক্ত করে ফেলেছে। বয়সের বলিরেখায় একটু অন্যরকম লাগলেও, সাজগোজ, কাচের চুড়ি, কটকটে রঙের শাড়ি, শাড়ি পরার ঢং... সব একই আছে। ছোটখাটো চেহারার আশা বারো-তেরো হাত শাড়ির বেশিটাই পেটে এমনভাবে গুঁজে রাখত তাকে সবসময় পোয়াতি মনে হত।

বিগত যুগের

পনেরোর পাতার পর

স্টার্টারের বালাই ছিল না, তবে চায়ের সঙ্গে দামি সিগারেটের প্যাকেট ঘুরত– ঘোরাতেন পাড়ার জ্যাঠামশাইরা। তাঁরা ইয়াং জেনারেশনের মতো 'পরি'পূর্বক 'বিষ'ধাতুতে 'অনট' বসানোর বদলে সবদিক পর্যবেক্ষণ করতেন। একজনের ওপর দায়িত্ব থাকত বরযাত্রী সামলানোর। তিনি আর কিছু দেখতেন না। বর যে সেই ট্রেন থেকে নামা এস্তক 'সখী ভাবনা কাহারে বলে' গানটা শুনতে চাইছে, এটা উনিই একমাত্র খেয়াল করতেন। তাদের জন্য ঘোল এবং সন্দেশ থাকত এবং মনে পড়ে না কাউকে কখনও মদ্যপান করতে দেখেছি। নহবতের আর্টিস্টরা পালা করে এসে খেয়ে যেতেন এবং তাঁদের সঙ্গে বেশ আড্ডা মারা যেত। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তাঁরা রাজা মহারাজাদের বাড়ির খানাদানার গল্প শোনাতেন। সেও হারিয়ে যাওয়া সময়েরই কাহিনী।

স্টার্টারের বালাই ছিল না, তবে চায়ের সঙ্গে দামি সিগারেটের প্যাকেট ঘুরত– ঘোরাতেন পাড়ার জ্যাঠামশাইরা। তাঁরা ইয়াং জেনারেশনের মতো 'পরি'পূর্বক 'বিষ'ধাতুতে 'অনট' বসানোর বদলে সবদিক পর্যবেক্ষণ করতেন। একজনের ওপর দায়িত্ব থাকত বরযাত্রী সামলানোর। তিনি আর কিছু দেখতেন না।

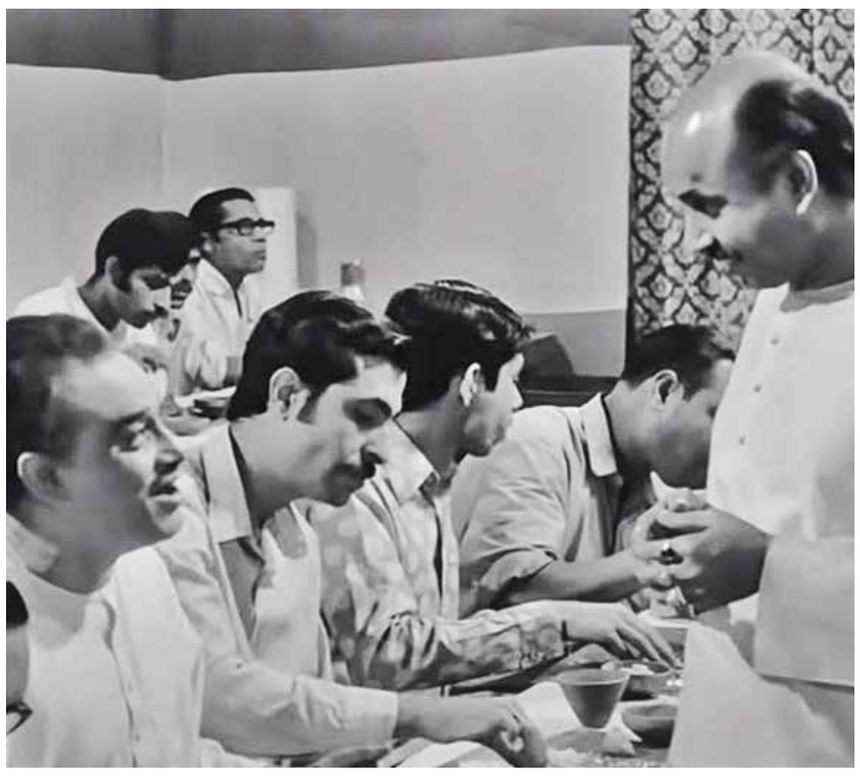

তপন সিংহের 'হারমণিয়াম' ছবিতে বিখ্যাত বিয়েবাড়ির দৃশ্য। অভিনয়ে সন্তোষ দত্ত ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

লুচি-বেগুনভাজা

পনেরোর পাতার পর

আসলে বিয়ের অনুষ্ঠানও যেহেতু নিজের বৈভব এবং ক্ষমতা দেখানোর একটা 'শো-রিল' হয়ে গিয়েছে, তাই আজকাল সবাই নিজের নিজের পারদর্শিতা অনুযায়ী বিয়ের মেনু তৈরি করেন। সম্প্রতি কলকাতায় একটি মুসলিম পরিবারের, যাঁদের মূল ব্যবসাই চিংড়ি রপ্তানি করা, বিয়েতে গিয়ে সেইরকমই মালুম হয়েছিল। বিয়ের মেনুতে চিংড়ির উপরই অত্যধিক জোর, 'প্রন পকোড়া' থেকে 'প্রন কাটলেট', 'চিংড়ির মালাইকারি' এমনকি 'চিংড়ির আচার'ও!

প্রায় তিন দশক আগে কলকাতা থেকে শুরু হওয়া যে বিয়ের আয়োজন প্যারিস পর্যন্ত পৌঁছেছিল, লক্ষ্মী মিত্তালের পরিবারের যে বিয়েতে খাস ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গানবাজনার আয়োজন নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি, সেই বিয়েতে খাওয়াদাওয়ার আয়োজনে ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত মুন্না মহারাজ। রসজ্ঞ খাদ্য বিশেষজ্ঞরা সেই সময় অনেক লেখা লিখেছিলেন মুন্না মহারাজ গাওয়া ঘি দিয়ে ঠিক কী কী পদ রাঁধলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পূর্ব ইউরোপের একের পর এক দেশের ইস্পাত কারখানা কিনে নিয়ে লাভজনকভাবে চালানো শুরু করে সেই সময় লক্ষ্মী মিত্তাল সংবাদের শিরোনামে। তাঁর পরিবারের বিয়েতে যদি মুন্না মহারাজের রাঁধা পদের স্বাদ সকলে নিয়ে থাকেন, তাহলে তো সেই সময় থেকেই কলকাতার এই রন্ধনশিল্পী নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরি করে ফেলেছেন। কলকাতা বা শিলিগুড়িতেও যেহেতু এখন হাজার কোটির ব্যবসাই কম নেই, তাই তাঁদের বাড়ির বিয়েতে আজকাল গিয়ে দেখি মুন্না মহারাজের গাওয়া ঘিয়ে রাঁধা বিভিন্ন পদই 'তারকা আকর্ষণ' হিসেবে থাকে। নিরামিষ রান্নাতেও যে শিল্প তৈরি করা সম্ভব তা মুন্না মহারাজের দই বেগুন বা পটলের দোলমা না খেলে মালুম হবে না। বিয়েবাড়ির মেনু তাই সময়ের প্রতিচ্ছবি, ফ্যাশনের বা রূপটানের আধুনিকতম চিহ্নকে বহন করে।

হ্যাঁহ্যাঁ দদ্দ্যাৎ হুঁহুঁ দদ্দ্যাৎ

পনেরোর পাতার পর

সত্যিই তার পরে একে একে আসতে শুরু করল পাকা রুই মাছের কালিয়া, সর্ষে ইলিশ, কষা মাংস, কাঁচা আমের চাটনি, চমৎকার দই, পান্তুয়া আর মৃদু গোলাপ-গন্ধী মসৃণ সন্দেশ।

প্রাক-কেটারার যুগে গড়পড়তা বিয়েবাড়িতে তখন এমনই সব মেনু হত। আমাদের পরিবারে যে কোনও অনুষ্ঠানে রান্নার জন্যে ডাক পড়ত বড় জেঠুর একান্ত বিশ্বস্ত উড়িয়া বামুন ফণী ঠাকুর আর তার তিন সহযোগীর। কলকাতার সর্বত্র তখন ফ্ল্যাটবাড়িতে ভরে ওঠেনি। বাড়ির পাশে এক টুকরো খালি জমি ছিল। সেখানে ম্যারাপ বাঁধা হত। একদিকে বিয়ের ছাঁদনাতলা। অন্যদিকে রান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা। আত্মীয়স্বজন সমাগমে দু'দিন আগে থেকেই বাড়িঘর গমগম করত। গোটা পাড়ায় সাড়া পড়ে যেত। বিরাট দুটো মাটির উনুন তৈরি করে লোহার কড়ায় রান্না হত। পাতিপুকুর বাজার থেকে জেঠু ও কাকা গিয়ে নিয়ে আসতেন ফাইয়ের জন্যে টাটকা তোপসে, মুইঠ্যার জন্যে বড় চিতলের পিঠ আর কালিয়ার উপযোগী পাকা রুই। আমাদের পরিবারে বিয়ের ভোজে মাংসের নিয়ম ছিল না। তার পরিবর্তে থাকত সবার প্রিয় মুইঠ্যা। সান্ধ্য আপ্যায়ন ছাড়াও দুপুরের ঘরোয়া খাওয়ায় ফণী ঠাকুরের হাতের রান্নায় সবার মন জয় করে নিত মাথা দিয়ে ভাজা মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, মাছের কাঁটাকুটো, মিষ্টিকুমড়ো, ঝিঙে, বেগুন দিয়ে পুঁইডাঁটার ছ্যাঁচড়া, আদা জিরে বাটা দিয়ে মাছের ঝোল আর টমেটো-তেঁতুলের চাটনি। ভাজাভুজি রাখা হত কাঠের গোল বারকোষে। অন্যান্য রান্না বিরাট ডিম্বাকৃতি চেহারার কানা উঁচু আংটা লাগানো লোহার নৌকা আর অ্যালুমিনিয়ামের গামলায়। নৌকা থেকে খাবার অ্যালুমিনিয়ামের বালতিতে তুলে সন্ধ্যায় পরিবেশনে নামত কোমরে গামছা বেঁধে পাড়ার ছেলেরা। আমাদের ছোটদের দায়িত্ব ছিল পাতে নুন, লেবু দেওয়া আর পিতলের জগ থেকে জল ঢালার। বাড়িতে কাজের আগের দিন ভিয়েন বসে যেত। সেখানে তৈরি হত রসগোল্লা, বোঁদে, দরবেশ। সকালের জলখাবারে লুচির সঙ্গে কুমড়োর ছক্কা আর বোঁদের আলাদা আকর্ষণ ছিল। দই আসত মোল্লারচকের। সে দই হাঁড়ি উপুড় করলেও পড়ত না।

দু-চারটি নামী কেটারিং কোম্পানি সেই সময় আত্মপ্রকাশ করলেও মুষ্টিমেয় ধনী ও অভিজাত বাঙালি পরিবারের অনুষ্ঠানেই তাদের ডাক পড়ত। উর্দি পরে পরিবেশনের কেতা থাকলেও মেনুতে তেমন কোনও আলাদা চমক থাকত না। দইয়ের বদলে আইসক্রিম দেওয়ার রুচিটা অবশ্য কার্যত তাদেরই তৈরি করা। তবে পাড়ায় পাড়ায় নিত্যনতুন কেটারার গজিয়ে ওঠার ধারা শুরু হয়েছে সাতের দশকের মাঝামাঝি থেকে। কেটারিংয়ের রমরমা বাড়তে বাড়ির অনুষ্ঠানে পাড়ার ছেলেদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ যেমন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল, তেমনই রান্নার জাদুকর উড়িয়া ঠাকুরেরাও কলকাতা থেকে একদিন হারিয়ে গেলেন। পংক্তিভোজনে বসে রসিয়ে খাওয়ার অবকাশ আর রইল না। নিমন্ত্রণ বাড়িতে বুফে কাউন্টারে ঘুরে ঘুরে প্লেটের ওপরে একসঙ্গে অনেক রকম খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ার রীতিই চালু হয়ে গেল। আগে অতিথিদের খাইয়ে তৃপ্ত করাই ছিল নিমন্ত্রণকর্তার প্রধান উদ্দেশ্য। আর আধুনিক বুফেতে অতিথিদের দেখভালের জন্যে কোনও 'কর্তামশাই' নেই, রুচি অনুযায়ী নিজেদের খাবার প্লেটে তুলে নেওয়া অতিথিদেরই দায়িত্ব। পংক্তিভোজনের সেই সব দিনে যাচাই করে খাওয়ানোর যে রেওয়াজ ছিল আজকের প্রজন্মের কাছে তা কল্পনা করাও কঠিন। ২০-২৫ পিস মাছ সাবাড় করে মাংসের বালতি পাশে রেখে খেয়ে চলা এবং পাত খালি হলেই আরও এক হাতা মাংস ঢেলে দেওয়ার চিত্রটা ছিল খুবই পরিচিত। এই বিপুল খাওয়ার ব্যাপারে আমার ছোটকাকা হাসতে হাসতে একটা প্রচলিত শ্লোক শুনিয়েছিলেন -- হ্যাঁহ্যাঁ দদ্দ্যাৎ হুঁহুঁ দদ্দ্যাৎ / দদ্যাশ্চ হস্ত কম্পনে / শিরশি কম্পনে দদ্দ্যাৎ / না দদ্দ্যাৎ ব্যাঘ্র ঝম্পনে। অর্থাৎ বিশেষ কোনও 'খাইয়ে' অতিথিকে খাবার দেওয়ার সময় যদি দেখা যায় যে তিনি হাহা-হুহু করে বা হাত নেড়ে আরও খাবার দিতে বারণ করছেন, তখন অবশ্যই দিতে হবে। তারপরেও যদি তিনি মাথা নেড়ে না করেন, তখনও পরিবেশনকারীকে খাবার দিয়ে যেতে হবে। আর যদি সেই অতিথি বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পাত থেকে উঠে পড়ছেন, তখন আরও খাবার না দেওয়াই ভালো!

শুধু পোলাও-কালিয়া নয়, অতীতের বিয়েবাড়িতে খাবার জলে কিঞ্চিৎ কর্পূর বা কেওড়া মিশিয়ে একটা বৈশিষ্ট্য আনা হত। কেটারিংয়ের জমানায় সেই তৃপ্তিকর পানীয় জলের জায়গা নিয়েছে মিনারেল ওয়াটার। আর খাওয়ার শেষে ছোট্ট সাদা খামে বা কলাপাতায় মুড়ে এলাচ-লবঙ্গ দেওয়া মিঠে পাতা পানের সুরভিত স্মৃতির রেশ মুছে দিয়েছে এখন হরেক রকম মিষ্টি মশলায় ঠাসা অবাঙালি ধাঁচের পান অথবা মাউথ ফ্রেশনারের পাউচ।

দু-চারটি নামী কেটারিং কোম্পানি সেই সময় আত্মপ্রকাশ করলেও মুষ্টিমেয় ধনী ও অভিজাত বাঙালি পরিবারের অনুষ্ঠানেই তাদের ডাক পড়ত। উর্দি পরে পরিবেশনের কেতা থাকলেও মেনুতে তেমন কোনও আলাদা চমক থাকত না।

অলীক পাখি

বিপুল দাস
আঁকা : অভি

পর্ব -১২

কাচঘেরা গাড়িটায় ‘বডি’ উঠলে ফুলগুলো একবার দুলে উঠল। কড়া সেন্ট আর ধূপকাঠির গন্ধে টনির অস্বস্তি হচ্ছিল। একটু দূরে একটা সিগারেট ধরালে আনন্দর কথা মনে পড়ল। আনন্দকে সে ইচ্ছে করেই এদিককার খবর জানায়নি। কে জানে আনন্দ কেমন আছে। তার কণ্ঠনালির ভেতরে কোষগুলো নিশ্চয় তাদের কলোনি আরও বাড়িয়েছে।

আঠারো

মশারির ভেতরে ঢুকতে গিয়ে নেড়ামাথার খুব ছোট চুলগুলো আটকে যাচ্ছিল টনির। বিরক্তি নয়, কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো মজা পাচ্ছিল টনি। মশারির জালে চুল আটকে যাওয়ার মতো ঘটনা সাধারণ, নিত্যনৈমিত্তিক নয়। জীবনে বেশি ঘটে না। তাই কিছুটা অস্বাভাবিক, মজা লাগে। মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দেখল টনি। এখনও সেরকম খরখরে হয়ে ওঠেনি, কিন্তু তীক্ষ্ণতা বোঝা যায়।

বসিরহাটের বাড়ি থেকে মায়ের অসুস্থতার খবর দিয়েছিল পঙ্কজ। টনি সে খবর তখনই বারাসতে শান্তকে জানিয়েছিল। বলেছিল যেন বড়কাকে নিয়ে একবার ঘুরে আসে। ছোটকার নম্বর টনির কাছে ছিল না। আলাদা হওয়ার পর ছোটকা আর কোনও যোগাযোগ রাখেনি। পারলে ছোটকাকেও জানাতে বলেছিল। টনি খবর পেয়েছিল সকাল ন’টা নাগাদ। তাড়াতাড়ি হাতের জরুরি কাজ সেরে বিকেলের আগে পৌঁছতে পারেনি। পঙ্কজ খুলে বলেনি, বললে হয়তো তখনই টনি কাজ ফেলে রওনা হ’ত। দুপুর নাগাদ শান্ত খবর দিয়েছিল -- জেঠিমা এক্সপায়ার্ড। যত তাড়াতাড়ি পারিস চলে আয়। ছোটকাও এসেছে।

মা আর নেই শুনে টনি যেন বসিরহাটে যাওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। এখন গিয়ে মায়ের মরা মুখ দেখা ছাড়া আর কী করার আছে। বিকেল নাগাদ পৌঁছে দেখল সব রেডি করে টনির জন্যই সবাই অপেক্ষা করছে। মায়ের মুখের দিকে একবার তাকাল টনি। বন্ধ চোখের পাতার ওপর কেউ দুটো তুলসীপাতা দিয়েছে। সিঁথি আর কপালে জ্যাবজ্যাব করে সিঁদুর লেপা। সেদিকে একবার তাকিয়েই ছোটকার দিকে তাকাল টনি। কত বছর পরে দেখল ছোটকাকে। বয়সের তুলনায় অনেক বুড়ো দেখাচ্ছে ছোটকাকে। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। কাকিমা বোধহয় আসেনি। এলেও টনি চিনতে পারত না। বিয়ের পর বেশিদিন নতুন কাকিমাকে পায়নি। শুধু মনে পড়ে ছোট একটা ট্রাকে সুটকেস, বিছানাপত্র, আলনা আর একটা স্টিলের আলমারি নিয়ে ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কী যেন একটা দারুণ গন্ধতেল মাখত নতুনকাকি। পরে আর কোথাও সেই গন্ধ পায়নি টনি। বড়কার দিকে তাকিয়ে বুঝল বড়কা চুলে কলপ করে। জামার ফাঁক দিয়ে বুকের পাকা লোম দেখা যাচ্ছে। শান্ত এসে তার কাঁধে হাত রাখলে সামান্য একটু শক্তমতো কিছু বুক থেকে উঠে তার গলার কাছে আটকে রইল। দু’তিন সেকেন্ড বাদে সেটা গিলে ফেলল টনি। দেখল সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে। বাবাকে একবার দেখা দরকার। সামনের ঘরে ঢুকল টনি।

খাটের বাজুর দিকে দুটো বালিশ রেখে আধশোয়া হয়ে রয়েছে তার বাবা। বাঁ হাতটা খাটের বাইরে একটা সরু শেকড়ের মতো দুলছে। বাতাসে দুলছে, নাকি বাবা ইচ্ছে করে দোল-দোল করছে – বুঝল না টনি। ডানহাতে আজকের কাগজ। দরজার সামনে তাকে দেখেই চিৎকার করে কেঁদে উঠল রতন চৌধুরী।

“এত দেরি করে এলি, ঘরের লক্ষ্মী চলে গেল রে...”।

টনি দেখল বাবা চেষ্টা করলেও চিৎকারে কোথাও একফোঁটা কান্না ছিল না। ঘরের লক্ষ্মী চলে যাওয়াবিষয়ক শুকনো একটা বক্তব্য যেন। চিৎকার করেই বাবা তার দিকে অনেকটা প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল। মুখ ঘুরিয়ে নিল টনি। বাবা আবার কাগজ মুখের ওপর ধরল।

“তোমার হাতের জন্য ফিজিওথেরাপি কি বন্ধ করে দিয়েছ? যা দেখে গিয়েছিলাম, সেরকমই দেখছি। তোমার চিকিৎসার জন্য প্রতিমাসে এক্সট্রা পাঁচ হাজার করে পাঠাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছে সেটা? নিয়মিত মায়ের চিকিৎসা হয়েছে? ছোটকা আর বড়কার ঘর দুটো থেকে ভাড়া পাচ্ছ। কী করছ সব টাকা দিয়ে?”

“তুই কি সন্দেহ করছিস তোর টাকা আমি উড়িয়ে দিয়েছি? ওষুধ খাইনি, ফিজিও করাইনি? প্রতিমাসে টাকা আর প্রেসক্রিপশন দিয়ে মনুকে ওষুধের দোকানে পাঠিয়েছি। তোর মা ওষুধ ঠিকমতো খেত কি না, আমি কী করে বলব। সারাদিন তো জল ঘাঁটছে, ঘরদোরের ধুলো ঝাড়ছে, নয়তো কাঁসরঘণ্টা বাজাচ্ছে। সামনের মাস থেকে তোকে আর টাকা পাঠাতে হবে না। ওই ভাড়ার টাকায় আমার চলে যাবে। ভাবিস না, কলকাতায় তোর ফুর্তি করে উড়ে বেড়ানোর কথা কিছু জানি না। উঠোনে তোর সতীলক্ষ্মী মা শুয়ে আছে, আর তুই এখন আমার সঙ্গে টাকা নিয়ে ঝগড়া করতে এলি। ভগবান, আমাকেও ওঁর সঙ্গে নিয়ে যাও ঠাকুর। নিজের ছেলেও কী বেইমান হয়েছে।”

“কাকে বলছ সতীলক্ষ্মী ? সন্দেহ করে মায়ের গায়ে হাত তোলোনি তুমি? সামনের মাস থেকে এমনিতেও টাকা পাঠানোর দরকার হবে না। তুমি এখানে একা থাকবে না, আমার কাছে নিয়ে যাব।”

“কেন? মনু থাকল তো। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক। দু’ঘর ভাড়াটে আছে। এ বাড়ি ছেড়ে আমি অন্য কোথাও গিয়ে বাঁচব না রে।”

‘কেন’ বলে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল রতন চৌধুরী। এবার টনি বুঝল বাবার এই চিৎকারে আতঙ্ক রয়েছে। চোখে ভয়। কারণও অনুমান করতে অসুবিধে হ’ল না টনির। পঙ্কজের কাছেই খবর পেত সে। আগের মতো হাঁটাহাঁটির ক্ষমতা আর নেই, বাড়িতেই মাঝে মাঝে তাসের আসর বসে। সে আসর নিরামিষ নয়। তার পাঠানো চিকিৎসা এবং সংসারখরচের টাকা থেকে সেই জোগান চলে।

“এসব ঝামেলা মিটুক, বাইরের লোকজন রয়েছে, পরে বলব – কেন।”

“হ্যাঁরে, একটু ঠাকুরের নামকীর্তনের ব্যবস্থা করবি না? কপালে সিঁদুর, হাতে নোয়া নিয়ে আমাকে ফেলে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল। বড় ভাগ্যবতী।”

ঘেন্নায় মুখটা বিকৃত হয়ে গেল টনির। এই লোকটা সারাজীবন নিজের ইচ্ছেমতো চলেছে। স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের শখ মিটিয়েছে। এখন মরা বৌয়ের জন্য দরদ উথলে উঠেছে। নিজের ছেলে, নিজের বৌয়ের কথা কোনও দিন ভাবেনি। বাইরে এসে দাঁড়াল টনি। গম্ভীর মুখে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্যই অপেক্ষা করছে। পঙ্কজ এসে পাশে দাঁড়াল। তার কাঁধে হাত রাখল। জামাকাপড় থেকে নস্যির গন্ধ বেরোচ্ছে।

“ওসব কথা পরে হবে। এখন মাথা ঠান্ডা রাখ। শ্মশানের জিনিসপত্র সব এসে গেছে। বিশ্ব ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে। শরীরের যা অবস্থা হয়েছিল, যে কোনও দিনই হতে পারত।”

“হঠাৎ কী করে হল ? বাবা তো বলেছিল মা ভালোই আছে। এপিলেপ্সির ওষুধও খাচ্ছে।”

“না, ঠিক ছিলেন না মাসিমা। প্রায়ই পড়ে যেতেন। মনু, কাজের মেয়েটা ধরে ওঠাত। বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলেন। মনু ডেকে সাড়া না পেয়ে শেষে পাশের আকুলদের বাড়িতে খবর দিয়েছে। ওরা এসে দরজা ভেঙে বের করেছে। মাথার পেছনে লেগেছিল বোধহয়। অনেকটা বমি হয়েছিল। বিছানায় এনে শুইয়ে দেবার পর বিশ্ব ডাক্তারকে খবর দিয়েছে। ডাক্তার যখন এসেছে, তখন ... শি ইজ নো মোর।”

“বাবা কী করছিল তখন? কোথায় ছিল?”

“বিছানায় বসে পেশেন্স খেলছিলেন। মনুর কান্না শুনে একবার এসে দেখে আমাকে বললেন তোকে খবর দিতে। আমি তখনই তোকে ফোন করেছি। মৃত্যুর খবর একবারে না দিয়ে বলেছিলাম মাসিমার কন্ডিশন সিরিয়াস। ভেবেছিলাম তুই বুঝে যাবি। নে চল, দেরি হয়ে গেছে। এই, তোরা বডি তোল। বলো হরি হরি বোল।”

তার মা এখন আর নীলিমা চৌধুরী নেই। বডি হয়ে গেছে। বডির কোনও নাম হয় না। মরে গেলে প্রাণময় এই শরীর একদলা জড়বস্তু হয়ে যায়। তখন মাংসখেকো ব্যাকটিরিয়া আসে। তার পেছনে পুরোহিত। কে জানে, কাকে বলে জীবন। কোথায় থাকে জীবন? যে জীবন চলে গেলে বড় আদরের এই শরীর ‘বডি’ হয়ে যায়, লোকে বলে মড়া। শুধুই কি শ্বাস নেওয়া, বেড়ে ওঠা, চলেফিরে বেড়ানো, বংশবৃদ্ধি করা – এসব যোগ করলে জীবন হয়ে যায়? এসব প্রাণের লক্ষণ, বেঁচে থাকার লক্ষণ, কিন্তু জীবন বোধহয় অন্যকিছু। এসবের বাইরে কি আর কিছু নেই? একটি গান শোনার জন্য, একটি প্রিয় মুখ আর একবার দেখার জন্য, একটি ফুল ফুটে ওঠার জন্য অপেক্ষা, একটি সূর্যাস্ত দেখার জন্য আকুলতা -- বিজ্ঞান কোনও দিন তার ঠিকঠাক সংজ্ঞা দিতে পারবে না।

কাচঘেরা গাড়িটায় ‘বডি’ উঠলে ফুলগুলো একবার দুলে উঠল। কড়া সেন্ট আর ধূপকাঠির গন্ধে টনির অস্বস্তি হচ্ছিল। একটু দূরে একটা সিগারেট ধরালে আনন্দর কথা মনে পড়ল। আনন্দকে সে ইচ্ছে করেই এদিককার খবর জানায়নি। কে জানে আনন্দ কেমন আছে। তার কণ্ঠনালির ভেতরে কোষগুলো নিশ্চয় তাদের কলোনি আরও বাড়িয়েছে। “আমাকে ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও পুরুষকে ও ভালোবাসতে পারবে না” – দীপার কথা বলেছিল আনন্দ। দাদার মতো ওকে দেখে রাখতে বলেছে। সিগারেটে একটা বিধ্বংসী টান দিল টনি। আমার কোনও বোনের দরকার নেই – গোড়ালির হিংস্র চাপে আগুন, তামাক, ফিল্টার – সব গুঁড়িয়ে গেল। নিভে গেল।

টনি ভেবেছিল শ্রাদ্ধের ঝামেলা চুকে যাওয়ার পর এ বাড়ি নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলবে। আপাতত তার ব্যারাকপুরের বাসায় বাবাকে নিয়ে রাখবে। তার মাথায় অন্য ভাবনা রয়েছে। পরে সেসব করবে। মনে হচ্ছে বাবাকে সরানো সহজ হবে না। হুজ্জতি করেই নিয়ে যেতে হবে। দরকার হলে তাই করবে। এখানে থাকলে বাবা ইচ্ছেমতো টাকা খরচ করবে। তাস খেলেই তার পাঠানো টাকা সব উড়িয়ে দেবে। ভাগ্যিস মদের নেশা নেই।

আজ বিকেলে বাজারে বেরিয়েছিল টনি। প্রচুর নতুন বড় বড় বাড়িঘর, পুরোনো জায়গাটা আর চেনাই যায় না। অবাক হয়ে সেই নতুন শহর দেখছিল সে। হঠাৎ এক ভদ্রলোক তার পাশে বাইক থামিয়ে দাঁড়াল। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকাল টনি। চিনতে পারল না। পুরোনো কেউ নয়, নতুন মানুষ। অথচ লোকটা অনেকদিনের চেনা মানুষের মতো চোখেমুখে হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

“চিনলি না তো? আমি পরিমল। রাজেন মেমোরিয়ালের পরি। আমরা অবশ্য ব্যাক বেঞ্চের মাল ছিলাম। তুই গুডবয় ছিলি। তোকে দিয়ে মাইতি স্যর একবার আমার কানডলা করিয়েছিল। শালা, আমাকেও ভুলে গেলি। তোর খবর কিন্তু রাখি। ভালো ব্যবসা করছিস এখন।”

“আরে তুই, সত্যি ... কেমন পালটে গেছিস তুই। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে লোহার বালা, গলায় ওটা সোনার চেন না শেকল, অত মোটা! যেভাবে আমার পাশে ঘ্যাচ করে বাইক দাঁড় করালি, ভাবলাম বোধহয় চাকুফাকু বের করবি। এত মুটিয়ে গেলি কী করে? ফিনফিনে ছিলি তো। মুর্শেদদের পেয়ারা গাছে তুই সবার আগে উঠে পড়তি। কেমন আছিস?”

“ওই, চলছে। মাসিমার কথা শুনলাম। কাজ তো হয়ে গেছে। মাথায় একটা টুপি পরলে পারতিস। ক’দিন থাকবি নাকি?”

“ভাবছি এদিকের বাড়িঘরের একটা ব্যবস্থা করে যাব এবার। ক’টা দিন থাকতে হবে।”

“জমি কতটুকু তোদের? রেজিস্ট্রি করা, না পাট্টার?”

“এগারো কাঠা আট ছটাক। সব জঙ্গল হয়ে আছে। কে এখন এই বাড়ি, জমি মেইনটেইন করবে। রেজিস্টার্ড, খাজনা আপ-টু-ডেট ক্লিয়ার। কাস্টমার থাকলে বলিস ডাইরেক্ট আমার সঙ্গে কথা বলতে। দালালের থ্রু দিয়ে গেলে ফালতু গচ্চা যাবে।”

“সাড়ে এগারো কাঠা। সে হয়ে যাবে। আমারই জমিজমার বিজনেস আছে। সঙ্গে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট। বুঝিস তো, সামনেই বর্ডার। জমির ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করিস না। আমার সঙ্গে ডিল করলে তোকে আমি ঠকাব না। হায়েস্ট দর দেব তোকে। তোর ফোন নম্বরটা দে। তোর কাকারা, কাকার ছেলেমেয়েরা, ওদের সঙ্গে কথা বলেছিস?”

“জমি বাবা কিনেছিল। দলিল রতন চৌধুরীর নামে। কীসের ঝামেলা। ক্লিয়ার জমি”।

“মেসোমশাই, মানে তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিস তো ? বুড়োদের আবার এসব বাস্তুভিটেফিটে নিয়ে অনেক সেন্টু থাকে। শেষমুহূর্তে বেঁকে বসে। কাঁদতে শুরু করে। খারাপ লাগে, কিন্তু কী করব বল, হরিণকে বাঁচালে তো বাঘ উপোসে মরে। কোটি টাকা ইনভেস্ট করে বসে আছি কি উপোস করে মরার জন্য। বল, নম্বরটা বল। আমি একটা মিস কল দিচ্ছি, আমারটা সেভ করে রাখ। দরকার হ’লে মেসেজ করিস।”

মিসড কল। মেসেজ। ব্যাকবেঞ্চার জমির দালালের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাল টনি। বাসুকাকুর খোঁজ নিতে হবে একবার। মরেই গেছে হয়তো।

(চলবে)

এডুকেশন ক্যাম্পাস

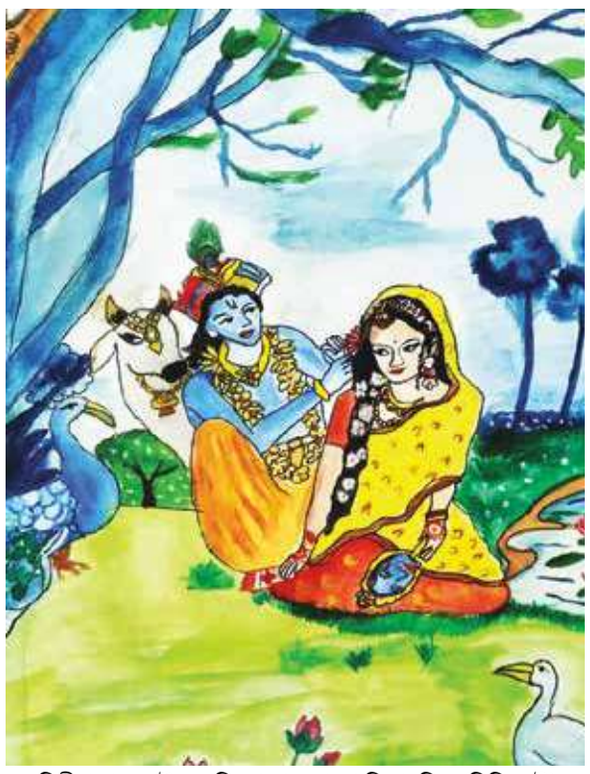

অদ্বিতীয়া দাস, অষ্টম শ্রেণি, রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দির (সিবিএসই)।

রাইমা সরকার, নবম শ্রেণি, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল।

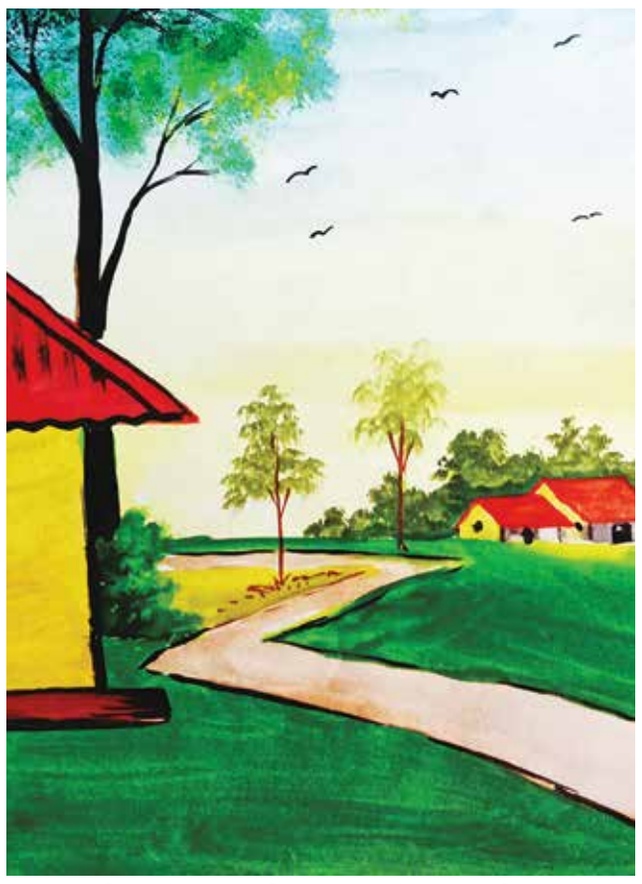

অদ্রিজ বর্মন, সপ্তম শ্রেণি, মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল, কোচবিহার।

সৌভাগ্য দত্ত, পঞ্চম শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ব্যাংডুবি।

আর্য ভট্টাচার্য, ষষ্ঠ শ্রেণি, বালুরঘাট উচ্চবিদ্যালয়।

সপ্তাহের সেরা ছবি

খিদের রাজ্যে... *যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ত্রাণ সংগ্রহে হুড়োহুড়ি। - দ্য গার্ডিয়ান*

কবিতা

ড্রিম ড্রিম
কল্যাণময় দাস

মস্তিষ্ক থেকে গুহ্য ডিজিটাল ড্রিমের রাজ্য
ঝলমল পিক্সেল, কোড

নাচে অ্যালগো, গাহে রিদম ইলেক্ট্রন থাকে নাকো ঊহ্য
আছি বেশ সার্কিট মোড

এআই স্ক্যাম আর সেল্ফ-ড্রাইভ কার তছনছ এখন, এবং ফিউচার
প্রতিদিন আল্ট্রা-কবি হচ্ছেন লোড

নিউরোনে ধরে গেছে অনন্ত আগুন, স্ক্রোল ক'রে শুধু খুঁজি তামান্না-ফাগুন
পেটের নীচে খাড়া হয় সোর্ড

চিহ্ন
রঞ্জনা রায়

সূক্ষ্মতর দুঃখেরা ঘুরে বেড়ায় অচেনা রোদ্দুরে আমি কথা বলি
কথা বলি আমার গহন বেদনার সঙ্গে।
ভেঙে যায় বাসাবাড়ি
আসবাব থেকে ধোঁয়া ওঠে
আমার গহন বেদনারা আজ বড় অসহায় তৃষ্ণার্ত।

এক বুক মরুভূমি।
আমি একা হই
একা হতে হতে ঝরা পাতার শব্দ শুনি।
পবিত্র মন্ত্রের মতো কিছু কিছু রঙিন ফানুস
উড়েছিল নীল আকাশের অন্তহীন অবকাশে।
ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি ঢেকে দিল সমস্ত দুঃখের শ্যাওলা।

কিছু মানুষ, কিছু মুখোশ ছিল বড় মোহনীয়
আজ এই দূরত্বের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে
বুঝে গেছি স্বরূপ তার।
মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে যে অতীত

সেই অতীত আজও বুকের গভীরে
রেখে যায় তারই অমোঘ চিহ্ন।

বাউল হয়ে জেগে থাকি
প্রশান্ত দেবনাথ

সূর্যাস্তের স্মৃতি মেখে মেয়েদের হস্টেল
ভাবছে দলছুট মেঘেদের কথা। এখানে
পুজো নেই কাছাকাছি। আগমনী সুরে দোলা
নেই কাশফুলে, নেই ঢাকের আওয়াজও...
সামনের জানলা খুলে তাকিয়ে রয়েছি, আর
খুঁজে ফিরছি শেফালির ভেজা ঘ্রাণ, মায়া

আমাকে দেখে হাসছে টবের ক্যাকটাস
হাসছে ছোটবেলা। ডুয়ার্সের গ্রাম ছেড়ে
প্রিয় মুখ ছেড়ে, কাঁটা বুকে নিয়ে আছি
দূরের শহরে। মাঝেমধ্যে রক্ত ঝরে। রক্ত
মুছে স্বপ্ন দেখি আবার। ভোরের দিকে
বাউল হয়ে জেগে থাকি শরতের নীলে

নিরুত্তাপ দিন
আভা সরকার মণ্ডল

নেপথ্যে নিরুত্তাপ দিন
সম্মুখে বাচাল ঝড়ের কোরাস
মাঝে সাময়িক বিরতির ফাঁক ...

ভূলুণ্ঠিত অনাগ্রহের কবল থেকে
এই ফাঁকে খুঁজে বের করা সহজ হয় না
চলমান অক্ষরের কোলাজ

মনোযোগী সময়ের অভাব যাঁদের অনাহূত করেছে
ক্ষোভ প্রশমনের তাগিদ তাঁদের
উলটো পায়ে পিছিয়ে নিয়ে গেছে পর্ণমোচীর দিকে

ঋতু বদলের অনুষঙ্গী হতে

জন্মফুল
তিস্তা

নীরব সাদার ভিতর মেয়াদোত্তীর্ণ
আমাদের আসা আর যাওয়া

কার গাছে মরা ফল ধরে
কার গাছে নেইফল
কে কাকে অতিক্রম ক'রে
পেরিয়ে যাচ্ছে আগুনের বৃত্ত

গল্পগুলো ভুলে যাচ্ছি।

উজ্জ্বল তারারা কাছে, খুব কাছে
আর একটি অনুজ্জ্বল তারা —
অবিরাম পুনর্জন্ম চেয়ে চেয়ে আত্মহারা...

নদী হয়ে যায়
প্রদীপ কুমার দাস

বাতাসের অপেক্ষায় জলমগ্ন মেঘ,
ছাতার মতো দাঁড়িয়ে আছে
যেভাবে একটা বট গাছ দাঁড়িয়ে থাকে;
মা ভাতের হাঁড়ি উনুনে চাপালে
পাখিরা আনন্দে গান গায়
বাবা ছাতা মাথায় নদী হয়ে যায়
আত্রেয়ী থেকে তিস্তায়...

ছোট ছোট নদীর ঢেউ
মায়ের উঠোনে এসে জড়ো হলে,
রাতের অন্ধকারে চাঁদ জেগে ওঠে;
বৃষ্টি এসে তাকিয়ে থাকে ভাঙা কাঠের জানলায়
পাখিরা ঘুমিয়ে পড়লে
নতুন দিনের ভোর আসে
একটা অন্ধকার রাত মুছে দিয়ে
বাবা আবার নদী হয়ে যায়!

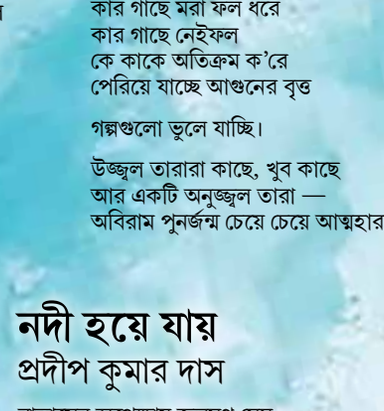

ক্লান্তির পাঠ
বিপুল আচার্য

এখন কিছুদিন ক্লান্তির পাঠ নেই
দংশনের পাঠ নেই ময়নামতীর কাছে
কি যতনে সাজানো ছিল নির্ঘুম চোখে
মিছিলের গল্প শুনব না যদি অহংকারের
মৃত্যু হয় পাছে...!

এখন দু'চোখে ক্লান্তি শুধু মায়া অবসন্ন
তোমার চোখেও আঁকা থাক না হয়
রোদ্দুর বলেছে যেভাবে সবেতে তিনিই অগ্রগণ্য!

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

মহিষাদলের মদনগোপাল জিউ আর রথের উৎসব

মহিষাদলের মন্দির। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। ছবির জন্য কৃতজ্ঞতা - স্বপন দলুই।

পূর্বা সেনগুপ্ত

গৃহদেবতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা তথা ভারতের সামাজিক ইতিহাস। অখণ্ড ভারতের মানচিত্রে বঙ্গ তখন ভঙ্গ হয়নি। তাই সমস্ত বঙ্গেই ছোট ছোট রাজা, জমিদারের শাসনে পরিচালিত। উত্তর ভারত দিয়ে তুর্কি ও মোগলদের আক্রমণ সবাধিক প্রভাবিত করেছিল বাংলার জনসমাজকে। ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল বঙ্গসমাজ।

তারই মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য রাজপরিবারের কীর্তি ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সমাজে আজও ছাপ রেখে গিয়েছে। যেমন মেদিনীপুরের মহিষাদল রাজবাড়ি, কোচবিহারের রাজবংশ ও বর্ধমানের রাজপরিবার। এইসব পরিবারের গৃহদেবতা যেমন উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঠিক তেমনভাবেই নানা মন্দির ও মূর্তি নানারূপে এই রাজন্যবর্গ বা রাজপরিবারের হাত ধরে প্রকাশিত হয়েছেন। এই রূপবৈচিত্র্য কিন্তু অনন্য। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি জেলায় দেবার্চনার ভিন্ন রীতি রয়েছে। রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের ধারা। কত মিষ্টি মধুর, প্রাণের আনন্দ দিয়ে যে পূজিত হচ্ছেন গৃহদেবতা।

নিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে উদাহরণ উপস্থাপনের চেষ্টা করি। বেশ কিছু বছর আগের কথা, বিশেষ কারণে রথের সময় মহিষাদল রাজবাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। বিরাট মেলা, অনতিদূরে রথের উপর বিরাজমান কৃষ্ণ। তিনি চলেছেন মাসির বাড়ি। সকলে মিলে উপস্থিত হলাম রাজবাড়ির ভিতর, রাজপরিবারের গৃহদেবতার মন্দিরে। কৃষ্ণহীন রাধা সেখানে বিরাজ করছেন। স্থানীয় এক পরিচিত মহিলা হাসতে হাসতে বললেন, এই সময় রাধা আর কৃষ্ণের মান অভিমানের খেলা চলে।

কেন? কারণ কৃষ্ণ মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছেন, সুতরাং সেখানে নানা সুখাদ্য তাঁর জন্য বরাদ্দ। কিন্তু রাধা মন্দিরে একাকী, কৃষ্ণ তাঁকে রাগাবার জন্য আম খেয়ে আমের আঁটি, কলা খেয়ে তার খোসা, লিচু খেয়ে তার বিচি ইত্যাদি উচ্ছিষ্ট দ্রব্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর শ্রীমন্দিরে রাধারানিকে সেইসব বস্তুই ভোগ রূপে দেখানো হচ্ছে! কৃষ্ণের এই দুষ্টুমিতে রাধা ক্রোধে লাল হয়ে যান। শুরু হয় মান-অভিমানের পালা।

স্মরণে রাখবেন পাঠক, এই ঘটনা পুরীর জগন্নাথ ও ক্ষেত্রদেবী লক্ষ্মীর মান-অভিমান নয়। জগন্নাথ বোনকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছেন। তাই তাঁর পত্নী লক্ষ্মী ক্রোধে লাল। কেবল বেড়াতে গিয়েছেন এমন নয়, তিনি লক্ষ্মীকে একবার বলেও যাননি। তাই হেরা পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মী লুকিয়ে লুকিয়ে জগন্নাথ–বলরাম আর সুভদ্রাকে দেখতে যান গুণ্ডিচা মন্দিরে।

ঠিক সেই সময় তিন ভাইবোন খেতে বসেছেন, তাই লক্ষ্মী দরজার কাছে আসতেই ভুলক্রমে দরজা বন্ধ করে দেন জগন্নাথ। কারণ আহারের সময় দুয়ার আবদ্ধ রাখারই রীতি। লক্ষ্মী কিন্তু এঘটনায় খুবই কষ্ট পান। তিনি ভাবেন তাঁকে দেখেই রুদ্ধ হয়েছে গুণ্ডিচা মন্দিরের সদর দরজা। তখন রাগে তিনি যে নন্দীঘোষ নামে রথে জগন্নাথ গিয়েছেন সেই রথকে একটু ভেঙে দিয়ে আসেন। এই ভগ্ন অংশ দেখে জগন্নাথ বুঝতে পারবেন লক্ষ্মী গুণ্ডিচা মন্দিরে এসেছিলেন। কারণ তাঁর রথ নন্দীঘোষকে খুঁতযুক্ত করার সাহস লক্ষ্মী ব্যতীত আর কার হবে?

লোকে নীলাচলে যায় রথের রশি ছুঁয়ে পুণ্য অর্জন করার জন্য। কিন্তু জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও লক্ষ্মীকে নিয়ে এবং তাঁদের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে জীবন্ত নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। ঘটনার কিছু অংশ পুরাণ থেকে কিছু একেবারেই লোকায়ত- যা ভক্ত সাধকদের মনজাত। সেই নাটকীয় মুহূর্ত কে উপভোগ করেন না। তাঁর কৃপা কেবল প্রসাদে নেই, আছে তাঁর রূপ ও জীবন আস্বাদনেও।

স্নানযাত্রা থেকে রথ পর্যন্ত যে লীলা প্রভু জগন্নাথ করেন তাঁর উপর ভিত্তি করে সাহিত্য রচিত হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে ভক্তের কথোপকথন, ভগবানের লক্ষ্মীকে তুষ্ট করার প্রয়াসে মানভঞ্জনের লীলা সাহিত্যের দৃষ্টিতে দেখা উচিত, এর ফলে লীলামাধুর্যে রসবৃদ্ধি হয়। যে সেই রস আস্বাদন করে সেই-ই রসিক।

আমরা আবার মহিষাদলের রথের প্রসঙ্গে ফিরে আসব। এমনিতে মেদিনীপুর অঞ্চল ওড়িশার পার্শ্ববর্তী হওয়ার জন্য হোক বা অন্য কারণে হোক এই জেলার মানুষের জগন্নাথ দেবের উপর অগাধ ভক্তি। যেমন ওড়িশাবাসীর রক্তের মধ্যে জগন্নাথ বাস করেন, এঁদের কাছেও অনুভূতির স্তর একইরকম। সুতরাং মহিষাদলের রাজবাড়ির এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নীলাচলের জগন্নাথলীলার প্রভাবে অনুরণিত, একথা বলতেই পারা যায়। তবে এখানে লক্ষ্মীর স্থানে রাধাকে বসানো হয়েছে।

মহিষাদলে রাধাকৃষ্ণের এই মিলন-বিরহের টানাপোড়েন খুবই উপভোগ করেন স্থানীয় মানুষ। কিন্তু এই প্রথা বা কাহিনী একেবারেই যে তাদের লোকায়ত সৃষ্টি একথা তারা স্মরণে রাখেন না। হয়তো বা এই প্রথা সেই অঞ্চলের বা রাজবংশের কোনও প্রেমিক রাজার নিজ জীবনের মনোজাত ভাবের বহিঃপ্রকাশ। মানুষের প্রেমেই ঈশ্বর প্রেমিক হয়ে ওঠেন, আবার ঈশ্বরের প্রেমে মানুষ হয়ে ওঠে উন্মত্ত – হয় সর্বত্যাগী, বৈরাগী, সংসার ছাড়া। মানব ও দেবতার এই নিগূঢ় সম্পর্কের খেলাই গৃহদেবতার প্রাণবস্তু।

স্থানীয় গবেষকের মতে, পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল

পর্ব - ৬

বেশ কিছু বছর আগের কথা, বিশেষ কারণে রথের সময় মহিষাদল রাজবাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। বিরাট মেলা, অনতিদূরে রথের উপর বিরাজমান কৃষ্ণ। তিনি চলেছেন মাসির বাড়ি। সকলে মিলে উপস্থিত হলাম রাজবাড়ির ভিতর, রাজপরিবারের গৃহদেবতার মন্দিরে।

অঞ্চলটি তাম্রলিপ্তের অনেক পরবর্তী সময় বাসযোগ্য হয়েছে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেও ওই স্থানটির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। পরে নদীর পলি জমে জমে মাটি জেগে ওঠে। শোনা যায় মহেন-জো-দারো সভ্যতা গঠনেরও আগে এরই কাছে গেঁওখালি নদী মোহনার ধারে এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাম্রলিপ্ত পুরসভা গঠিত মিউজিয়ামের মধ্যে তার নিদর্শন আমরা দেখেছি। যদিও আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তকমা এখনও জোটেনি। এই উদাসীনতার কারণও অধিবাসীদের কাছে অজানা।

শোনা যায়, মহিষাদল স্থানটি যখন নদীবক্ষ থেকে জেগে ওঠে তখন তার আকৃতি ছিল ঠিক মহিষের মতো। তাই এই স্থানের নাম হয় মহিষাদল। আবার ভিন্ন মতে এই স্থানে অনেক মহিষের বাস ছিল তাই নাম 'মহিষাদল'। একইসঙ্গে এই স্থানে অধিক মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বাস হেতু নাম মহিষাদল – এরকমও মনে করা হয়। মহিষাদল রাজপরিবারের সূচনা করেন একজন ভুঁইয়া। কিন্তু বর্তমান রাজবংশের সূচনা হয় মোগল সম্রাট আকবরের আমলে। শোনা যায় আকবর যখন দিল্লির মসনদে তখন তাঁর সেনাবাহিনীতে জনার্দন উপাধ্যায় নামে উত্তরপ্রদেশবাসী এক সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন। তিনি অস্ত্র পরিচালনায় এত নিপুণ ছিলেন যে তাঁর তরবারি ক্ষেপণের কুশলতা দেখে স্বয়ং সম্রাট আকবর তাঁকে 'বৈরাম খান' নামে একটি তরোয়াল উপহার দেন। এই জনার্দন উপাধ্যায় একবার ব্যবসার কাজে জলপথে গেঁওখালি অঞ্চলে উপস্থিত হন। চারিদিকে জল আর সবুজের মিশ্রণ জনার্দন উপাধ্যায়কে এত মুগ্ধ করে যে তিনি উত্তরপ্রদেশে আর ফিরে যাননি। কারণ ঠিক সেই সময় মহিষাদলের রাজা কল্যাণ রায়চৌধুরী বাংলার নবাবের রাজস্ব মেটাতে অক্ষম হলে বাংলার নবাব তাঁর জমিদারিকে নিলামে তুলে দেন। তখন অর্থকরী দিক দিয়ে ক্ষমতাবান জনার্দন উপাধ্যায় বাংলার নবাবের কাছ থেকে সেই রাজত্ব কিনে নেন।

জনার্দন উপাধ্যায়ের পঞ্চম উত্তরপুরুষ আনন্দলাল উপাধ্যায়ের কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী জানকী দেবীর হাতে রাজত্ব আসে। জানকী দেবী অত্যন্ত সুশাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে মহিষাদলের অধিবাসীরা সমবেত হয়ে রানিমায়ের কাছে আবেদন জানান, যেমন উৎকলের নীলাচলে সমারোহে রথ উৎসব পালিত হয়, মহিষাদলেও সেরকম রথের উৎসব প্রচলিত হোক। প্রজাদের আবদারে রানি জানকী দেবী রথের সূচনা করেন এবং এর সঙ্গে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু রথের সময় জগন্নাথ নয় রথারোহণ করেন কুলদেবতা মদনগোপালজিউ। সুতরাং এটি নিশ্চিত যে, এই দেবতা পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

জানা যায় রথ উৎসবের প্রচলনের সামান্য কিছু আগে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৭৬ সালে রথ শুরু হয়, আর তার আগে ১৭৭৪ সালে মদনগোপাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন জানকী দেবীই। তখন রথ তৈরি হয় বিরাট, তার ১৭টি চূড়া। পরে একটি দুর্ঘটনা ঘটলে তা কমিয়ে ১৩ চূড়া করা হয়। সর্বশেষ রথটি প্রস্তুত করেন লছমনপ্রসাদ গর্গ। প্রথমে রথের আগে চলত হাতি। যার উপর লাল নিশান নিয়ে মাহুত রথকে পথ দেখাত। রথের সমারোহ এত বিরাট ছিল যা পুরীর রথযাত্রার সার্থক উত্তরসূরি রূপে গণ্য হত। এখন সেই সমারোহ নেই বটে, কিন্তু উৎসব ও আনন্দ নিয়ে বিরাট রাজবাটী এখনও দাঁড়িয়ে আছে। রাজবাড়িও কম বিরাট নয়, বর্তমানে রাজবাটীর তিনটি অংশ আছে। প্রথম জনার্দন উপাধ্যায় যেটি তৈরি করেন তার নাম রঙ্গিবসান। তা এখন ভগ্নপ্রায়। দ্বিতীয়টির নাম লালকুঠি আর তৃতীয়টি হল ফুলবাগ। যা সম্ভবত ১৯৩৪ সালে গঠিত হয়। বর্তমানে পর্যটকদের কাছে ফুলবাগকেই খুলে দেওয়া হয়।

জানকী দেবী মহাসমারোহে এই উৎসবের সূচনা করেন। কামানের গোলার ধ্বনি রথযাত্রার সূচনা করে, আর এই রথ ও উলটোরথ উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা বসে প্রায় কুড়িদিনের জন্য। এই মেলায় বিখ্যাত হল জিলিপি। স্বমুখে তার স্বাদলাভ করে বুঝেছি, এমন জিনিস আগে মুখে দিইনি। জানকী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা গুরুপ্রসাদ গর্গ মহিষাদলের রাজা হন। জমিদারি উপাধ্যায়দের থেকে গর্গদের হাতে হাসে। এই গর্গদের দ্বিতীয় পুরুষ রামনাথ গর্গ নিঃসন্তান হওয়ায় দত্তকপুত্র লছমনপ্রসাদ গর্গ রাজা হন। এই লছমনপ্রসাদ গর্গই দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত রাজত্ব চালিয়েছিলেন। সুতরাং মহিষাদল রাজবংশের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। কুলদেবতার প্রসঙ্গে যে ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ, বাংলার বাইরে থেকে এই রাজবংশের উৎপত্তি। গৃহদেবতাও তাই বাঙালি প্রথা ভেঙে রাজাদের মূল বাসস্থানের কিছু প্রথাকে নিয়ে চলেন যুগ যুগ ধরে। যেমন রথের রশি ধরে টান দেওয়ার প্রথা।

পুরীতে আমরা দেখি প্রথম রাজা এসে রাস্তা সম্মার্জনী দিয়ে ঝাঁট দেন। এতটাই দেবতার কাছে নত হন তিনি। তারপর সেই রাজার ঝাঁট দেওয়া পথে জগন্নাথের রথ নির্ঘোষ শুনতে পাওয়া যায়। মহিষাদলের রাজবাড়িরও প্রথম রথের রশি আকর্ষণের একটি অনুষ্ঠান আছে। সেই অনুষ্ঠানটির নাম হল, লেতেরছোপ। একেবারে অবাঙালি নাম। আগে পালকি করে রাজপরিবারের মেয়েরা এই উৎসবে যোগ দিতে রথের সম্মুখে আসতেন। এখন আর সেই প্রথা নেই। উৎসবের উৎস অন্য রাজ্য হলেও আজ মহিষাদলের কুলদেবতা ও রথ-উৎসব বিশেষভাবে বাংলারই অনুষ্ঠান। কারণ পূর্ব মেদিনীপুরের এই অঞ্চল সর্ব দিক দিয়ে উন্নত হয়ে উঠেছিল মহিষাদলের রাজপরিবারের শাসনে। যাঁদের গৃহে কুলদেবতা মদনগোপালজিউ আনন্দ বিরাজিত।

দুয়ারে কড়া নাড়ছে প্যারিস অলিম্পিক। শ্যেন নদীর তীরে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থের শুরু হতে অপেক্ষা আর পাঁচদিনের।

PARIS 2024

চ্যাম্পিয়ন তকমাই চ্যালেঞ্জ নীরজের

গ্লোরিয়া (তুরস্ক), ২০ জুলাই : বছর তিনেক আগে টোকিওর সেই ঐতিহাসিক রাত আজও ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে গেঁথে। সেদিন তাঁর বর্শা ৮৭.৫৮ মিটার দূরত্ব ছুঁতেই উৎসবে মেতেছিল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। সেই সঙ্গে অলিম্পিকের মঞ্চে উদয় ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়ার। সেই সময়ের বিস্ময় প্রতিভা এইমুহূর্তে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের আইকন। অলিম্পিকের পর ডায়মন্ড লিগ ও এশিয়ান গেমসে তাঁর গলায় সোনা ঝুলেছে। টোকিওর সেই রাত কি আবারও ফিরবে প্যারিসে?

> প্যারিসে জ্যাভলিন ছোড়ার স্বপ্ন এখন হামেশাই দেখছি। প্রতিদিনই শোয়ার পর মনে হয় অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।
>
> **নীরজ চোপড়া**

তুরস্কের গ্লোরিয়ায় শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে মগ্ন নীরজ। তার ফাঁকেই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছে তিনি। গতবার ও এবারের মধ্যে ফারাক প্রসঙ্গে নীরজের কথায়, 'গতবার আমি ফেভারিট ছিলাম না। তাই চাপ কিছুটা কম ছিল। কিন্তু এবার আমার জন্য চ্যাম্পিয়নের তকমা ধরে রাখার লড়াই। স্বাভাবিকভাবে চাপটাও বেশি। সেটা সামলানোর চ্যালেঞ্জ থাকবে। তবে আমার লক্ষ্য একটাই। যেভাবেই হোক সোনা ধরে রাখতেই হবে। তবে একথা ভেবে নিজের ওপর চাপ বাড়াতে চাই না। তাই প্রতিদিন নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এটা আমার প্রথম অলিম্পিক।'

ভারতের সোনার ছেলে আরও যোগ করেছেন, 'অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তিন বছর কেটে গিয়েছে। আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। নিজের শরীর সম্পর্কে আগের তুলনায় ধারণাও বেড়েছে। পরিণতবোধ আমায় আরও উন্নতিতে সাহায্য করেছে।'

অলিম্পিকের দামামা বাজতে এখনও ছয়দিন বাকি। কিন্তু নীরজ এখন থেকেই অলিম্পিক মোডে ঢুকে পড়েছেন। তাঁর কথায়, 'প্যারিসে জ্যাভেলিন ছোড়ার স্বপ্ন এখন হামেশাই দেখছি। প্রতিদিনই শোয়ার পর মনে হয় অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। এই অনুভতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।'

কয়েক মাস আগে চোটের কারণে ডায়মন্ড লিগ থেকে নাম তুলে নিয়েছিলেন নীরজ। তবে এইমুহূর্তে যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ তেমনটা জানিয়ে নীরজ, 'অলিম্পিকের জন্য ডায়মন্ড লিগে নামিনি। সিদ্ধান্তটা যে কতটা সঠিক ছিল, তা এখন বুঝতে পারছি। আমি সম্পূর্ণ ফিট।' 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ'-এ আবারও নীরজ শো দেখার অপেক্ষায় গোটা দেশ।

সতীর্থ অঙ্কিতা ভকত ও ভজন কাউরের সঙ্গে দীপিকা কুমারী। প্যারিসে রওনা হওয়ার আগে।

মেয়ের জন্য মন খারাপ নিয়ে অলিম্পিকে দীপিকা

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : একদিকে তিনি সন্তানের জননী, অন্যদিকে তিনি অলিম্পিকে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আশা। ১৯ মাসের কন্যা দেবিকাকে রেখে অলিম্পিকে যাওয়াটা কতটা কঠিন হতে পারে তা টের পাচ্ছেন ভারতের তারকা তিরন্দাজ দীপিকা কুমারী। কন্যাসন্তানের জন্মের কারণে প্রায় এক বছর প্রতিযোগিতামূলক তিরন্দাজি থেকে দূরে ছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আবার তিরন্দাজিতে ফিরে আসেন দীপিকা এবং পদকও জেতেন। এবার তাঁর স্বপ্ন প্যারিস থেকে দেশকে পদক এনে দেওয়া।

অলিম্পিকে খেলতে যাওয়ার আগে কন্যা দেবিকাকে নিয়ে দীপিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিরন্দাজ স্বামী অতনু দাস। পরে দীপিকা বলেছেন, 'মেয়েকে ছেড়ে থাকাটা খুব কঠিন আমার কাছে। ওর কথা সবসময় মনে পড়বে। তবে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর কাছে দেবিকা ভালো থাকবে।' সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর নিজেকে ফের ফিট করতে কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন দীপিকা। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্বামী অতনু বলেছেন, 'ও ফের তিরন্দাজিতে ফেরার মতো পরিস্থিতিতে ছিল না। সেইজন্য জগিং ও নিয়মিত জিমে যাওয়া শুরু করেছিল।' গতবছর ন্যাশনাল গেমস থেকে দুটি সোনা ও একটি রুপো জিতেছেন।

> মেয়েকে ছেড়ে থাকাটা খুব কঠিন আমার কাছে। ওর কথা সবসময় মনে পড়বে। তবে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর কাছে দেবিকা ভালো থাকবে।
>
> **দীপিকা কুমারী**

তবে ছন্দে থাকলেও প্যারিসে দীপিকা মুখোমুখি হবেন দক্ষিণ কোরিয়ার লিম সি-হেইয়নের। এই কোরিয়ানের কাছে চলতি বছরে দুইবার হেরেছেন তিনি। তবে এই নিয়ে চিন্তিত নন দীপিকা। বরং ভারতের তারকা তিরন্দাজের বক্তব্য, 'আমি ইতিহাস বদলাতে পারব না। তবে এইবার সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'অলিম্পিককে আর পাঁচটা প্রতিযোগিতার মতো মনে করে খেলতে নামছি। এখানে ভারতীয়দের ওপর মানসিক চাপটা বেশি থাকে।'

খেলায় আজ

১৯৪৫ : দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং কিংবদন্তি ব্যারি রিচার্ডসের জন্মদিন। তিনি মাত্র ৪ টেস্ট খেললেও হ্যাম্পশায়ারের হয়ে গর্ডন গ্রিনিজের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাউন্টি ক্রিকেটে ওপেনিংয়ে ঝড় তুলেছিলেন।

সেরা অফবিট খবর

আঙুল কেটে অলিম্পিকে

অনুশীলনের সময় ডান হাতের অনামিকায় চোট পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার হকি দলের খেলোয়াড় ম্যাট ডসন। চোট পরীক্ষার পর চিকিৎসক জানান অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় নেই। প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে হলে অনামিকার উপরের অংশ কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া তাঁর সামনে কোনও রাস্তা খোলা নেই। টোকিও অলিম্পিকে রুপোজয়ী দলের সদস্য ম্যাট সেটাই করেন।

ভাইরাল

ব্যাটার লাবুশেনের বোলিংয়ে চমক

ক্রিকেট দুনিয়ায় মানসি লাবুশেনের পরিচয় ব্যাটার হিসেবেই। সেই লাবুশেন ভাইটালিটি ব্লাস্ট টি২০ প্রতিযোগিতায় গ্ল্যামারগনের হয়ে খেলতে নেমে ২.৩ ওভার বোলিং করে ১১ রান দিয়ে ৫ উইকেট কেড়ে নিলেন। একটি ওভার আবার তিনি মেডেন রাখেন। এটাই লাবুশেনের কেরিয়ারে ইনিংসে প্রথম ৫ উইকেট শিকার।

ইনস্টা সেরা

৯ বছর ডেট করার পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন দীপক হুডা। ইনস্টাগ্রামে দীপক বিয়ের ছবি শেয়ার করলেও বউয়ের নাম জানাননি। তবে তাঁর স্ত্রী যে হিমাচলপ্রদেশের সেটা বোঝা গিয়েছে দীপকের বার্তা থেকে। তিনি লিখেছেন, 'আমার ছোট্ট হিমাচলি বধূ তোমাকে আমাদের বাড়িতে স্বাগত।'

উত্তরের মুখ

উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃক্লাব ফুটবলে শনিবার শিশু পাহান হ্যাটট্রিক সহ পাঁচ গোল করেন। ম্যাচে তাঁর দল রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব ১১-০ গোলে চূর্ণ করেছে কুলিক স্পোর্টসকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. মোহনবাগান দিবস কোন বিশেষ ঘটনাকে স্মরণ করে পালন করা হয়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রড্রি, ২. মোহনবাগান।

সঠিক উত্তরদাতারা

নয়ন সাহা, সাগ্নিক দত্ত, পাপিয়া দে।

স্টিমাকের শূন্যস্থানে মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাই : কোনও ভারতীয় নন, শেষপর্যন্ত জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হলেন বর্তমানে এফসি গোয়ার দায়িত্বে থাকা স্প্যানিশ কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। এবং স্কুলের মাস্টারমশাইকে সরকারিভাবে প্রাইভেটে পড়ানোর সুযোগ দেওয়ার মতো তাঁকে ক্লাব দলেরও কোচিং করার অনুমতি দিচ্ছে এআইএফএফ।

পদত্যাগ করলেন বাইচুং

এদিন এই কোচ নিয়োগ নিয়ে টেকনিকাল কমিটির সঙ্গে আলোচনা না করার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন বাইচুং ভুটিয়া।

এদিন ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির সভার পর টেকনিকাল কমিটির সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে নতুন কোচ নিয়োগ করার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন বাইচুং ভুটিয়া। বাকি সদস্যরা অবশ্য গোটা বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। বাইচুং সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'ওরা চিরকালীন নিয়ম ভাঙছে বলেই আমি কমিটি থেকে পদত্যাগ করি। যেখানে কোচ তাড়ানো থেকে নতুন কোচ নিয়োগ, কোনওটাতেই টেকনিকাল কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা হয় না, সেখানে থেকে কী লাভ?' সভায় ছিলেন না আইএম বিজয়নও। তবে তিনি কেন ছিলেন না, তা জানা যায়নি। টেকনিকাল কমিটির সঙ্গে আলোচনা না করাই শুধু নয়, তালিকায় থাকা কোচেদের নিয়মমাফিক কোনও ইন্টারভিউও হয়নি। মানোলোকে কোচ করার প্রধান কারণ হিসাবে মনে করা হচ্ছে, প্রথম বছরটা এফসি গোয়াতেই যেহেতু তিনি বেশিরভাগ সময়টা কাটাবেন, তাই তাঁকে বেতন দিতে হবে শুধুই কাজের ভিত্তিতে। মূলত আর্থিক কারণেই এরকম সিদ্ধান্ত বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

এদিন ফেডারেশনের থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয় যে, আগামী তিন বছরের জন্য সিনিয়ার ভারতীয় পুরুষ দলের নতুন কোচ হচ্ছেন মানোলো। তবে যেহেতু তাঁর ২০২৪-'২৫ পর্যন্ত এফসি গোয়ার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে, তাই তিনি দেশের খেলা এবং তাঁর শিবিরের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় তাঁর বর্তমান ক্লাব দলের কোচিং করাতে পারবেন। ৩১ মে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরের দুই বছর তিনি শুধুই জাতীয় দলের কাজ করবেন। ২০২০ সালে হায়দরাবাদ এফসি-র কোচ হয়ে ভারতে আসেন এই স্প্যানিশ কোচ। যারা চ্যাম্পিয়নও হয় তাঁর অধীনে। হায়দরাবাদ থেকেই তিনি লিস্টন কোলাসো, হিতেশ শর্মা, আকাশ মিশ্র সহ একাধিক তরুণ ফুটবলার তুলে আনেন। গত মরশুমে যোগ দেন এফসি গোয়ায়। মার্কুয়েজ এদেশকে তাঁর দ্বিতীয় বাসস্থান বলে থাকেন। নিজের বক্তব্যে তিনি বলেছেন, 'যে দেশকে আমি নিজের দ্বিতীয় বাসস্থান বলে থাকি সেই ভারতের জাতীয় দলের কোচ হতে পারা আমার কাছে এক বিশাল সম্মানের ব্যাপার। ভারতের মতো সুন্দর একটা দেশের সঙ্গে আমার আসার পর থেকেই একটা আত্মিক যোগ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এফসি গোয়ার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমাকে এই দায়িত্ব নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য। একইভাবে এআইএফএফ আমাকে সুযোগ দিয়েছে বলে ওদের কাছেও কৃতজ্ঞ। আশা করছি, ভারতীয় ফুটবলের জন্য একসঙ্গে ভালো কিছু করা যাবে।'

এদিকে, এদিন অনিলকুমার প্রভাকরণের নাম অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নতুন মহাসচিব হিসাবে প্রস্তাব করা হয়। এরপরেই তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি সহ ফেডারেশনের বিভিন্ন কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তবে আরও কিছু আইনি বিষয় ও নিয়মকানুনের পরই তিনি দায়িত্ব নিতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে।

জাতীয় দলের সঙ্গে এফসি গোয়ারও কোচিং করাতে পারবেন মানোলো।

> ওরা চিরকালীন নিয়ম ভাঙছে বলেই আমি কমিটি থেকে পদত্যাগ করি। যেখানে কোচ তাড়ানো থেকে নতুন কোচ নিয়োগ, কোনওটাতেই টেকনিকাল কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা হয় না, সেখানে থেকে কী লাভ?
>
> **বাইচুং ভুটিয়া**

চলো পাঞ্জা লড়ি। ক্রিস গেইলের সঙ্গে হরভজন সিং। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

আবারও হার মহমেডানের

ইউনাইটেড স্পোর্টস-৩
(সুজল-২, রোহমিংথাঙ্গা)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১
(মহিতোষ)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাই : খারাপ সময় যেন পিছু ছাড়ছে না মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। গত দুই ম্যাচে জয় পেয়ে ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিল সাদা-কালো শিবির। কিন্তু শনিবার ঘরের মাঠে ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে ৩-১ গোলে হেরে ফের ছন্দপতন হাকিম সেগুন্ডোর দলের। কাদামাঠে মহমেডানকে নিয়ে রীতিমতো নাজেহাল করে ফেললেন তারক হেমব্রম, সুজল মুন্ডারা। এদিন জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক উত্তরবঙ্গের সুজল মুন্ডা। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তে নেমে দলকে জয় এনে দিয়েছেন তিনি।

ম্যাচে প্রথমার্ধের শেষদিকে তন্ময় ঘোষের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসা ছাড়া বলার মতো কিছু ঘটেনি। বরং দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোলের খাতা খোলে ইউনাইটেড। অধিনায়ক তারকের ফ্রি কিক থেকে হেডে গোল করেন ডিফেন্ডার রোহমিংথাঙ্গা। গোল খাওয়ার পর ইউনাইটেড আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায়। মাঝমাঠে তারক একাই দাপিয়ে গেলেন। তারকের পাশাপাশি উইং দিয়ে রহুল পুরকাইত ও দীপঙ্কর টুডু বারংবার আক্রমণ শানালেন। ইউনাইটেড দ্বিতীয় গোল পায় ৮১ মিনিটে। তারকের পাস থেকে ফিনিশ করেন সুজল। আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ থেকে উঠে আসা এই ছেলেটি গতবছর ট্রায়ালের মাধ্যমে যোগ দিয়েছিলেন ইউনাইটেডে। এইবছর লিগে রীতিমতো ভরসা জোগাচ্ছেন তিনি। আপাতত পাঁচটি গোল করেছেন সুনীল ছেত্রীর ভক্ত সুজল। ৯০ মিনিটে মহমেডানের হয়ে একটি গোল শোধ করেন মহিতোষ রায়। সংযোজিত সময়ে দীপঙ্কর টুডুর পাস থেকে ফের গোল করেন সুজল।

ম্যাচের পর সুজল বলেছেন, 'মহমেডান মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলা খুব চাপের ব্যাপার ছিল। কোচ যেমন বলেছেন, সেভাবেই খেলেছি। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই।' খুব গরিব পরিবার থেকে উঠে আসা সুজলের বাবা বেসরকারি কোম্পানিতে গাড়ি চালান। একটা সময় শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের লিগে কিশোর সংঘের হয়ে খেলেছেন এই স্ট্রাইকার।

কলকাতা লিগের অপর ম্যাচে খিদিরপুর ৪-৩ গোলে হারিয়েছে সাদার্নকে। উয়াড়ি ১-০ গোলে জিতেছে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে।

জয়গাঁর ছেলে সুজল মুন্ডা ইউনাইটেড স্পোর্টসের হয়ে করলেন দুই গোল।

ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা 'অধিনায়ক' সূর্যকুমারের

মুম্বই, ২০ জুলাই : ভারতীয় দলকে আগেও নেতৃত্ব দিয়েছেন।

রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে স্টপগ্যাপ অধিনায়ক হিসেবে সাফল্যও রয়েছে। তবে এবার স্টপগ্যাপ নয়, আগামীর ভাবনায় নেতৃত্বের গুরুভার সূর্যকুমার যাদবের কাঁধে। হার্দিক পান্ডিয়া নয়, নির্বাচকরা ভরসা রেখেছেন তাঁর ওপর। আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে সেই আস্থার মর্যাদা রাখতে চান।

ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি সমর্থকদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্কাই। লিখেছেন, 'আপনাদের থেকে প্রচুর ভালোবাসা, সমর্থন পেয়েছি। সবাইকে ধন্যবাদ। গত কয়েক সপ্তাহ স্বপ্নের মতো কেটেছে। আমি সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। দেশের হয়ে খেলার সবসময় স্পেশাল। অনুভূতিটা বলে বোঝানো মুশকিল। নতুন ভূমিকায় (নেতৃত্ব) দায়িত্বও অনেক বেশি। আশাবাদী, আগামীতেও সকলের আশীর্বাদ পাব। সবই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ঈশ্বর মহান।'

নতুন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। নতুন নেতা সূর্যকুমার। শ্রীলঙ্কার মাটিতে নতুন জমানার সূত্রপাত হতে চলেছে। অগণিত সূর্য-সমর্থকের সঙ্গে যেদিকে তাকিয়ে তারকার সহধর্মিণীও। স্বামীর উদ্দেশ্যে আবেগঘন বার্তায় সূর্য-ঘরনি দেবিশা ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'যখন তুমি ভারতের হয়ে খেলা শুরু করেছিলে, আমরা ভাবিনি এমন দিন আসতে চলেছে। ঈশ্বর মহান এবং প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার পান। তোমার জন্য গর্বিত। তবে তোমার নিজের লিগেসির এটাই শুরু। এখনও অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।'

আবেগঘন বার্তা স্ত্রী দেবিশার

লক্ষ্য এবার টেস্ট-সাফল্যে

রোহিতের পেপটকে রংবদল : অক্ষর

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : ৩০ বলে ৩০ রান দরকার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার।

ক্রিজে ডেভিড মিলারের সঙ্গে হেনরিচ ক্লাসেন। এক একটা শট গ্যালারিতে গিয়ে পড়ছে। ঝুঁকে পড়ছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাঁধ। হারের আশঙ্কায় ঝিমিয়ে গ্যালারির ভারতীয় সমর্থকরাও। সেখান থেকেই অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন।

প্রত্যাবর্তনের নেপথ্যে অধিনায়ক রোহিত শর্মার পেপটক। অক্ষরদের জানিয়েছিলেন, এখনও ৩০ বলে ওদের ৩০ করতে হবে। ম্যাচ শেষ হয়ে যায়নি। যার পরই নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন অক্ষর প্যাটেলরা, বদলে যায় সবকিছু।

ফাইনালে ডেথ ওভারের রুদ্ধশ্বাস লড়াই নিয়ে অক্ষর বলেছেন, 'ওভারে ২৪ রান দেওয়ার পর মনে হয়েছিল, ম্যাচ শেষ। মাটিতে বসে পড়েছিলাম। তবুও মনে হচ্ছিল, এখান থেকেও সম্ভব। এরপরই রোহিতভাই এসে বলে, এখনও ম্যাচ শেষ হয়নি। এরপর এক ইঞ্চি জমি ছাড়িনি আমরা। শেষ বল পর্যন্ত লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে ঝাঁপাই।'

> ওভারে ২৪ রান দেওয়ার পর মনে হয়েছিল, ম্যাচ শেষ। মাটিতে বসে পড়েছিলাম। তবুও মনে হচ্ছিল, এখান থেকেও সম্ভব। এরপরই রোহিতভাই এসে বলে, এখনও ম্যাচ শেষ হয়নি। এরপর এক ইঞ্চি জমি ছাড়িনি আমরা। শেষ বল পর্যন্ত লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে ঝাঁপাই।
>
> **অক্ষর প্যাটেল**

এর আগে কঠিন পরিস্থিতিতে ৪৭ রানের লড়াকু ইনিংস উপহারও দেন অক্ষর। বিরাট কোহলির সঙ্গে দলকে টেনে তোলেন। যদিও অক্ষরের মতে, আরও কিছুক্ষণ টিকে থাকা উচিত ছিল। বলেছেন, 'ভুল সময়ে আউট হয়েছিলাম। নিজের ভুলেই। ভালো হিট করছিলাম। বিরাটভাইও তখন সেট। আরও কিছু রান যোগ করা উচিত ছিল। সাজঘরে ফিরে একা বসেছিলাম। জসপ্রীত বুমরাহ কাঁধে হাত রেখে ৪ ওভার বোলিংয়ের কথাও মনে করিয়ে দেয়। বলে ইনিংসে মোমেন্টাম এনে দিয়েছি আমি। বাকিরা ঠিক টেনে দেবে।'

সেটাই ঘটেছিল। ফলস্বরূপ ১৩ বছর পর বিশ্বকাপ খেতাব। যার অঙ্গ হওয়ার খুশিটা এখনও তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন অক্ষর। সামনে শ্রীলঙ্কার সফর, জোড়া সিরিজ। তবে অক্ষরের চোখ, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, কুলদীপ যাদবদের উপস্থিতিতে টেস্ট টিমেও নিজের জায়গা পাকা করে নেওয়া।

জানিয়েছেন, টেস্টে লাইন-লেংথ খুব গুরুত্বপূর্ণ। টানা বোলিং করার চাপ সামলাতে হয়। খারাপ বোলিংয়ের জায়গা থাকে না। অনেক বেশি ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে। ব্যাটারদের বোকা বানাতে গতির হেরফেরও জরুরি। প্রস্তুতিতে যে বিষয়গুলি নিয়ে আরও বেশি করে খাটতে চান।

নতুন কোচকে নিয়ে অভিনব পরিকল্পনা বোর্ডের

গম্ভীরের সহকারী অভিষেক, ডোসেট

অভিষেক নায়ার

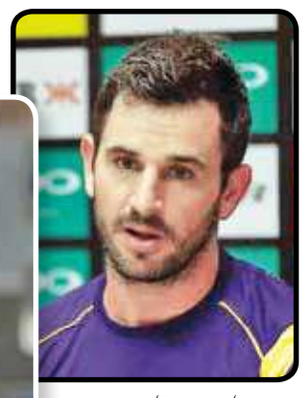

রায়ান টেন ডোসেট

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ গৌতম গম্ভীরের 'অ্যাকশন' শুরু হয়ে যাবে।

তার আগে এখন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড নয়া কোচকে নিয়ে নানা পরিকল্পনায় ডুবে রয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার কোচ গম্ভীরকে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের সামনে হাজির করানো হবে সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য। পাশাপাশি বিদেশি ফুটবলের ঢংয়ে নতুন কোচকে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করানোর পরিকল্পনাও করে ফেলেছে বিসিসিআই। তিন বছরের জন্য কোচ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন গম্ভীর। তাঁর মেয়াদের শুরু থেকেই বিসিসিআই শীর্ষ কর্তারা চাইছেন গম্ভীরের আগামীর পথটা মসৃণ করে দিতে।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ ও একদিনের সিরিজ খেলতে সোমবারই কলম্বো উড়ে যাওয়ার কথা টিম ইন্ডিয়ার। তার আগে কোচ গম্ভীরকে যেভাবে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের সামনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়েছে বোর্ড, এমন ঘটনা অতীতে হয়েছে বলে মনে করা যাচ্ছে না। তাছাড়া গম্ভীর এখনও পর্যন্ত বোর্ডের কাছে যা চাইছেন, সবই পেয়েছেন। যার সেরা উদাহরণ হল টিম ইন্ডিয়ার নয়া কোচের সহকারী নির্বাচন। অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন ডোসেট গম্ভীরের দুই সহকারী কোচ হতে চলেছেন, উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ সেই প্রতিবেদন আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। আজ বিসিসিআইয়ের তরফে গম্ভীরের চাহিদায় সিলমোহর পড়েছে। বাকি রয়েছে শুধু বোলিং কোচ নির্বাচন। বোলিং কোচের ভূমিকায় গম্ভীরের পছন্দ দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার মরনি মরকেল। বিসিসিআই এখনও এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে বলে খবর নেই। তবে নতুন কোচের আবদারে বোর্ড 'না' বলবে বলে মনে করছে না ভারতীয় ক্রিকেটের ওয়াকিবহাল মহল।

রাহুল দ্রাবিড় টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ থেকে সরে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই গম্ভীরের নাম নতুন কোচ হিসেবে শোনা গিয়েছিল। সেই প্রতিবেদনও উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এহেন গম্ভীরের আসল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে শ্রীলঙ্কার মাটিতে ২৭ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা টি২০ সিরিজের মাধ্যমে। পাশাপাশি জাতীয় দলে তাঁর সহকারী নির্বাচনের ব্যাপারে কোচ গম্ভীর যেভাবে অতীতের বন্ধুপ্রীতি দেখিয়ে চলেছেন, সেটা নিয়েও সমাজমাধ্যমে আলোচনা চলছে ভালোরকম। বলা হচ্ছে, কেকেআরের মেন্টর নাইটদের দলটাকেই ভেঙে দিলেন।

বাস্তবে নতুন কোচ ও তাঁর ক্রিকেট দর্শন, স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা সবই চলবে। দেখার এটাই, কোচ গম্ভীর ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যান।

সামির কাঠগড়ায় শাস্ত্রী-বিরাটও

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : মাঝে পাঁচ বছর পার।

আরও একটা বিশ্বকাপও (২০২৩) হয়ে গিয়েছে। যেখানে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিও। কিন্তু ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে বাদ পড়ার যন্ত্রণা এখনও জুড়োয়নি মহম্মদ সামির। আর যা নিয়ে সামির কাঠগড়ায় তৎকালীন অধিনায়ক-হেডকোচ বিরাট কোহলি-রবি শাস্ত্রী জুটি।

ফের প্রশ্ন তুললেন সামি। বলেছেন, '২০১৯ বিশ্বকাপে প্রথম ৪-৫টা ম্যাচ খেলিনি। কিন্তু মাঠে ফিরেই হ্যাটট্রিক করেছিলাম। পাঁচ উইকেটও পেয়েছিলাম। পরের ম্যাচেও চার শিকার। তিন ম্যাচে ১৩ উইকেট। এরপর আমার থেকে আর কী আশা করবেন? এর কোনও উত্তর আমার কাছে ছিল না।'

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপেও শুরুটা একইভাবে।

সানিয়া-বিতর্কেও মুখ খুললেন

আগের তিন ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়েছিলেন। এরমধ্যে হ্যাটট্রিক ছিল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও গ্রুপ পর্বে পাঁচ উইকেট নেন। কিন্তু গ্রুপের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বাদ। ফেরানো হয়নি সেমিফাইনালে! শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় সামিহীন ভারতের।

আজ এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বিরাট-শাস্ত্রীর যে সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরুতে সুযোগ পাননি। মহম্মদ সিরাজ অগ্রাধিকার পেয়েছে। কিন্তু প্রত্যাবর্তনেও সামির চমক। সামির কথায়, সুযোগ দিলেই তবে প্রমাণ করা সম্ভব। প্রমাণও করেছিলেন ২০১৯ সালে। কিন্তু তারপরও বাদ পড়তে হয়। কেন? উত্তরটা আজও হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

এদিকে, অর্শদীপ সিংয়ের বিরুদ্ধে বল বিকৃতির অভিযোগ করা ইনজামাম-উল-হককেও একহাত নিয়েছেন সামি। ইনজি দাবি করেছিলেন, অর্শদীপ যেভাবে ১৫তম ওভারেই রিভার্স সুইং (টি২০ বিশ্বকাপে) পেয়েছে, তা বল বিকৃতি ছাড়া সম্ভব নয়। যা নিয়ে ইনজিকে কটাক্ষ সামির।

অর্শদীপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'পাকিস্তানিরা কখনও আমাদের নিয়ে খুশি নয়। হবেও না। কখন অভিযোগ, আমাদের নাকি আলাদা বল দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে চিপ রয়েছে। আবার কখনও বলবে বল বিকৃতি করেছি আমরা। আগামী দিনে যদি কখনও সুযোগ হয়, তাহলে ওদের বলটা খুলে দেখাব। আপনাদের বোলাররা রিভার্স সুইং, সুইং করলে তা দক্ষতা আর আমরা করলে বল বিকৃতি, বলের মধ্যে চিপ লাগানো!'

ইনজিকে আক্রমণ করে সামি আরও বলেছেন, 'প্রাক্তন খেলোয়াড় হয়েও এরকম কথা আপনার থেকে তা আশা করি না। ওয়াসিম আক্রাম পর্যন্ত বলেছিলেন যে, আম্পায়াররা কীভাবে বল দেয়। এরমধ্যে কোনওরকম ডিভাইস লাগানো সম্ভব নয়। এই রকম কার্টুনগিরি ভালো নয়। মানুষকে বোকা বানানোর জন্যই এসব বক্তব্য।'

বিরাট, রোহিতকে নিয়েও অন্য গল্প শোনালেন সামি। নেটে নাকি দুই মহারথী তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাট করতেই চায় না! ভারতীয় স্পিডস্টার বলেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে নেটে ওরা খেলতেই চায় না। বিরাটের সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ডিং রয়েছে। সবসময় পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ করতে ভালোবাসি। যা আমাদের সেরা খেলাটা বের করে আনতে সাহায্য করে। নেটে আউট হলেই বিরাট রেগে যায়। আর রোহিত তো একেবারে খেলতেই চায় না।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় সানিয়া মির্জার সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য বিয়ের খবর নিয়েও মুখ খুলেছেন। সামির দাবি, মজার মিম ছাড়া কিছু নয়। ভিত্তিহীন খবর। যেন এই ধরনের খবরে কেউ বিভ্রান্ত না হয়। মজা ভালো। কিন্তু কখনও কারওর জীবন, ভাবনাকে নিয়ে এভাবে 'খেলা' উচিত নয়। মনে হল, যা খুশি বলে দিলাম, খবর রটিয়ে দিলাম, এটা ঠিক নয়। সবার উচিত, এই ধরনের গুজব যেন ছড়িয়ে না পড়ে, সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

অক্টোবরে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ

আইসিসি-র বৈঠকে নজরে বাংলাদেশ

কলম্বো, ২০ জুলাই : চলতি বছরের অক্টোবরে বাংলাদেশ মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ। ফলে হাতে এখনও কয়েক মাস সময় রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কোটা আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশ। যার জন্যই বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে আইসিসি। শনিবার আইসিসি-র বার্ষিক সভায় এই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, 'সারা বিশ্বে নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য আমাদের নিজস্ব কমিটি রয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতিও পর্যবেক্ষণ করছি আমরা।' বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে সেটা কারোরই জানা নেই। আগামী সাত-দশদিনের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে বাংলাদেশ থেকে টুর্নামেন্ট সরে যাওয়ার ভাবনাচিন্তা স্বাভাবিকভাবেই উঁকি মারতে শুরু করবে।

International Cricket Council

প্রস্তুতি ম্যাচে জয়ী ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাই : ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ২-১ গোলে জিতল ইস্টবেঙ্গল এফসি। তাদের হয়ে গোলগুলি করেন নাওরেম মহেশ সিং ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। এদিন সিনিয়ারের পাশাপাশি নেক্সট জেন কাপের কথা মাথায় রেখে রিজার্ভ স্কোয়াডের ফুটবলারদেরও দেখে নেওয়া হয়। প্রথমার্ধে সাউল ক্রেসপোর পাস থেকে গোল মহেশের। তারপর পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান ডেভিড।

একটি সাধারণ প্রস্তুতি ম্যাচ। তা সত্ত্বেও শনিবার নিউটাউনের এক্সলেন্স সেন্টারে সমর্থকরা ভিড় জমিয়েছিলেন। সবার আগ্রহের কেন্দ্রে নবাগত ফরাসি তারকা মাদিহ তালাল। তিনি প্রায় আধ

নজর কাড়লেন তালাল

ঘণ্টা খেললেন। তাতেই সমর্থকদের মন জিতে নেন। তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে লাল-হলুদ কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাতের বিশ্লেষণ, 'সবে এসেছে। ওর ম্যাচ ফিট হতে এখনও সময় লাগবে।' দলের সামগ্রিক পারফরমেন্স নিয়ে কোয়াদ্রাতের কথায়, 'দলের খেলায় সন্তুষ্ট। তবে সময়ের সঙ্গে আমরা আরও উন্নতি করব।' শুক্রবার সরকারি ঘোষণার পর এদিন প্রস্তুতিতে আসেন জিকসন সিং। তবে ম্যাচে তিনি খেলেননি। তারকা স্ট্রাইকার ক্লেইটন সিলভার চোট থাকায় তিনি খেলেননি। এদিকে ২২ জুলাই রেলওয়ে এফসি-র সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচটি পিছিয়ে ২৪ জুলাই করা হয়েছে।

৫৯ বছরে আজ দ্বিতীয় বিয়ে স্নেহাশিসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাই : তাঁদের সম্পর্কের কথা সবারই জানা। সেই সম্পর্ক নিয়ে বাংলার ক্রিকেট সংসারে গুঞ্জনও কম ছিল না। অবশেষে যাবতীয় গুঞ্জন, জল্পনা শেষ করে দিয়ে চার হাত এক হতে চলেছে আগামীকাল। সিএবি সভাপতি তথা বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় আগামীকাল দীর্ঘদিনের বান্ধবী অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। জানা গিয়েছে, বেহালার বীরেন রায় রোডের বাড়িতে নয়, সল্টলেকের যে ফ্ল্যাটে বান্ধবী অর্পিতার সঙ্গে শেষ কয়েক মাস ধরে থাকছিলেন সিএবি সভাপতি, সেখানেই ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মালাবদল ও রেজিস্ট্রি হতে চলেছে। লন্ডনে থাকার কারণে দাদা স্নেহাশিসের বিয়েতে হাজির থাকতে পারছেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, ৭ অগাস্ট স্নেহাশিস-অর্পিতা ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে রিসেপশনের পার্টি দিচ্ছেন। সেখানে সৌরভের হাজির থাকার কথা।

বর্তমান সিএবি সভাপতি স্নেহাশিসের সঙ্গে মোম গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে আগেই। তাঁদের এক কন্যাসন্তানও রয়েছে। যিনি আপাতত আমেরিকায় থাকেন। ৫৯ বছরের স্নেহাশিসের হবু স্ত্রী অর্পিতারও দ্বিতীয় বিয়ে হতে চলেছে আগামীকালই। অতীতে তিনি কলকাতার এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছিলেন। সেই বিবাহবিচ্ছেদও আগেই হয়ে গিয়েছে বলে খবর। শেষ কয়েক বছর ধরে বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহলে স্নেহাশিস-অর্পিতার সম্পর্ক নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। অবশেষে আগামীকাল সেই আলোচনা পাকাপাকিভাবে শেষ হতে চলেছে।

দীর্ঘদিনের বান্ধবী অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

মিলানে মোরাতা

মিলান, ২০ জুলাই : অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের হয়ে সাফল্য পেলেও বারবার দর্শকদের কটূক্তির শিকার হতে হয়েছিল আলভারো মোরাতাকে। ইউরো কাপের মাঝে তিনি জানিয়েছিলেন, স্পেনের হয়ে ফুটবল খেলা সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণার। এবার স্পেন ছেড়ে তিনি পাড়ি দিচ্ছেন মিলানে। তাঁর সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করেছে এসি মিলান।

লন্ডনে মেন্টর যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে ছুটির মেজাজে শুভমান গিল। সঙ্গে রয়েছেন আইপিএল দল গুজরাট টাইটান্সের কোচ আশিস নেহেরাও।

ঋষভ-অক্ষর-কুলদীপকে রিটেইনের ভাবনা দিল্লির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাই : ২০২৫ সালের আইপিএল শুরুর এখনও ঢের দেরি। তার আগে আগামী ডিসেম্বরে মেগা নিলাম রয়েছে। সেই নিলামের আসরে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলি মোট কতজন ক্রিকেটারকে রিটেইন করতে পারবে, এখনও চূড়ান্ত নয়।

এমন অবস্থার মধ্যে আজ সামনে এসেছে দিল্লি ক্যাপিটালসের ভাবনা। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক ঋষভ পন্থ, বাঁহাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল ও রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব- এই তিন ভারতীয় ক্রিকেটারকে রিটেইন করার পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিদেশি ক্রিকেটারের তালিকায় রয়েছে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক ও ট্রিস্টান স্টাবসের নাম। যদি দুই বিদেশি রিটেইন করা যায়, তাহলে দুইজনই থাকবেন। একজনকে রাখা গেলে কাকে রাখা হবে, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। রাজধানী ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের একটি সূত্রের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে ঋষভকে রিটেইন না করে দিল্লি ছেড়ে দিতে পারে, এমন খবর ঘুরছে। যা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

জানা গিয়েছে, অতীতের মতো আগামী মরশুমেও ঋষভকেই অধিনায়ক ধরে নিলামে দল গঠনের কাজ করতে চাইছে দিল্লি। দলের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও অধিনায়ক হিসেবে ঋষভকেই চান। টানা সাত বছর চেষ্টার পরও ব্যর্থ কোচ রিকি পন্টিংকে ইতিমধ্যেই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে দিল্লি। নতুন কোচের নাম এখনও ঘোষণা হয়নি। তবে জানা গিয়েছে, খুব দ্রুত নতুন কোচ নির্বাচনের কাজটা সেরে ফেলতে চাইছে দিল্লি।

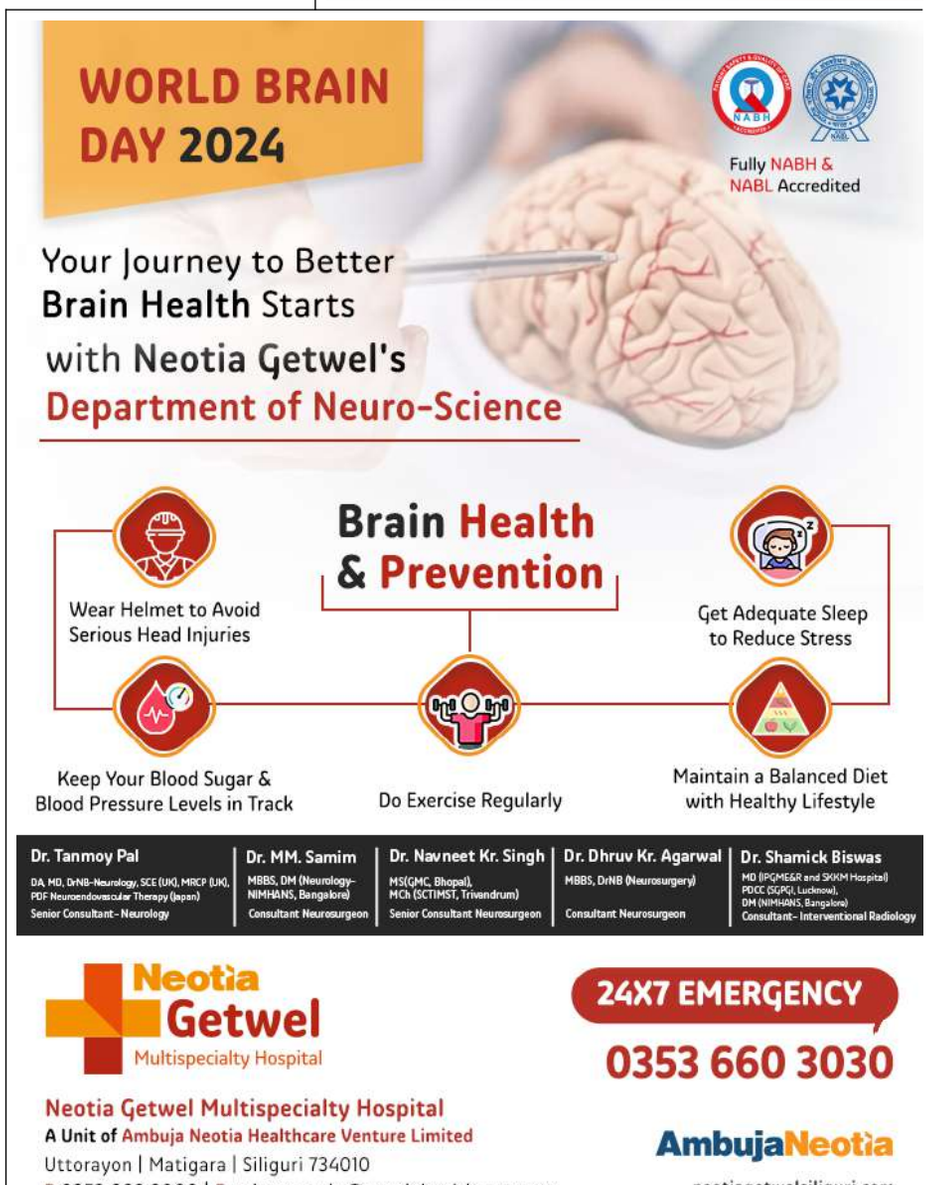

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস - কে 22.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 38E 14842 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি প্রায় প্রত্যহ ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয় করতাম এবং আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতাম। খুব অল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ডিয়ার লটারি আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে সাহায্য করেছে। এটা খুব আনন্দের মুহূর্ত ছিল যখন আমি শুনলাম ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

ধোনির সঙ্গে রিজওয়ানের তুলনা

কী খেয়েছেন? পাক সাংবাদিককে ভাজ্জি

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে মহম্মদ রিজওয়ানের তুলনা! পাক সাংবাদিকের যে হাস্যকর প্রশ্নে রেগে লাল হরভজন সিং। জনৈক সাংবাদিকটি সোশ্যাল মিডিয়াতে এহেন তুলনা টেনে সবার মতামত জানতে চান। দুই তারকার ছবি পোস্ট করে যেখানে লেখেন, আপনারা বলুন তো ধোনি আর রিজওয়ানের মধ্যে কে সেরা?

জবাবটা চাঁচাছোলা ভাষায় দিয়েছেন হরভজনই। জানান, রিজওয়ানকে স্বয়ং প্রশ্ন করা হলে সেও লজ্জা পাবে। ধোনিকে চোখ বুজে এগিয়ে রাখবে। অবান্তর প্রশ্ন। বোকা বোকা পোস্ট। নেশা করেছেন নাকি, এমন কটাক্ষও সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দেন হরভজন।

> রিজওয়ানকে স্বয়ং প্রশ্ন করা হলে সেও লজ্জা পাবে। ধোনিকে চোখ বুজে এগিয়ে রাখবে।
>
> **হরভজন সিং**

পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় টার্বুনেটর লেখেন, 'আজকাল কি ফুঁকছেন? এটা কীরকম বোকা বোকা প্রশ্ন। একে সবাই কিছু বলুন। রিজওয়ানের থেকে ধোনি অনেক এগিয়ে। রিজওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে, ও একই কথা বলবে। রিজওয়ান আমারও পছন্দের প্লেয়ার। ভালো খেলোয়াড় নিঃসন্দেহে। কিন্তু মাহির সঙ্গে তুলনা অযৌক্তিক। উইকেটের পিছনে মাহিই সেরা।'

ডাকেটদের দাপটে স্বস্তিতে ইংল্যান্ড

ট্রেন্টব্রিজ, ২০ জুলাই : বেন ডাকেট ও ওলি পোপের ১১৯ রানের জুটিতে প্রথম ইনিংসের ঘাটতি মিটিয়ে এগিয়ে গেল ইংল্যান্ড। শুধু তাঁরা দুইজন নন, দ্বিতীয় ইনিংসে হ্যারি ব্রুক (অপরাজিত ৭১) ও জো রুট (অপরাজিত ৩৭) রান পেয়েছেন। জ্যাক ক্রলি ৩ রানে নন স্ট্রাইক এন্ডে রান আউট হয়ে ফেরার পর পোপকে (৫১) নিয়ে খেলা ধরে নেন ডাকেট (৭৬)। তৃতীয় দিনের শুরুতে দশম উইকেটে জোশুয়া ডা সিলভা (অপরাজিত ৮২) ও শামার জোসেফের (৩৩) জুটি ইংল্যান্ডের মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল। জুটিতে তাঁরা ৭১ রান তুলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৪১ রানের লিড এনে দেন। দিনের শেষে ইংল্যান্ড ৩ উইকেটে ২৪৮ রান তুলেছে। এগিয়ে রয়েছে ২০৭ রানে।